য়ুরি সৎনিক

আমাদের পাড়ার টীম

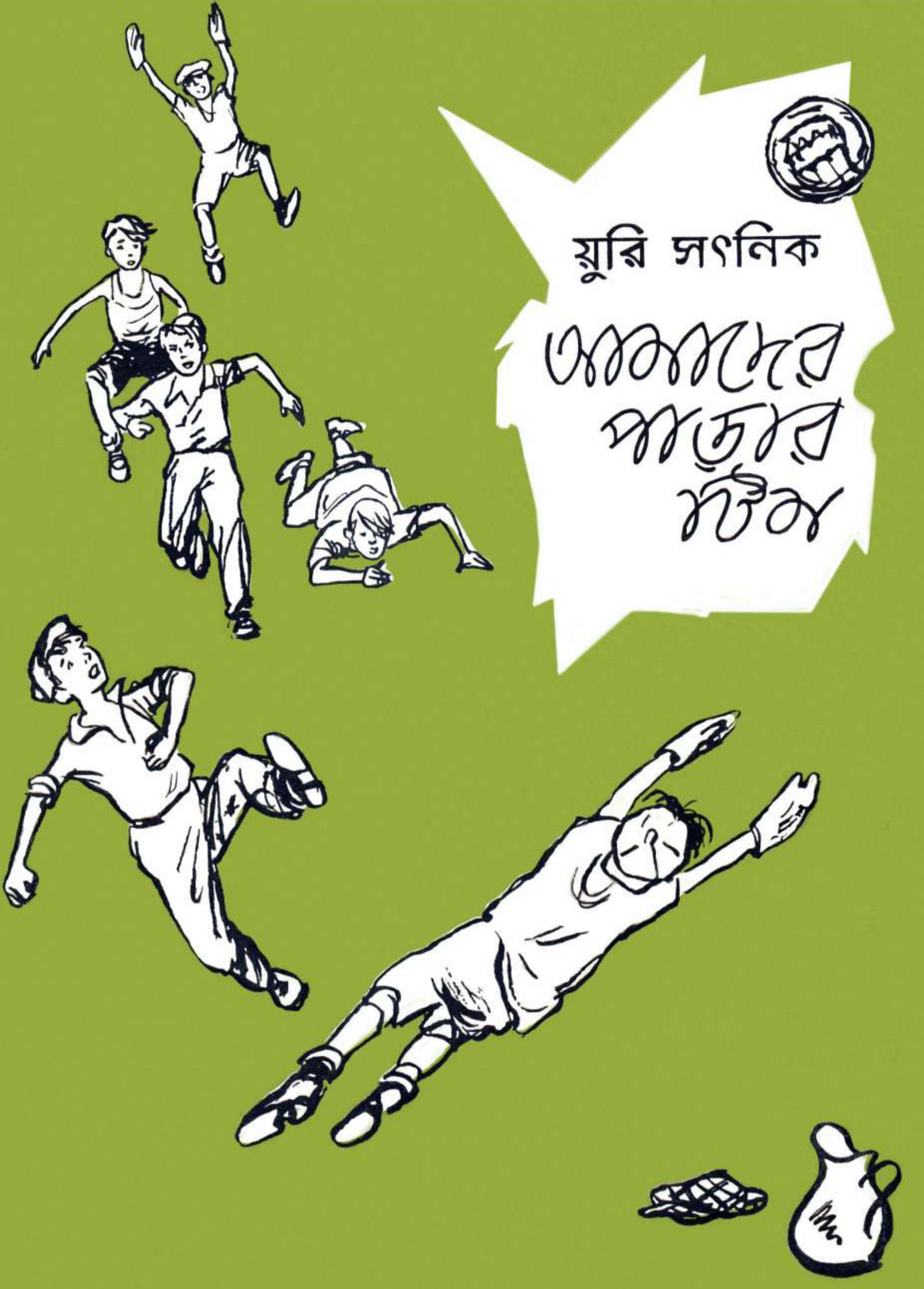

শিশু ও কিশোর সাহিত্য

য়ুরি সংনিক

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: ফল্গু কর
প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: আ. কথভ
চিত্রাঙ্কন: ভ. লাদিয়াগিন

আমোদের বই কি তোমার ভালো লাগে?

যদি না লাগে তাহলে এ বইতে হাত দিও না।

কেন না প্রাণোচ্ছল ঠাট্টা, মজার এ্যাডভেঞ্চার এবং প্রাণখোলা হাসি যাদের প্রিয় সেই সব ছেলেমেয়েদের জন্য এটি লেখা।

লাল পাইওনিয়র টাই পরা সোভিয়েত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুমি পরিচিত হতে চাও না? জানতে চাও না তাদের জীবনযাত্রা, পড়াশুনো আর ফুটবল ম্যাচের কথা? তাদের সরস সঙ্গে কাটাতে চাও না একটি সন্ধ্যা?

সুদূর সোভিয়েত দেশে নতুন বন্ধু যোগাড় করতে যদি চাও, তাহলে পড়ো এই বইটি। এতে আছে সোভিয়েত লেখক য়ুরি সংনিকের লেখা চারটে মজার গল্প এবং একটি সিনারিও।

সূচী

পৃষ্ঠা

তালিমদার	৭
স্টেজের নিচে	৩২
আবিষ্কারক	৪৫
'সামন্ত প্রভু'	৬১
আমাদের পাড়ার টিম (চিত্র-নাট্য)	৭২

তালিমদার

জোরে দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। রান্নাঘর থেকে এসে দরজা খুললেন দিদিমা। সিঁড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে অচেনা একটি ছেলে। মাথা নুইয়ে ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল:

'মাফ করুন, গ্রিশা উতচ্‌কিন এখানে থাকে কি?'

সন্দেহজনক চোখে ছেলেটির দিকে চাইলেন দিদিমা, জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।'

ছেলেটিকে দেখে মোটের ওপর ভালোই লাগল দিদিমার। পরনে নেভি-ব্লু ফিটফাট ট্রাউজার, গায়ে হাফ-হাতা হলদে রঙের নতুন স্পোর্ট সার্ট। গলায় ইয়ং পাইওনিয়রের রেশমী লাল টাই, ছাঁটা কাটা সোনালী চুল। বগলে প্যাড-দেওয়া

নোংরা ছেঁড়া কোট, অন্য হাতে দড়িতে বাঁধা ধনুকের মতো ঠ্যাংওয়ালা লোমশ ও বেজাতের একটা কুকুর। প্যাডওয়ালা কোট আর কুকুরটা দেখে দিদিমার কেমন যেন সন্দেহ হল।

'গ্রিশার সঙ্গে দেখা হবে কি?'

একটু ইতস্তত করে দিদিমা বললেন, 'তা হতে পারে।' উনি বলতে যাচ্ছিলেন কুকুর নোংরা জানোয়ার ঘরে নেওয়া চলবে না। কিন্তু কী ভেবে শুধু বললেন, 'ওঘরে থাকে ও।'

ছেলেটি অবশ্য কুকুরটাকে ভিতরে নিল না, কড়া গলায় হুকুম দিল:

'পাল্মা বোস্ এখানে! শুনতে পাচ্ছিস? এখানে বোস্!'

পাল্মা হাই তুলল, তারপর বসে পড়ল, লোমশ মুখে একঘেয়েমীর স্পষ্ট চিহ্ন। সিঁড়ির হাতলে দড়ি বেঁধে দিদিমা যে ঘরটা দেখালেন তার দরজায় ধাক্কা দিল ছেলেটি।

গ্রিশা বলিষ্ঠ গড়ন, মাথায় এক গোছা উস্কোখুস্কো কালো চুল। চেয়ারের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে এক টুকরো কাঠে করাত চালাচ্ছিল একমনে। ওলেগ ভলশিন প্যারালাল ফর্মের ছাত্র, বিশেষ আলাপ নেই ওর সঙ্গে, দেখে অবাকই হল। গ্রিশা খাড়া হয়ে দাঁড়াল, সার্ট ঠিক করে গুঁজে নিয়ে নবাগতের দিকে চাইল জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে।

ওলেগ দরজা ভেজিয়ে বলল, 'এই যে, ভাই উতচ্কিন, একটা কথা বলতে এলাম তোকে।'

'বল,' ভ্রূ কুঁচকে গ্রিশা সংক্ষেপে বলল।

'কুকুরকে তালিম দেয়ার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবি?'

'নিশ্চয়। কিন্তু কী করে?' গ্রিশা কথা বলে কম, কোন ঝুঁকি এড়িয়ে যাবার ছেলে সে নয়।

'শোন্ তাহলে। পাহারার কাজের জন্য একটা কুকুরকে তালিম দিচ্ছি আমি। এর মধ্যেই আমার সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাঁটতে শিখিয়েছি। হুকুমমতো বসতে আর শুতে শিখেছে। এখন তালিম দিচ্ছি "ধর্ ওকে"। এর মানে আমার

হুকুমমতো যে কোন লোককে ও আক্রমণ করবে। এখন দরকার এমন একজন সহকারীর কুকুরটা যাকে চেনে না।'

'যাতে তাকে আক্রমণ করতে পারে?'

'ঠিক। আমার ক্লাশের ছেলেদের নিয়ে তালিম দিয়েছি। হয়ত দেখে থাকবি কী ভাবে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! কিন্তু মুস্কিল কি জানিস? ওদের সবাইকে চিনে ফেলেছে, তাই আর হামলা করবে না। কিন্তু আক্রমণ করাটা ঠিকমতো ওর শেখা চাই। তাই ভাবলাম তোকে বলব কথাটা ...'

গ্রিশা চিন্তাভরে ওর চেপ্টা নাকটা ঘষে নিয়ে বলল:

'যদি কামড়ে দেয়?'

'কেন, আমি শেকল ধরে থাকব আর তুই পরবি তালিমদারের পোষাক।'

প্যাডওয়ালা কোটটা খুলল ওলেগ, ভেতর থেকে বেরিয়ে এল কোটটারই মতো ছেঁড়াখোঁড়া একটা প্যাডওয়ালা ট্রাউজার।

'আমার ক্লাশের সব ছেলেরাই এ কাজে সাহায্য করেছে, শুধু সেরিওজা লাপতেভ সামান্য একটু কামড় খেয়েছে। তা, কী বল্?'

'বেশ, রাজী। তা, তোর কুকুর কই?'

'ওকে সিঁড়ির মুখে রেখে এসেছি, যাতে বুঝতে না পারে আমরা বন্ধু। আমি যাচ্ছি এখন। তোর জন্যে অপেক্ষা করব তিখায়া* স্ট্রীটে। এই পোষাক পরে আয় ওখানে। হাবভাবটা করবি চোরের মতো, চুপচাপ এগুবি ওর দিকে, বুঝলি?'

'হুঁ। আয় তাহলে।'

চলে গেল ওলেগ। গ্রিশা টুপি মাথায় দিয়ে পোষাক পরতে সুরু করল। জিনিসটা সুবিধের নয়, ট্রাউজারটা প্রকাণ্ড বড়ো। বগলের নীচে বেল্ট কষে দড়ি দিয়ে যখন পায়ের গাঁটের কাছে ট্রাউজার তুলে বাঁধল, চেহারাটা হল অদ্ভুতাকৃতি প্রকাণ্ড একটা একর্ডিয়নের মতো। প্যাডওয়ালা কোটটা অনেকটা

* তিখায়া — রুশ শব্দ, মানে চুপচাপ।

রক্ষা করল: প্রায় সব ট্রাউজারটা ঢেকে ঝুলে পড়ল হাঁটুর নীচে। হাতা গুটোবার জন্য গ্রিশার মাথাব্যথা নেই, দু'পাশে ঝুলতে লাগল লটপট করে।

স্বভাবতই গ্রিশার ইচ্ছে নয় দিদিমা ওকে এ পোষাকে দেখেন। দরজা একটু ফাঁক করে মুহূর্তের জন্য কান পেতে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ল।

তিখায়া স্ট্রীটের নাম সার্থক, সত্যিই রাস্তাটা খুব নির্জন। দু' পাশে অনেক দিনের লাইম গাছগুলো, একতলা দোতলা বাড়িগুলোকে রেখেছে ঢেকে। রাস্তার নুড়ি পাথরের ফাঁকে ঘাস গজিয়েছে, গাড়ি ঘোড়া নেই বললেই চলে।

গ্রিশা দেখতে পেল ওলেগ রাস্তা ধরে চলেছে আর জোরে জোরে হাঁক মারছে:

'পাল্‌মা, চল্‌ আমার পাশ ঘেঁষে।'

'এই!' জানান দিল 'সহকারী'।

তালিমদার থেমে গেল। পাল্‌মাকে বসবার হুকুম দিয়ে মাথা নেড়ে জানাল, আরম্ভ করা যাক। সহকারী টুপি টেনে আনল চোখের ওপর, আতঙ্কজনকভাবে চোয়াল বাড়িয়ে গুড়ি মেরে এঁকে বেঁকে হাতা দোলাতে দোলাতে সামনে এগুতে লাগল।

সহকারীকে দেখতে পেয়ে পাল্‌মা সকৌতূহলে চেয়ে রইল তার দিকে, লোমশ মাথাটা হেলাচ্ছে একবার এদিকে, একবার ওদিকে। গ্রিশা যখন গজ দশেক দূরে, পাল্‌মা দাঁড়িয়ে উঠে গোঁ গোঁ করতে লাগল।

'ছিঃ পাল্‌মা, বোস্‌!' হুকুম দিল ওলেগ। অনিচ্ছার সঙ্গে বসল পাল্‌মা, কিন্তু দাঁত খিঁচোতে লাগল।

হামাগুড়ি দিতে দিতে সহকারীটিও গোঁ গোঁ করতে লাগল।

'ধর্‌ ওকে,' চেঁচিয়ে উঠল ওলেগ।

পাল্‌মা গর্জন করে এত জোরে গ্রিশার ওপর ঝাঁপ মারল যে ওলেগকে শরীরের সব জোর খাটিয়ে দড়ি টেনে রাখতে হল।

গ্রিশা লাফ মেরে সরে গেল এক পাশে।

‘দেখলি ব্যাপারটা?’ নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল ওলেগ।

‘হ্যাঁ,’ গ্রিশাও জবাব দিল একই সুরে। ‘কিন্তু তোর হুকুম ছাড়াই আমাকে আক্রমণ করত ও, ওকে আমি ক্ষেপিয়েছিলাম যে।’

‘আর একবার দেখা যাক। এবার আর ওকে ক্ষেপাস না। ওইখানটায় কোণায় লুকিয়ে থাক। পরে আমাদের দিকে না তাকিয়ে এই রাস্তা ধরে ধীরে সুস্থে হেঁটে আসবি। ঠিক?’

‘ঠিক!’

গ্রিশা মোড়ের কাছে ছুটে গিয়ে কোণায় লুকিয়ে পড়ল। কয়েক মিনিট বাদে আসতে লাগল ধীরে সুস্থে উলটো দিকের রাস্তা ধরে। ওলেগের বরাবর এসে পেরিয়ে গেল ওকে।

‘ধর্ ওকে!’

‘গর্-র্-র্-র্!’

পিছনে ফিরে গ্রিশা দেখল দড়িতে টান পড়েছে, পাল্মা ওর দিকে ছুটে আসবার চেষ্টা করছে।

‘চমৎকার, তাই না?’ রাস্তার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল ওলেগ। ‘ব্যস্, আর নয়! ধন্যবাদ! পোষাক খুলে আয় এখানে।’

গ্রিশা পোষাক খুলে কপালের ঘাম মুছে এগিয়ে এল তালিমদারের কাছে। পাল্মা চেষ্টা করল ওর পা কামড়াতে, কিন্তু ওলেগ ওকে বসিয়ে দিল। হাসি আর ধরে না ওলেগের, নীল চোখ চকচক করছে, মুখখানা উদ্ভাসিত।

‘দেখলি তো? এরই নাম তালিম! ওর দিকে তাকাসনি তুই, তবু আর একটু হলে তোর ওপর পড়ত ঝাঁপিয়ে!’

পাল্মার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব রেখে গ্রিশা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাক খুঁটতে লাগল।

‘তাতে কী হল? ওর মনে ছিল আমি ওকে বিরক্ত করেছি, তাই আমাকে

তাড়া করেছে। আমার এই পোষাক পরা যে কোন লোককে ও তাড়া করবে। ঐ যে মহিলাটি, ওকে কিন্তু কিছুই বলবে না।' রাস্তার উলটো দিক ধরে বাজারের থলে হাতে হেলতে দুলতে যাচ্ছিলেন একটি মোটা মহিলা, চোখের ইশারায় তাকে দেখাল গ্রিশা।

ওলেগের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, চেয়ে দেখল মহিলার দিকে। মহিলাটি ওদের পেরিয়ে যেতে পাল্‌মার পাশে উবু হয়ে বসে ওলেগ মহিলাকে দেখিয়ে গলা নীচু করে বলল:

'পাল্‌মা, ধর্‌ ওকে!'

দারুণ ঘেউ ঘেউ করতে করতে কুকুরটা লাফাতে লাগল ওলেগের হাতের দড়িতে ঝটকা দিয়ে।

'থাম্‌ পাল্‌মা!' বিজয়ীর মতো গ্রিশার দিকে ফিরে ওলেগ বলল, 'কী মনে হয় এখন?'

তালিমের ফলে কী হতে পারে তাতে গ্রিশার বিশ্বাস হল শুধু তখনি। ছেঁড়াখোঁড়া পোষাক বগলে চেপে উবু হয়ে বসে পাল্‌মাকে পরীক্ষা করতে লাগল সে।

'কোন জাতের? দো-আঁশলা?'

'সেইটেই তো কথা! দো-আঁশলা!'

'পুলিশ কুকুর হলে কী মজা হত,' গ্রিশা মন্তব্য করল।

'তুই কী ভাবছিস? এমনি এমনিই একে তালিম দিচ্ছি? পরে একে কুকুর তালিম দেবার স্কুলে নিয়ে যাব, দেখাব আমার ক্ষমতা। ওরা আমাকে পুলিশ কুকুরের বাচ্চা দেবে মানুষ করতে।'

গ্রিশা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পাল্‌মার ওপর চোখ রেখে বলল:

'সত্যি?'

'তা ঠিক বলতে পারছি না, তবে দিতেও পারে।'

'আচ্ছা, আমাদের এখানে কি ... ঐ যে কী বলে যেন ... সহরের যেখানে কুকুর পোষে তেমন কিছু আছে কি?'

'কুকুর তালিম স্কুল? আলবৎ আছে। ঐ যে দোসাআফ* তাদের আছে একটা। মিলিশিয়ারও আছে একটা। সিঁড়ি, বেড়া, কথা মানার পাঠগুলো শেষ হলেই ওকে দোসাআফে নিয়ে যাব।'

'সিঁড়ি, বেড়া, কথা মানার পাঠ মানে কি?'

'পাল্মাকে দেয়ালের ওপর কাৎ করা মই বেয়ে ওঠা নামা শিখতে হবে। শিখবে বেড়া টপকাতে আর ওকে ছেড়ে চলে যাবার সময় যতক্ষণ বসে থাকতে বলব ততক্ষণ বসে থাকতে। হোক্ না আধঘণ্টা, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত নড়বে চড়বে না।'

তখন পর্যন্ত সার্ভিস কুকুর সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা ছিল গ্রিশার। ব্লডহাউণ্ডের কথা সে শুনেছে, দু'একটা ছবিতে সৈন্যবাহিনীর আশ্চর্য চতুর কুকুর আর সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে তাদের বীরত্বজনক কাজকর্ম দেখেছে, কিন্তু ওর বরাবর ধারণা একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই ওদের তালিম দিতে পারে। কিন্তু এখন দেখতে পেল স্কুলের সামান্য এক ছাত্র একটা দো-আঁশলা কুকুরকে পাশে চলতে, হুকুমমতো বসতে আর আক্রমণ করতে শিখিয়েছে। কুকুরটা পুলিশেরও নয়। বাইরে থেকে মন্থর ও বিরস প্রকৃতি দেখালেও গ্রিশা আসলে আবেগ প্রধান, অল্পেই উত্তেজিত। কল্পনায় দেখতে পেল রাস্তা দিয়ে সে চলেছে প্রকাণ্ড একটা পুলিশ কুকুরকে পাশে নিয়ে, প্রতিটি লোক পাশে সরে যাচ্ছে। স্কুলে যাবে ও আর চমকে ওঠা ছেলেগুলোর চোখের সামনে এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা ওর কথামতো বেড়া টপকাবে, মই বেয়ে চিলে-ঘরে উঠবে কিংবা উঠনে স্থির হয়ে বসে থাকবে আর গ্রিশা দিব্যি ক্লাশ করবে।

'ওলেগ ভাই, কী করে এত সব শিখলি?'

'খুবই সহজে। "সার্ভিস কুকুরের লালন পালন" বলে একটা বই কিনে আনলাম। সবকিছু লেখা আছে সোজা ভাষায়।'

* দোসাআফ — স্থল, জল ও বিমান বাহিনীকে সাহায্য করার জন্য নিখিল ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক সমিতি।

'আমিও কিনব একটা। তবে কুকুর জোগাড় করাই মুস্কিল। যা হোক একটা জোগাড় করলেও দিদিমা যে বার করে দেবে।'

ফুটপাথের কিনারে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা করল ওরা। আর যা যা কৌশল জানত পাল্‌মাকে দিয়ে তাই করাল ওলেগ। গ্রিশা এমন তন্ময় হয়ে দেখছিল যে কিছু দূরে একজনের পায়ের ভারি দৃঢ় আওয়াজ শোনাতে সে শুধু চোখ তুলে তাকাল। মিলিশিয়ার একজন লম্বা কমবয়সী লোক ফিটফাট ইউনিফর্মে রাস্তার উলটো দিক ধরে এগিয়ে চলেছে। ইউনিফর্মের ওপর লেফট্‌ন্যাণ্টের ঘাড়-পট্টি। কুকুরের পাশে ছেলেদুটোকে জটলা করতে দেখে বেল্টের মধ্যে বুড়ো আঙুল ঢুকিয়ে সে একটু হাসল। ওলেগও মিলিশিয়ার লোকটিকে দেখেছে।

'ও দেখছে ...' গলা নীচু করে বলল সে।

লেফট্‌ন্যাণ্ট ওদের দিকে নজর দেওয়ায় কৃতার্থ বোধ করে ওরাও তার দিকে চেয়ে একটু হাসল। লোকটি বন্ধুর মতো চোখ টিপল। গ্রিশার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল মিলিশিয়াতে ওদের নিজস্ব কুকুর তালিম দেবার স্কুল আছে। ওলেগের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলল:

'দেখিয়ে দে ওকে, দেখিয়ে দে কী করে পাল্‌মা লোককে তাড়া করে!'

'সেটা করা ঠিক হবে কি!'

'কেন নয়? মজা ছাড়া আর কি? নে, দেখা!'

ওলেগ এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর উবু হয়ে মিলিশিয়ার লোকটিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, যেন সে শুনতে পায়:

'পাল্‌মা, ধর্‌ ওকে, ধর্‌ ওকে!'

পাল্‌মা সামনে ছিটকে গিয়ে ওলেগের হাতের দড়ি ছাড়িয়ে গর্জন করে লেফট্‌ন্যাণ্টের দিকে ছুটে গেল।

'লাগা দৌড়!' সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল গ্রিশা।

কী হল না হল আর দেখাদেখি নেই। প্যাডওয়ালা পোষাকটা ফুটপাথের ওপর ফেলে দিল গ্রিশা, চোঁচা দৌড় মেরে দুজনেই ঢুকল সামনে যে গেট পেল

তার ভেতর। উঠনের চারদিকে চাইবার সময় নেই, গেটের ডান দিকে নজরে পড়ল এক গাদা জ্বালানী কাঠ আর সেই কাঠের গাদা আর বেড়ার মাঝখানে একটা ছোট গর্ত। সেদিকে ছুটে গেল দুজন, গর্তের মধ্যে ঢুকে রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল। তারপর শোনা গেল ভারি পায়ের আওয়াজ, কে যেন এসে কাঠের গাদার খুব কাছে জানলার শার্শিতে টোকা মারছে। কেটে গেল আরও কয়েক সেকেন্ড। হুড়কোর আওয়াজ হল, খুলে গেল দরজা। ভেসে এল একটি স্ত্রীলোকের একটু উদ্বেগভরা গলা:

'কী ব্যাপার?'

'আপনার ছেলেরাই কি কুকুর লেলিয়ে মজা দেখছিল?'

'ছেলে?' মহিলা অবাক। 'বাড়িতে বাচ্চার নাম গন্ধও নেই।'

'আপনি বলছেন কেউ নেই, কিন্তু আমি দুজনকে দেখেছি আপনার এই উঠনে ঢুকতে। দেখুন, কুকুরটা আমার কী দশা করেছে।'

'আমার কথা বিশ্বাস না হলে নিজে এসে দেখুন। উঠন দিয়ে সদর রাস্তায় যাওয়া যায়। ওদিকেও আর একটা দরজা আছে। ঐটে দিয়ে পালিয়েছে নিশ্চয়।'

একটু চুপচাপ।

'ঠিক আছে, দুঃখিত আমি,' বিড়বিড় করে বলল লেফট্‌ন্যাণ্ট।

'আচ্ছা, আচ্ছা,' শুকনো গলায় বলল মহিলা।

সশব্দে দরজা বন্ধ হল। মিলিশিয়ার লোকটির পায়ের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে গেল।

ততক্ষণ ছেলেদুটি বেড়া আর কাঠের গাদার মাঝখানে ঘেঁষাঘেঁষি করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, শ্বাস নেয় কি না নেয়।

'চল্, বার হওয়া যাক,' ফিসফিসিয়ে বলল গ্রিশা।

'চুপ, বোকা,' গ্রিশার কনুই চেপে খেঁকিয়ে উঠল ওলেগ। তার সারা শরীর কাঁপছে।

'বেরিয়ে যাই চল, নইলে ও আবার এসে খুঁজতে সুরু করবে,' বলেই গ্রিশা কাঠের গাদার পিছন থেকে ওলেগকে ঠেলে বার করল।

উঠনের কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা দরজা ধরে ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে এল। গ্রিশার বাড়ি না পৌঁছন পর্যন্ত থামল না কেউ। সহকারীর নাক আর গালে রক্তের ছোপ, জ্বালানী কাঠের গাদায় আচ্ছা ঘষা খেয়েছে। আর তালিমদার মশাই'এর নতুন নেভি-ব্লু ট্রাউজারটি রজন আর পাইনছালের গুঁড়োয় ভর্তি।

'ইস্, কী ফ্যাসাদেই না পড়েছি!' দম নিয়ে ধীরে ধীরে বলল ওলেগ। 'তোর কথা শুনে কী বোকামিই না করেছি।'

'হাত থেকে দড়ি ছেড়েই বোকামি করেছিস,' গজর গজর করে উঠে সিঁড়ির ধাপে বসল গ্রিশা। মুঠোর ওপর চিবুক রেখে গুম হয়ে বসে রইল।

ওলেগ গ্রিশার কাছে এসে ঝুঁকে পড়ে বলল:

'জানিস এখন কী হবে? মিলিশিয়ার লোককে কুকুর লেলান — ওরা সহজে ছাড়বে না!'

'কিচ্ছু হবে না। বলব ওরকম মৎলব ছিল না, কুকুরের কায়দাটা শুধু দেখাতে চেয়েছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল গ্রিশা।

'কুকুরের কায়দা দেখান,' ওলেগ ওকে ভ্যাঙচাল। 'কে এ কথা বিশ্বাস করবে? কী করে প্রমাণ করবি?'

গ্রিশা একেবারে গুম। সব ব্যাপারটায় অসুস্থ বোধ করল।

'তারপর তালিমদারের পোষাকও ফেলে এসেছিস,' গ্রিশাকে ক্ষেপাতে লাগল ওলেগ। 'না না, আমার দরকার বলে বলছি না। কী হবে এখন জানিস? ঐ কোট দিয়েই আমাদের খুঁজে বার করবে।'

'কী করে?' গ্রিশার গলা মুষড়ে পড়েছে।

'খুবই সোজা। একটা ব্লডহাউন্ডকে দিয়ে কোটটা শোঁকাবে, গন্ধ শুঁকে তোকে আর আমাকে বের করে ফেলবে। কোটটা তুইও পরেছিস তো।'

গ্রিশা আরও মুষড়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে পিছনে হাত মুড়ে সিঁড়ির চাতালে পায়চারি সুরু করল। একটু বাদে দাঁড়াল এসে ওলেগের সামনে।

'শোন্। এই করা যাক তাহলে। যদি তোকে ধরে আমার কথা কিছু বলবি না। স্রেফ বলবি আমাকে চিনিস না। আর আমাকে ধরলে আমিও তাই করব, কেমন?'

'বেশ,' একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলল ওলেগ। 'চলি ভাই। হোমটাস্ক করতে হবে।'

দরজা দিয়ে বাইরে ইতিউতি করে রাস্তা ধরে তাড়াতাড়ি চলল ওলেগ, মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে চাইতে লাগল। গ্রিশা পা টেনে টেনে সিঁড়ি বেয়ে নিজেদের ফ্ল্যাটের দিকে গেল।

দরজা খুলেই দিদিমা ওর মুখের দাগগুলো লক্ষ্য করলেন।

'দেখ কাণ্ড! বলি হয়েছে কী?' দিদিমা জিজ্ঞেস করলেন।

'কিছু না,' বলে গ্রিশা ঘরে ঢুকল।

সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল সে। থেকে থেকে দরজার কাছে থেমে উদ্বেগের সঙ্গে কান পেতে শুনল সিঁড়ির ওপর পায়ের আওয়াজ, আশংকা যে কোন মুহূর্তে ঘণ্টা বাজবে আর মিলিশিয়ার লোক একটা কুকুর নিয়ে দরজায় হাজির হল বলে।

আবহাওয়াটা সুন্দর বলে অবস্থাটা আরও খারাপ। ঠিক ওর জানলার নীচে গ্রিশার বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে পাশের বাড়ির ছেলেদের জোর ফুটবল ম্যাচ চলেছে। গ্রিশা বরাবর খেলে গোলে।

'গ্রিশা! বেরিয়ে আয়। তুই না থাকায় হেরে যাচ্ছি!' জানলা দিয়ে যতবার তাকায় ততবার ছেলেগুলো ওকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে।

'খেলতে ইচ্ছে করছে না,' বিষণ্ণভাবে জবাব দিয়ে গ্রিশা চলে আসে ঘরের মধ্যে।

সন্ধ্যা হল। কাজ থেকে ফিরে এলেন মা-বাবা, বসলেন সাপার খেতে। গ্রিশা তার প্লেটের দিকে তাকিয়ে এত আস্তে আস্তে আর অনিচ্ছার সঙ্গে কাটলেট খেতে লাগল যে মা উদ্বেগ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'গ্রিশা, বাপ আমার, এত মন-মরা কেন?'

'ও কিছু না...'

হাত বাড়িয়ে ওর কপালের তাপ পরীক্ষা করলেন মা।

'খোকার এত ভালো খিদে আর আজ কি না ও খেলই না একদম।'

'মনে হচ্ছে কোন গোলমাল করেছে। দেখছ না নাকটা ছড়ে গেছে?' মন্তব্য করলেন বাবা। 'ঠিক তাই, না গ্রিশা?'

গ্রিশা জবাব দিল না। সাপার শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকল। শুধু চা খাওয়ার সময় বাবার উদ্দেশে বলল:

'বাবা, আমাদেরই একজন ছেলে মিলিশিয়ার লোককে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। কুকুরটা কামড়েছে ওকে। ছেলেটাকে ধরলে কী হবে বাবা?'

' "কী হবে?" বলে তুমি কী বোঝাতে চাইছ? ওর মা-বাবাকে ফাইন করবে আর স্কুল কর্তৃপক্ষকে ওর কথা জানাবে। এ রকম গুণ্ডামী বরদাস্ত করবে না।'

'এ ওরই কাজ, ওই যে ছোকরা আজ এসেছিল,' যোগ করলেন দিদিমা।

'কোন ছেলে?' বাবা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন।

'আজ গ্রিশার কাছে একটা ছেলে এসেছিল। খুব ফিটফাট অবশ্য, কিন্তু সঙ্গে ছিল একটা কুকুর। কুচ্ছিৎ জানোয়ার, দেখলে গা ঘিন ঘিন করে।'

* * *

পরের দিন রবিবার। গ্রিশার পিসীর জন্মদিন। সবাই চলেছে সেখানে ডিনার খেতে। গ্রিশা বলতে চেয়েছিল ওর ভালো লাগছে না, বাড়িতে থাকবে, কিন্তু পরে ভেবে দেখল একা একা বাড়ি থাকার চেয়ে পিসীর ওখানে ফুর্তিফার্তা করা যাবে। খাওয়াটা হবে ভালো, শোনা যাবে রেকর্ড-প্লেয়ার। যাওয়াই সাব্যস্ত করল।

যেন ওকে জব্দ করার জন্যই, বাবা, মা আর দিদিমা বাসে না গিয়ে হেঁটে যাওয়া ঠিক করলেন। মিলিশিয়ার প্রতিটি লোককেই মনে হচ্ছে লেফট্ন্যাণ্ট বলে, তাই সহজ ভাবে না হেঁটে অনেক কায়দা কৌশল করতে হল ওকে।

মিলিশিয়ার পোষাক-পরা কাউকে দেখলেই সে সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এসে বাবার পিছনে আশ্রয় নেয় আর পিছনে তেমন কাউকে দেখলে সামনে ছুটে এসে এমনভাবে ওদের গা ঘেঁষে চলতে থাকে যে পায়ে পায়ে টক্কর লাগে।

'খোকা, পাগলের মত ছুটোছুটি না করে ঠিকভাবে হাঁটছিস না কেন?' শেষ পর্যন্ত বলে উঠলেন বাবা।

ঠিক সেই মুহূর্তে মিলিশিয়ার এক ইয়া লম্বা লোক সামনের দোকান থেকে বার হয়ে সটান ওদের দিকে আসতে লাগল। লোকটির মুখ বা ঘাড়-পট্টি দেখবার অবকাশ গ্রিশার হল না, সামনের বাড়ির যে দরজা পেল গ্রিশা চোঁ করে ঢুকে গেল তার ভিতর, এক ছুটে উঠে গেল দোতলায়। পুরো দু'মিনিট ধরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে উতচ্কিনরা বৃথাই হাঁক ডাক করতে লাগলেন:

'গ্রিশা, পাগলামী করিস নে। তোর বয়স হয়েছে, এসব ছেলেমানুষী সাজে না।'

'খুব হয়েছে গ্রিশা, তাহলে তুই বাড়ি ফিরে যা, শুনলি!'

... পরের দিন সকালে গ্রিশা স্কুলে গেল অমনি সতর্কভাবে অনেক কলা কৌশল করে।

স্কুল গেটে ওলেগের সঙ্গে দেখা। নেভি-ব্লুর বদলে পরেছে ছাই রঙের ট্রাউজার আর হলদে স্পোর্ট সার্টের বদলে সাদা সার্ট। মাথার ওপর এমন চওড়া কিনারা স্ট্র হ্যাট যে দেখাচ্ছে ব্যাঙের ছাতার মত।

'কী খবর?' জিজ্ঞেস করল গ্রিশা।

'এ পর্যন্ত কোন গোলমাল হয়নি। গা ঢাকা দেয়ার জন্য পোষাক বদলেছি।'

'পাল্মা ফিরে এসেছে?'

'হ্যাঁ, কালই ফিরেছে। তোর খবর কি?'

'এ পর্যন্ত মন্দ নয়।'

তিন দিন কেটে গেল। কিছুই হল না। ক্রমে গ্রিশার সাহস বাড়তে লাগল। আবার সে ফুটবল খেলা সুরু করল, মিলিশিয়ার লোক দেখলে আর বাড়ির

ভেতর ছুট মারে না। ওলেগও তাই। পুলিশ কুকুরকে তালিম দেয়ার স্বপ্ন আবার দেখতে লাগল গ্রিশা। একদিন টিফিনের সময় জিজ্ঞেস করল ওলেগকে:

'কুকুরটাকে এখনো তালিম দিচ্ছিস নাকি?'

'উঁহু, পাল্‌মার অসুখ করেছে।'

'কী হয়েছে?'

'জানি না। ওঠেও না, খায়ও না।'

'আবার তালিম দিতে সুরু করলে আমাকে ডাকিস। আমিও শিখতে চাই।'

ওলেগ কথা দিল কিন্তু পরের রোববার যা ঘটল তা এই।

বাবা-মা আর গ্রিশা বসেছে ডিনার টেবিলে। দিদিমা গেছেন রান্নাঘরে। হঠাৎ দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। দিদিমা দরজা খুলতেই ভিতরে ঝড়ের মতো ঢুকল ওলেগ। ঘন ঘন শ্বাস টানছে, কপালে আর নাকে ঘামের ফোঁটা।

'নমস্কার!' বলেই একটু থেমে যোগ করল, 'কেমন আছেন?'

আবার থেমে গেল। গভীর শ্বাস টেনে হঠাৎ বলে উঠল:

'গ্রিশা, তোকে ইনজেকসন নিতে হবে।'

সবাই চুপচাপ।

'কীসের জন্য?' জিজ্ঞেস করল গ্রিশা।

'জলাতঙ্কের জন্য। পাল্‌মার অসুখ করেছিল, খাওয়া দাওয়া বন্ধ। তারপর কোথায় চলে গেছে, আর আসেনি। মা পশু হাসপাতালে গেছলেন। ওরা বলেছে ওটা প্রাথমিক জলাতঙ্কের লক্ষণ হতে পারে। বুঝলি? এখন তোকে, আমাকে, মাকে আর সাহায্যকারীদের সবাইকে ইনজেকসন নিতে হবে।'

'হুঁ, বুঝলাম,' আস্তে আস্তে বললেন গ্রিশার বাবা।

'যা ভেবেছিলাম তাই!' দিদিমা গজ গজ করে উঠলেন। 'কুকুরটাকে নিয়ে হাজির হওয়া থেকেই মন বলছিল জানোয়ারটা যত নষ্টের গোড়া!'

ওলেগ জানাল সঙ্গে সঙ্গেই ইনজেকসন নেওয়া দরকার, কারণ কুকুরটার হয়ত আগে থেকেই অসুখ করেছিল। ওলেগ চলে যেতে গ্রিশা বাবাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে লাগল: জলাতঙ্ক কাকে বলে, তার লক্ষণ কী ইত্যাদি। সারা

সন্ধ্যা দৌড়ে যেতে লাগল রান্নাঘরে, পরীক্ষা করে দেখল জল গিলতে পারছে কি না। পরের দিন ঘুম ভাঙতে মানসিক অবস্থা বড়ই বিষণ্ণ মনে হল কিন্তু স্কুলে যেতে ঠিক হয়ে গেল সব।

স্কুলের গেটে একদল ছেলে সোল্লাসে ওকে অভ্যর্থনা জানাল:

'এই যে আর এক পাগলা!'

'হি হি, এই পাগল!'

জানা গেল গ্রিশা ছাড়াও ওলেগের সহকারীর সংখ্যা তের, সবাইকে সে দিন যেতে হবে পাস্তুর ইন্‌স্টিট্যুটে।

সারা স্কুল খবরটা জেনে গেছে এরিমধ্যে, এ নিয়ে হাসি ঠাট্টার আর অন্ত নেই। 'পাগলরা' কিছু মনে করছে না, কারণ ওরা নিজেরাও কম আনন্দ পাচ্ছে না। কোন কোন মেয়ে ভাবল ওরা রোগ ছড়াবে, তাই কাছে আসতে ভয় পেল। প্রত্যেকবার টিফিনের সময় 'পাগলের' দল দাঁত খিঁচিয়ে সগর্জনে মেয়েগুলোকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল, সবায়ের কী মজা, কী মজা!

স্কুলের ছুটি হলে প্রায় চল্লিশটি ছেলে তালিমদার আর তার সহকারীদের ইনজেকসন দেবার জায়গায় নিয়ে যাবে বলে ঠিক করল।

'ওলেগ, তোর পাগলার দলটিকে লাইন বেঁধে দাঁড় করা আর তাদের ভার নে,' দলটি হুড় হুড় করে রাস্তায় নাবতেই ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল।

'পাগলের দল! লাইন কর! রাইট মার্চ!' ওলেগ হুকুম দিল।

দাঁত বার-করা সহকারীর দল জোড়ায় জোড়ায় রাস্তা ধরে চলতে লাগল আর তার পিছনে ছেলের দল একটা ফুর্তিবাজ পথ-চলতি গানের সুর ভাজতে সুরু করল মুখ ফুলিয়ে।

পাস্তুর ইন্‌স্টিট্যুটের উঠনে ঢুকে ওরা এমন সোরগোল আরম্ভ করল যে ব্যাপারটা কী দেখার জন্য ইন্‌স্টিট্যুটের সব কর্মী জানলা দিয়ে মাথা বার করল। ডাক্তার আর নার্সরা প্রথমটায় চটে উঠেছিল, কিন্তু ওলেগকে আর তার চোদ্দজন সহকারী ও সঙ্গে আসা দলটিকে দেখে তারাও হাসতে সুরু করল। এরা ওলেগের কথা শুনেছিল আগের দিনই তার মার কাছ থেকে।

ছেলেরা রইল উঠনে আর তালিমদার ও তার সহকারীরা ভিতরে ঢুকে লাইন করে দাঁড়াল জানলার সামনে। জানলায় লেখা 'প্রথম কামড়-খাওয়া ব্যক্তিদের রেজিস্ট্রেশন'। ঐ লেখা দেখার সঙ্গে সঙ্গে আর এক দফা হাসির হর্‌রা। গ্রিশা উঠনে দৌড়ে এসে ঘোষণা করল:

'আমরা এখন আর শুধু পাগল নই, আমরা প্রথম কামড়-খাওয়া ব্যক্তি।'

ইনজেকসনের জন্য অনুমতি-পত্র পেয়ে সহকারীরা উঠনে এল। 'প্রথম কামড়-খাওয়া ব্যক্তিরা, লাইন বেঁধে দাঁড়াও!' ওলেগ হুকুম দিল আর ছেলেরা সাড়ম্বরে মার্চ করে জেলা ক্লিনিকে গিয়ে প্রত্যেকে ইনজেকসন নিল। ইনজেকসনে ব্যথা লাগলেও ফুর্তি কমতি হল না কিছু।

ইনজেকসনের পর যে যার বাড়ি চলে গেল। গ্রিশা আর ওলেগকে যেতে হবে সবচেয়ে দূর। কিছুক্ষণ পর ওরা শুধু দুজন চলল একসঙ্গে। ওলেগ সারা দিনের কথা স্মরণ করল।

'পাল্‌মাকে ধন্যবাদ, আমরা এখন স্কুলের নামজাদা লোক,' দন্ত বিকশিত করে হাসল ওলেগ। 'ইনজেকসনের খোঁচা খেতে হচ্ছে অবশ্য ...'

'সত্যি খুব মজা হল,' বলল গ্রিশা।

'আসল কথা হল সবকিছুই হাসি মুখে নিতে হয়,' দার্শনিকের মতো কথাটা বলল ওলেগ। 'যদি রসিকতা বোধ থাকে তাহলে তোর সব কষ্ট...' হঠাৎ চুপ করে গিয়ে চলার বেগ কমিয়ে একদম থেমে গিয়ে একদৃষ্টে সামনে চেয়ে রইল। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল, ফুটে উঠল হতাশার চিহ্ন।

ওলেগের চোখ বরাবর তাকিয়ে গ্রিশাও স্তব্ধ হয়ে গেল।

রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে এলাহি ওপর দিকে তোলা গোঁফওয়ালা বেঁটেখাটো একজন মিলিশিয়ার লোক। কয়েক সেকেন্ড লোকটির দিকে তাকিয়ে ওরা এ ওর দিকে চাইল।

'লেফট্‌ন্যান্টের কী হবে?' গ্রিশা জিজ্ঞেস করল মন-মরা গলায়।

ওলেগ কোন জবাব দিল না। একটি কথাও না বলে অনেকক্ষণ যন্ত্রবৎ চলল দুজন।

'হয়ত পাল্‌মা ওকে মোটেই কামড়ায়নি,' গ্রিশা বলল শেষ পর্যন্ত।

'কী করে জানব?' কষ্ট করে বলল ওলেগ।

'হতে পারে পাল্‌মা মোটেই পাগল হয়নি।'

ওলেগ থেমে গেল।

'আর যদি পাগল হয়ে থাকে? যদি ওকে কামড়ে থাকে?' রিন রিনে গলায় বলে উঠল ওলেগ।

গ্রিশা পায়ের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলে উঠল, 'ওকে অবশ্যই আমাদের সাবধান করা উচিত, তাই নয় কি?'

'তোর কী মনে হয়? যদি এরই জন্য ও মারা যায়, তবে?'

'তাইত বলছি, অবশ্যই জানাতে হবে!'

' "অবশ্য, অবশ্য!" কিন্তু কী ভাবে? স্রেফ গিয়েই তো আর বলা চলে না, "এই যে মশাই, আপনাকে আমাদের কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিলাম। এখন আপনাকে ইনজেকসন নিতে হবে!" ও তাহলে কী করবে জানিস তো?'

ছেলেদুটি পুরোনো একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়াল, দরজার দু'পাশে পাথরের দুটো বিরাট সিংহ মূর্তি। সিঁড়ির ধাপে পোর্টফোলিও রেখে ওলেগ বসে পড়ল, গ্রিশা বসল পাশে। তালিমদারের চোখ লাল, ফোঁৎ ফোঁৎ করে ঘন ঘন ভেজা চোখের পাতা টিপছে।

'কী বোকামিই না করেছি, না বোকামি নয়, কী গাধার মতো কাজ করেছি তোর কথা শুনে,' মাথা দোলাতে দোলাতে বিলাপ করে উঠল ওলেগ। 'পরশু ছুটি শেষ করে বাবা বাড়ি ফিরবেন। কী সুন্দর অভ্যর্থনার ব্যবস্থাই না আমি করে রেখেছি — "তাঁর আদরের পুত্রের জন্য দু'শ রুবল ফাইন"!'

'ইয়ং পাইওনিয়র থেকে আমাদের তাড়িয়েও দিতে পারে হয়ত,' গ্রিশা ফোড়ন দিল।

অনেকক্ষণ দুজন বসে রইল সিঁড়ির ধাপে পাথরের সিংহ মূর্তির পাশে। এত বিষণ্ণ আর মন-মরা দেখাচ্ছিল দুজনকে যে ওদের পেরিয়ে যাবার সময়ে রাস্তার

লোক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। ডিনারের সময় হয়েছে কিন্তু কোন খেয়ালই নেই দুজনের। দুজনেই কল্পনা করছে ওরা ধরা পড়েছে, কিছু জানেন না বাপ-মা, তাঁদের ডাক পড়েছে থানায়, সারা ক্লাশের সামনে ওদের গলা থেকে পাইওনিয়রের লাল টাই খুলে নেয়া হচ্ছে। দুজনাই ভাবল এ ধাক্কা সামলে উঠতে পারবে না। ওদের ভীরুতার জন্য লেফট্‌ন্যাণ্ট মারা যেতে পারে ভেবে ওদের শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত নামল।

'হয়ত ওর ছেলেপুলে আছে,' ধীরে ধীরে বলল গ্রিশা।

ওলেগ একটু চুপ করে থেকে দৃঢ়ভাবে বলল:

'বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি কিছু করব না। পড়শু উনি আসবেন। আমার ইচ্ছে উনি আনন্দে ঘরে ফেরেন। পরশু আমরা মিলিশিয়াকে সব বলব।'

গ্রিশা কোন জবাব দিল না। হঠাৎ ওলেগ দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'না, আর সহ্য হয় না। চল্, এখনই গিয়ে শেষ করে ফেলি। আয়।'

গ্রিশা নড়ল চড়ল না। মাথা নীচু করে বসে রইল সিঁড়ির ধাপে চুপ করে।

'আসছিস কি না? আমরা যাব বলে ঠিক করেছি, তাই না?' ওলেগ বলল আবার।

'কোথায়?' মাথা না তুলে বিরক্তিভরে জিজ্ঞেস করল গ্রিশা।

'কেন, থানায়। ওখানে গিয়ে সবকিছু বলব। ওরা লেফট্‌ন্যাণ্টকে সতর্ক করে দেবে। চলে আয়!'

তবু নড়ন চড়ন নেই গ্রিশার।

'আমি যাব কেন? তোর কুকুর তুই যা।'

'ও এই তোর ভাবসাব? বেশ, যেমন ইচ্ছে তোর!' ওলেগের গলা ধরে এল। 'তুই আমাকে দিয়ে কুকুর লেলিয়েছিলি আর এখন তুই-ই গা ঢাকা দিচ্ছিস। বেশ!'

পিছনে না তাকিয়ে ওলেগ রাস্তা ধরে চলতে লাগল, তার সরু ঘাড় কাঁপছিল।

তখনি শুধু গ্রিশা মাথা তুলে চলে-যাওয়া বন্ধুর দিকে তাকাল। মিনিট খানেক বাদেই লাফ মেরে উঠে পিছনে ছুটল তার, 'তোরই জয়। চল্ যাচ্ছি।'

নিঃশব্দে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দুটো ব্লক পেরিয়ে গেল দুজন। ওলেগ বলে উঠল হঠাৎ অস্থির দৃঢ়ভাবে:

'দেখে নিস, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। দেখে নিস, ওরা অবশ্য বুঝে নেবে। আমরা একটা ভালো কাজ করছি তো! একটা মানুষকে বাঁচাতে চলেছি হয়ত আমরা। অবিশ্যই ওরা বুঝতে পারবে, তাই না?'

গ্রিশা জোরে নিশ্বাস নিল, বলল না কিছু।

একটা বাড়ির সামনে দাঁড়াল ওরা। তার দরজার পাশে 'তৃতীয় থানা' লেখা।

'ঢুকব?' গ্রিশার দিকে চেয়ে প্রায় শোনা যায় না এমনি ভাবে জিজ্ঞেস করল ওলেগ।

'চল্,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল গ্রিশা।

কিন্তু কারও নড়ন চড়ন নেই।

মিনিটখানেক বাদে ওলেগ আবার প্রশ্ন করল, 'ঢুকব?'

'আরে, চল্।'

ওলেগ দরজা ফাঁক করে ভিতরে তাকিয়ে চুপিসারে ঢুকে পড়ল। গ্রিশা ভিতরে ঢুকল ওর পিঠ ঘেঁষে।

হাজির হল মস্ত লম্বা এক বারান্দায়, দু'পাশে সারি সারি বন্ধ ঘর। ডানদিকের প্রথম ঘরের দরজা শুধু খোলা। ঘরের ভিতরটা কাঠের বেড়া দিয়ে দু'ভাগ করা। প্রথম অর্ধেকটায় দরজার কাছে একজন মিলিশিয়ার লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর কেউ নেই। বেড়ার ওপাশে বেঁটেমোটা লাল মুখো এক লেফট্ন্যাণ্ট ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে টেলিফোনে চেঁচাচ্ছে। সুদূর কোণায় ডেস্কের পাশে বসে আছে আর একজন মিলিশিয়ার লোক।

'কী চাই এখানে?' ঘরে ছেলেরা উঁকি দিতেই কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করল দরজার মিলিশিয়ার লোকটি।

'আমরা? আমরা চিফের সঙ্গে দেখা করতে চাই,' ওলেগ কোন রকমে বলে ফেলল।

'কোন চিফ? ডিউটি অফিসার? কী দরকার?'

'আমরা দেখা করতে চাই এর জন্যে... মানে একটা খুব জরুরী কথা বলার আছে।'

'উনি ব্যস্ত আছেন। বোস। অপেক্ষা কর,' ছেলেদুটোকে ভিতরে ঢুকতে দিয়ে বলল সে। "খুব জরুরী কথা," হাসল সে।

উ'চু পিঠওয়ালা এক বেঞ্চে বসল ওলেগ আর গ্রিশা। মোটা লেফট্ন্যাণ্টের কথা শুনে, তার ক্ষুদে জ্বলন্ত চোখদুটো দেখে আর টেলিফোনে রাগারাগি আর চিৎকারে আত্মারাম ওদের খাঁচা ছাড়া।

'তোমার জন্যে আমি বকুনি শুনতে রাজী নই, কমরেড ফ্রলভ। বুঝলে কথাটা? কিছুতেই না। তার চেয়ে তোমাকে বকা ভালো। চিঠি আমরা পেয়েছি। হ্যাঁ, পেয়েছি কমরেড ফ্রলভ।' লেফট্ন্যাণ্ট একটা সবুজ খাম তুলে মাথার ওপর নেড়ে ধপাস করে ফেলল টেবিলে। 'ভেব না বোকা সাজতে পারবে। কাকে তুমি ফাঁসাবে ভাবছ?'

ঠিক সে সময় গ্রিশা টের পেল ওলেগ ওকে খোঁচা মারছে, কানে এল ওর উত্তেজিত ফিসফিসানি:

'মুখ্যু আমরা! এখান থেকে বেরিয়ে যাই চল্! ওদের একটা চিঠি লিখলেই চলবে। আর কিছু করার নেই!'

বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওরা।

'ব্যস, এই পর্যন্ত। আর কোন তর্ক নয়! যথেষ্ট হয়েছে!' রিসিভারে একটা উৎকট চিৎকার দিয়ে ঢকাস করে সেটা রেখে দিল মোটা লেফট্ন্যাণ্ট। তারপরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল:

'হ্যাঁ, তোদের জন্য কী করতে পারি?'

ছেলেদুটি পরস্পরের দিকে চাইল, বলল না কিছু।

'তোদের কী চাই, ছেলেরা?' গলা চড়াল লেফট্ন্যাণ্ট।

'আমাদের ... আমরা ... কিছ্ন না ... এই এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম,' থতমত খেয়ে বলল ওলেগ।

' "যাচ্ছিলাম", মানে কি?'

'আমরা... আয় গ্রিশা,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল ওলেগ।

ছেলেদ্নটো দরজার দিকে রওনা দিয়েই অবাক হয়ে থমকে থেমে গেল, চোখ ঠিকরে বার হবার জোগাড়। ওরা যাকে ভয় পায় সেই লেফট্ন্যাণ্টটি দরজায় দাঁড়িয়ে।

গ্রিশার মনে নেই কতক্ষণ সেই ভয়ঙ্কর রক্ত জল-করে-দেওয়া স্তব্ধতায় কেটেছিল। বোধ হয়েছিল ওলেগ ধরা গলায় কথা বলার আগে কয়েক ঘণ্টা কেটে গেছে:

'নমস্কার, কমরেড লেফট্ন্যাণ্ট!'

'নমস্কার,' ছেলেদ্নটোর উপর চোখ রেখে জবাব দিল লেফট্ন্যাণ্ট।

অতঃপর যেন হতাশায় ডুবে গিয়ে ছেলেদ্নটি জোরে জোরে তড়বড় করে একজন আর একজনের ওপর গলা চড়িয়ে বলতে স্নর্ন করল:

'কমরেড লেফট্ন্যাণ্ট, আমাদের ক্ষমা কর্নন দয়া করে। আমরাই সেই কুকুরটাকে ... মনে আছে ...'

'হ্যাঁ, কিন্তু কোন খারাপ মৎলব ছিল না। আপনাকে শ্নধ্ন দেখাতে চেয়েছিলাম ...'

'কুকুরটাকে পাহারাদারের কাজ শেখাচ্ছিলাম ...'

'ওর হাত থেকে শেকল খসে যায়। ও স্রেফ দেখাতে চেয়েছিল, কিন্তু কুকুরটা হাত ছাড়িয়ে চলে যায়।'

'শেখাচ্ছিলাম লোক ধরার কায়দা। পরে কুকুর তালিম দেবার স্কুলে নিয়ে দেখাতাম ওকে।'

'আপনাকেও এখন ইনজেকসন নিতে হবে ...'

'তালিম দেবার জন্যে সত্যিকারের প্নলিশ কুকুর একটা চাইতাম, আর ...'

'হয়ত কুকুরটা পাগল হয়েছে। আমরাও ইনজেকসন নিচ্ছি।'

ছেলেরা যেমন প্রলাপ বকতে লাগল লেফট্ন্যাণ্টের মুখও তেমনি রুক্ষ আর রাগী হয়ে উঠল।

'সব বুঝেছি। চুপ!' হুঙ্কার দিল সে। তারপর পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করল।

ছেলেদুটো চুপ। শরীর দিয়ে ওদের আগুন বার হচ্ছে।

'কী জঘন্য!' আবার হুঙ্কার দিল লম্বা লেফট্ন্যাণ্ট।

মোটা লেফট্ন্যাণ্ট টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে আছে। গ্রিশা দেখল সে ঠোঁট কামড়ে হাসি চাপবার চেষ্টা করছে। কোণার অফিসারটি হাত দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে, কাঁধদুটো কাঁপছে। দরজার লোকটিও হাসি চাপবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে।

'কী জঘন্য!' আবার ফেটে পড়ল লেফট্ন্যাণ্ট, তারপর হঠাৎ পকেট থেকে হাত বার করে ছেলেগুলোর কাছে এসে ভয় দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'তোদের... তোদের আমি কী করব জানিস?' এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে আবার পায়চারি সুরু করল।

'ওটাই কি হাঁটুর কাছে তোমার ট্রাউজার ফেড়ে দিয়েছিল?' স্মিত মুখ না তুলে জিজ্ঞেস করল মোটা অফিসার।

কোন জবাব পেল না। মোটা অফিসার মুখ তুলে গ্রিশার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

'আচ্ছা, এবার তোর নাম ঠিকানা বল।'

'তিন নম্বর কুজ্নেৎসভ লেন, আট নম্বর ফ্ল্যাট,' জবাব এল ক্ষীণ কণ্ঠে।

এক টুকরো কাগজে ঠিকানা লিখে অফিসার চাইল ওলেগের দিকে:

'আর তোর?'

'পনেরো নম্বর করলেঙ্কো প্রয়েজ্দ্, এক নম্বর ফ্ল্যাট।'

'ঠিক আছে। যেতে পারিস তোরা।'

ছেলেদুটি দরজার দিকে রওনা দিল। ওলেগ হঠাৎ থেমে মোটা অফিসারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

'দয়া করে বলুন, আমাদের কী হবে?'

'সে দেখব আমরা। এখন মানে মানে বাড়ি যা।'

দরজার লোকটি ওদের বাইরে যেতে দিল আর গ্রিশার মাথায় একটা টোকা মারল আস্তে।

বাড়িটা ছেড়েই রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল ওরা, ভয় পাছে লেফট্ন্যাণ্ট মত বদলে ওদের পিছু তাড়া করে। বাড়ির একেবারে কাছের গলিতে এসে ওলেগ হঠাৎ থেমে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেয়ালের ওপর ঠেস দিল।

'কী মুখ্যু! কী মুখ্যু!' নীচু গলায় আস্তে আস্তে বলল কথাটা।

'কার কথা বলছিস?'

'আমাদের। কেন আমাদের সত্যিকারের ঠিকানা দিতে গেলাম? তখন তো ওরা মেলায়নি।'

গ্রিশা শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

* * *

ওর বাপ-মাকে থানায় ডেকে পাঠাবে, এগার দিন ধরে গ্রিশা এই আশঙ্কায় দিন কাটাল। বার দিনের দিন ও যখন স্কুলে, দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল। দরজা খুলে দিদিমা দেখলেন মিলিশিয়ার লম্বা এক কমবয়সী লেফট্ন্যাণ্ট দাঁড়িয়ে।

'ক্ষমা করুন। গ্রিশা উতচ্কিন এখানে থাকে কি?'

'হ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ,' দিদিমা মন-মরা গলায় বললেন।

'বাড়িতে আছে?'

'না, স্কুলে।'

'ভেতরে এক মিনিটের জন্যে আসতে পারি কি?'

দিদিমা এক পাশে সরে লেফট্ন্যাণ্টকে ভিতরে আসতে দিলেন। কেবল

তখনই ওঁর নজরে পড়ল লোকটির সঙ্গে শেকলে বাঁধা একটা পুলিশ কুকুরের ছানা। নাক চোখা, খাড়া কান, পুরু থাবা আর লম্বা পা।

'দয়া করে এই বাচ্চাটা দেবেন ওকে,' দিদিমার হাতে শিকলটা দিয়ে বলল লেফট্ন্যাণ্ট। 'ওর কলারে একখানা প্লেট আছে। ঐ সঙ্গে ছেলেদের লেফট্ন্যাণ্ট সামইলেঙ্কোর শুভেচ্ছা জানাবেন।'

সেলাম ঠুকে চলে গেল লেফট্ন্যাণ্ট। দিদিমা শিকল ছেড়ে দিয়ে কোমরে হাত রেখে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন কুকুরটার দিকে চেয়ে। বাচ্চাটা গন্ধ শুঁকে ব্যস্তসমস্ত ভাবে বারান্দা পরীক্ষা করতে লাগল। তারপর দিদিমা চশমা এনে চোখে দিয়ে ছানাটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। চুমকুড়ি কেটে বললেন:

'এই! তোর নাম কি রে? আয় এদিকে!'

ছানাটা এগিয়ে গেল ল্যাজ নাচাতে নাচাতে আর হাসতে হাসতে। এক হাত দিয়ে বাচ্চাটাকে ধরে দিদিমা কলারে প্লেটখানা দেখতে পেলেন। লেখা:

'তৃতীয় থানার লোকজনের কাছ থেকে গ্রিশা উতচ্কিন ও ওলেগ ভলশিনকে উপহার।'

'বহুৎ, বহুৎ আচ্ছা!' ফিস্ফিসিয়ে বললেন দিদিমা।

স্টেজের নিচে

'হ্যাঁ-চ্চো!' অন্ধকারে কে যেন হাঁচল।

'চু-উ-উপ! শুনবে ওরা!' রেগে হিসহিসিয়ে বলল কিরা।

'ধু-ধুলো ... পারছি না আমি ...' চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে উঠল সোনিয়া, আর একবার হাতের চেটো দিয়ে মুখ চেপে হাঁচল।

স্কুলের স্টেজের তলায় অন্ধকার আর অসম্ভব ধুলো। রাবিশের পুরু স্তর যথা, কাঠের কুচি, ছেঁড়া কাগজ আর ন্যাকড়ার ওপর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে হল দুজনকে।

মাথার ওপর স্টেজের তক্তা মষ মষ করে কেঁপে উঠছে, বড়রা প্রেসিডিয়ামের

জন্য টেবিল সরাচ্ছে বলে। ওদের ঘাড়ে গলায় ধুলো বৃষ্টি হল, চুলে জড়াল মাকড়সার জাল।

ক্লান্ত ও ঘর্মাক্ত অবস্থায় পেঁছিল স্টেজের সামনের দেয়ালে, উপুড় হয়ে শুয়ে রইল ধুলো আর রাবিশের ওপর।

'বেড়ে, তাই না?' ফিসফিস করে বলল কিরা। 'পাকা সাংবাদিককে হতে হবে চটপটে!'

'আলবৎ,' সেনিয়াও ফিসফিস করল। 'ইভান লুকিচের কাছে যতক্ষণ না আমাদের হাজির করছে।'

আসলে ছেলেদুটির ধরা পড়ে হেডমাস্টারের কাছে যাবার সম্ভাবনা। সে রাতে বেশ একটা জনসমাগম হবে। যারা দু'পাঁচ এমন কি পঁচিশ বছর আগেও স্নাতক হয়েছে আসবে তারা। ইভান লুকিচ কড়া হুকুম দিয়েছেন বড়রা ছাড়া আর কাউকে যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়। হৈচৈ বা বিশৃঙ্খলা এড়াবার জন্য এই ব্যবস্থা। দুর্ভাগ্যের কথা, কিরা আর সেনিয়া সবে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র।

নীচু তক্তার দেয়ালে বেশ কয়েকটা ফাঁক। হলঘরে কী হচ্ছে না হচ্ছে সবই ওরা দিব্যি দেখতে পাচ্ছে। বড়রা কয়েকজন ঝটপট সারি করে চেয়ার সাজাচ্ছে। বন্ধ দরজার ওপাশে শোনা যাচ্ছে উচ্চ হাসি আর সানন্দ অভ্যর্থনার আওয়াজ।

'আর মিনিট দশেকের মধ্যেই সুরু করবে ওরা,' কিরা বলল।

'হ্যাঁ-চ্চো!' খুব কাছে কে একজন হাঁচল।

'সাংবাদিকরা' চমকে উঠে নীচু হয়ে শুয়ে পড়ল। একটু বাদে কিরা জিজ্ঞেস করল নীচু গলায়:

'কে ওখানে?'

'আমি ইভানভ,' চাপা গলার আওয়াজ এল।

'কোন ইভানভ?'

'লিওশা ইভানভ,' জানাল সেনিয়া। 'ষষ্ঠ "ক"এর ছাত্র।'

'লিওশা না কি?'

'হ্যাঁ। হামাগুড়ি দিয়ে এখানে এস। সব দেখতে পাচ্ছি।'

ফাঁক দিয়ে যে সামান্য আলো আসছে তাতে ওরা লিওশার মূর্তি দেখতে পেল। ওদের থেকে বেশী দূরে নয়, হামাগুড়ি দিয়ে এগুল ওর কাছে।

'তুই-ও ইভনিং পার্টিতে এসেছিস দেখছি?' জিজ্ঞেস করল সোনিয়া।

'হ্যাঁ।'

'আমরাও তাই। সারাদিন কী বিপদে কেটেছে জানিস!'

শেষ ক্লাশের পর কী করে তারা হলে চটপট ঢুকে স্টেজে চলে আসে সে কথা সোনিয়া বলল লিওশাকে। স্টেজের ওপর ছিল একটা ডামি রুশি স্টোভ। শেষের একটা নাটকে ওটাকে কাজে লাগান হয়েছিল। ওরা স্টোভের মধ্যে ঢুকে কাগজ ফুটো করে দেখার জায়গা করে নেয়। এমন সুন্দর লুকোবার জায়গা পেয়ে বড়ই কৃতার্থ বোধ করে। কিন্তু বড়রা এসে হাজির হল সন্ধ্যেবেলার জন্য স্টেজ ঠিকঠাক করতে।

'ওরা স্টোভটাকে চারপাশে টানা হ্যাঁচড়া সুরু করল,' বলতে থাকে সোনিয়া। 'আমাদেরও অগত্যা চলতে হয় ওটার সঙ্গে সঙ্গে। বুঝতেই পারছিস ব্যাপারটা কী কঠিন! একদম কুঁজো হয়ে বসে থাকতে হল অন্ধকারে আর বুট যাতে ঘষা না খায় তার দিকে খেয়াল রাখতে হল। কোথায় স্টোভটা রাখবে ঠিক করতে পারছে না ওরা, ঠেলছে তো ঠেলছে। চলছি তো চলছিই ... ভাবছিস খুব সোজা? সারাক্ষণ কিরা ওর বুট দিয়ে আমার পা মাড়িয়েছে।'

'সবচেয়ে মুস্কিল হল কোন দিকে ফিরতে হবে জানি না একেবারে। হয়ত সোজা চলেছি হঠাৎ ওরা বাঁ দিকে ঘোরাল! উঃ, কী ধাক্কাটাই না খেয়েছি! বার হওয়াটাও এক ঝকমারি। পাক্কা আধঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে সব মুস্কিল আসানের জন্যে। তুই কী করে এলি এখানে?'

'সে রকম কিছু না। ষষ্ঠ ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে সোজা এখানে চলে আসি।'

ধীরে ধীরে আবছা অন্ধকারে ওদের চোখ অভ্যস্ত হল। এখন নিজেদের আগের চাইতে ভালো দেখতে পাচ্ছে।

লিওশা মোটাসোটা, চওড়া কাঁধ। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে চিবুকে হাত রেখে। কিরা খাটো আর মোটা। সামনে নোটবুক ঠিক করে রেখে পেন্সিলে

ধার দিচ্ছে এক মনে। সেনিয়া মাথায় কিরার মতো, কিন্তু রোগা, চোখাল নাক। উসখ্‌স করে একবার পেটে ভর দিচ্ছে, একবার পাশ ফিরছে — কখনো চাইছে হলের দিকে, কখনো বা আশপাশের ছেলে দ্‌টির দিকে।

'তুই কেন এসেছিস লিওশা? মজা দেখতে?'

লিওশা একটু ঘাড় নেড়ে প্রশ্নটা এড়াবার জন্য জবাব দিল:

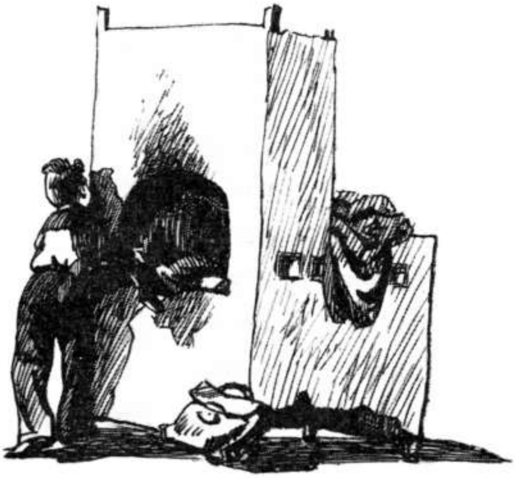

'হ্যাঁও বলতে পার নাও বলতে পার।'

'আমরা এসেছি কাজে। আমরা রিপোর্টার। কিরা আমাদের পাইওনিয়রের দেয়াল-পত্রের সম্পাদক আর আমি স্টাফ ফটোগ্রাফার। জানিস, আমাদেরই স্কুলের আগেকার এক ছাত্র ডেপ্‌টি হবার জন্যে দাঁড়াচ্ছেন?'

লিওশা চট করে সেনিয়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'জানি।'

কিরা পেন্সিলের ডগা পরীক্ষা করল।

'ভাবলাম তিনি আজ আসবেন এখানে। আমাদের কাগজের জন্যে কী জবর খবরই না হবে তাহলে।'

'উনি এলে আমাদের রিপোর্ট "পিওনেরস্কায়া প্রাভদাতেও"* দিতে পারি। স্কুলে আমাদের নিয়ে হৈচৈ পড়ে যাবে, ব্‌ঝলি!'

* 'পিওনেরস্কায়া প্রাভদা' — ইয়ং পাইওনিয়রদের খবরের কাগজ।

লিওশা মুখ বেঁকাল অদ্ভুতভাবে।

'পরে কী হল?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আমরা গিয়ে ইভান লুকিচকে বললাম, "আমরা সম্পাদকমণ্ডলীর লোক। দয়া করে আমাদের সভায় যেতে দিন।" উনি কী বললেন জানিস? বললেন, "সম্পাদকমণ্ডলীর লোক বিশজনেরও বেশী, ফটোগ্রাফারের সংখ্যা তিরিশের ওপর। এছাড়া আরও জনা পঞ্চাশেক, সবাই আমার কাছে আজ এসে বলে ফুর্তি করতে নয় কাজের জন্য সভায় আসতে চায়। এত লোক যেতে দেয়া অসম্ভব। কাউকে বাছাই করে পাঠানও সম্ভব নয়।" তাই এভাবে পালিয়ে এসেছি।'

'ফ্যাসাদে যদিও বা পড়ি দেয়াল খবরের কাগজের জন্যে কিছু খোরাক তো জুটবে,' বলল সম্পাদক।

'ঠিক! "যারা বাজিমাৎ করে তাদের আবার অন্যায় কী," তাই না কিরা? আর "পিওনেরস্কায়া প্রাভদা" যদি আমাদের রিপোর্ট ছাপায় তাহলে চাই কি ইভান লুকিচও আমাদের বাহবা দেবেন।'

তিনজনাই চুপ করে গেল।

'ঈস্, যদি উনি এসে যান,' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল সেনিয়া।

'নাও আসতে পারেন। ব্যস্ত লোক,' মন্তব্য করল সম্পাদক।

লিওশা হঠাৎ সেনিয়ার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল:

'বাজি রাখতে পারি উনি আসবেন।'

'কী করে জানলি?'

'বলছি, দেখে নিস ...'

কথা শেষ করার অবসর পেল না। ঘণ্টা বেজে উঠল। হলঘরের দরজা গেল খুলে। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন কাঠের ফাঁকে চোখ পাতল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রশস্ত হলঘরটি ভর্তি হয়ে গেল যুবক যুবতী, মাঝবয়সী লোক ও মোটাসোটা প্রবীণ প্রবীণার ভিড়ে। বে-সামরিক লোকদের মাঝখানে চক চক করতে লাগল পেতলের বোতাম আর ঘাড়-পট্টি। তারই সঙ্গে মিশেছে রেলকর্মী, খনিকর্মী আর নাবিকদের জ্যাকেট।

'একষট্টি, বাষট্টি, তেষট্টি ...' উত্তেজিত হয়ে চাপা গলায় গ্ণতে লাগল সম্পাদক। 'তেষট্টি জন সম্মানচিহ্নে ভূষিত। ঐ যে একজন সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর! মেজর দ্বভ। সব আমাদের স্কুলের গ্রাজ্বয়েট! গর্বের ব্যাপার, তাই না সেনিয়া?'

সেনিয়া কোন জবাব দিল না। উত্তেজনায় ঘন ঘন শ্বাস ফেলে দেয়াল বরাবর এগ্বচ্ছে সে, ক্যামেরাটিকে পাতবার মতো য্ৎসই বড় ছেঁদা খ্বঁজছে।

'কিরা, এই কিরা!' মিনিটখানেক বাদে ওর ফিসফিসানি শোনা গেল। 'এখানে একটা ফাটল আছে কিন্তু বড্ড সর্: হয় লেন্স বা ভিউ-ফাইনডার বসান যায়।'

'এই নে, এটা দিয়ে বড় কর!' সম্পাদক মশাই পেন্সিল কাটা ছ্বরি এগিয়ে দিয়ে নিজের ফাঁকে ফিরে এল।

সেনিয়া চাকুর ছোট্ট ফলা দিয়ে পাগলের মতো কাঠ কাটতে লাগল।

'কিরা, শোন্। চাকু ভেঙে ফেলেছি,' একটু বাদেই ফিসফিসিয়ে বলে উঠল সে।

সম্পাদক কোন জবাব দিল না। সে চেয়ে আছে হলের দিকে। ওখানে শত শত য্বা ব্দ্ধ প্রচন্ড সোরগোল করছে, কারও মেডাল আছে কারও নেই। একজন লোক আর দ্বজন স্ত্রীলোক সদ্য আসা এক মোটা মহিলাকে গলা ফাটিয়ে ডাক দিচ্ছে আর হাত নাড়ছে।

'এই "বোতাম"! এই ভেরা! এস এখানে!'

'আরে দ্যাখ দ্যাখ, কে ওখানে, পানক্রাতভ! ভিতিয়া, প্ররোনো বন্ধ্!' হলের আর এক পাশ থেকে আওয়াজ উঠল। দরজায় দাঁড়ান কর্ণেল গলা শ্বনে ঘাড় ফেরালেন, স্মিত ম্বখে হাত ব্বলোতে লাগলেন বিরল কেশ মাথায়।

নতুন লোক আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্বদের কলস্বর। শিক্ষকদের অভ্যর্থনা জানান হচ্ছে হাততালি দিয়ে, এমন কি আরো সোল্লাসে। অঙ্কের প্ররোনো মাষ্টার আন্না ফিওদরভনার সঙ্গে যখন ইভান ল্বকিচ ঘরে ঢুকলেন সবাই দাঁড়িয়ে উঠে হাততালি দিতে লাগল যতক্ষণ না ওঁরা হল পেরিয়ে স্টেজে উঠে

প্রেসিডিয়ামের টেবিলে বসলেন। ছেলে কটির মাথার ওপর ওঁদের চেয়ার মষ মষ করে উঠল।

'মজার ব্যাপার! ওঁদের বয়েস হয়েছে কিন্তু কাণ্ডকারখানা চ্যাঙড়ার মতো। তাই না কিরা?' বলল সোনিয়া।

'মজার কিছুই নেই। ওঁরা এসেছেন ওঁদের পুরোনো স্কুলে। মনে পড়ছে একদিন ওঁরাও বাচ্চা ছিলেন,' কিরা জবাব দিল। হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'ঐ যে! উনি এসে গেছেন!'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে নেভি-ব্লু স্যুট-পরা লম্বা, চওড়া কাঁধ একজন লোক, বুকের ওপর দুটো অর্ডার। মাথাটি ঈষৎ পিছনে হেলান। চোখ কুঁচকে চাইছেন হলের দিকে। প্রথমে কেউ ওঁকে খেয়াল করেনি, কিন্তু পরে পঞ্চম সারির একজন বেঁটেখাটো লালচুলো দশম শ্রেণীর ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে মুহূর্তের জন্য নবাগতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাত নেড়ে রিনরিনে গলায় চেঁচিয়ে উঠল:

'কমরেড ইভানভ, আমাদের ক্যান্ডিডেট, স্বাগতম!'

প্রত্যেকের নজর পড়ল নেভি-ব্লু পোষাক-পরা লোকটির দিকে। সমবেত সবাই উঠে দাঁড়াল, সম্ভাষণের চোটে দরজা জানলা কেঁপে উঠল।

'হুররে! হুররে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে ফটোগ্রাফার চার হাত পায়ে লাফিয়ে কিরার কাঁধ চাপড়াতে লাগল সজোরে। উত্তেজনায় সম্পাদক দাঁড়াতে গিয়ে মাথায় ঠোকা খেল মেঝের তক্তায়। কিন্তু পরমুহূর্তেই ধাক্কার কথা ভুলে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করে সুরু করল:

'সঙ্গে সঙ্গেই ধরেছি (ধাক্কা!) ইনি তিনি। চেয়ে থাকতে থাকতে নজরে পড়ল উনি আসছেন আর ওঁর মুখ (ধাক্কা!) মনে হল চেনা! যদি এখান থেকে বার হতে পারতাম! ওঁর সঙ্গে কথা বলা যেত (ধাক্কা!) আর ছবি তোলা যেত!'

ধরা পড়ার ভয় ভুলে গিয়ে অস্থিরভাবে 'সাংবাদিক' দুজন জোরে জোরে কথা সুরু করল, কিন্তু একটি শব্দও না করে লিওশা আঠার মতো আটকে রইল নিজের জায়গায়। হঠাৎ 'সাংবাদিকদের' দিকে ফিরে হেসে বলল:

'উনি আমার বাবা।'

'কোথায় তোর বাবা?' কিরা কথাটা প্রথমে ঠিক ধরতে পারল না।

'কেন, ক্যান্ডিডেট ঐ যে ইভানভ। উনিই আমার বাবা।'

'সাংবাদিকরা' নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে লিওশার দিকে তাকাল কটমট করে।

'তোর বাবা মানেটা কী?' কিরা জিজ্ঞেস করল।

'নাও, যত গাঁজাখুরি।' অবিশ্বাসের সঙ্গে টেনে টেনে বলল সেনিয়া।

'বিশ্বাস হচ্ছে না? মনে পড়ে কাল আমাকে আর বাবাকে দেখেছিলি? তুই দুটো রুটি নিয়ে যাচ্ছিলি, সেই বেকারির কাছে।'

সেনিয়া মুহূর্তের জন্য চুপ করে থেকে উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগল।

'ঠিক, কিরা! ঠিক! ইনিই তিনি! মানে ওর বাবা! ছবিতে ওঁর চুল কালো কিন্তু আসলে কটা। লিওশা আগে বলিসনি কেন? কেন বলিসনি?'

লিওশার মুখ আবার গম্ভীর হল। আবার উবুড় হয়ে যতটা সম্ভব উদাসীনভাবে বলল, 'বলার কী আছে? অসাধারণ কী আছে এতে?'

সম্পাদক মশাই-এর মাথা আবার মেঝের কাঠে ঠুকে গেল:

'কী গ্র্যান্ড সত্যি! স্কুলে ওরা জানে?'

'কেউ না। নিজেকে নিয়ে বেশী কথা বলা আমার স্বভাব নয়।'

সভাপতির ঘণ্টা ধ্বনি শোনা গেল। 'সাংবাদিকরা' শুনতে পেল হেডমাস্টার ইভান লুকিচ কী যেন বলছেন। পর পর বক্তৃতা দিল পুরোনো ছাত্র আর বড়র দল। শেষটায় প্রচণ্ড সোল্লাস ধ্বনির মধ্যে প্ল্যাটফর্মে উঠে কিছু বললেন ইভানভ। ওরা সবটাই শুনল, কিন্তু মনে রইল না কিছুই।

'কিরা! কিরা, বুঝতে পারছিস!' সেনিয়া উত্তেজিত। 'সারা স্কুল ওঁর কথা বলছে, অথচ কেউ ঘুণাক্ষরেও জানে না যে ইভানভের মতো লোকের ছেলে আমাদেরই একজন, ক্লাশ করে আমাদের সঙ্গে। আর সবচেয়ে বড় কথা চুপ করে থাকে!'

'এতে অসাধারণ কী আছে?' গমগমে গলায় বলল সম্পাদক। 'এরই নাম বিনয়। লিওশা! আমাদের কাগজের জন্যে তোর বাবাকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ

লেখ! কী করে উনি স্কুলে যেতেন, কাজ করতেন — তারপর কী করেই বা ক্যান্ডিডেট হলেন এই সব। লিখবি তো?'

'বেশ। খুব বেশী সময় নেই অবশ্য।'

'তুই যেমন করে হোক লেখ। কিরা পরে এডিট্ করে নেবে। দুর্ভাগ্য ওঁর ফটো নিতে পারছি না! তোর ক্লাশটিচার কে লিওশা? আন্না ফিওদরভনা বুঝি? তোকে ক্লাশে পেয়ে ও'র নিশ্চয়ই খুব গর্ব।'

ওদের প্রশ্নে লিওশা জর্জরিত। ইভানভের ফটো নিতে না পারায় সোনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল, গোঙাতে লাগল। ওদের পত্রিকার জন্য যে বিবরণ লিখবে তারই স্বপ্ন কিরার মুখের ভাষায় ফুটতে লাগল।

শেষটায় সভাপতির ঘোষণা শোনা গেল, সেদিনকার সন্ধ্যার আনুষ্ঠানিক অংশ শেষ হয়েছে। আবার হলে আওয়াজ উঠল কথাবার্তার, পা ঘষার আর চেয়ার ঠেলার।

কিরা লিওশার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

'তাহলে বাবাকে দেখতে এসেছিস তুই? কী রকম অভ্যর্থনা পান তাই দেখার জন্যে?'

'কেন এসেছি তাতে কী আসে যায়।'

'তুই কি মজার ছেলে!' বলল সোনিয়া। 'এখানে লুকিয়ে আছিস কেন? ইভানভের ছেলে তুই এ কথা জানালে ওরা একটি কথাও না বলে তোকে ভেতরে যেতে দিত।' সোনিয়া একটু থেমে হঠাৎ লিওশার কনুই চেপে ধরল। কী একটা কথা যেন মাথায় ঢুকেছে এভাবে ওর চোখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল:

'লিওশা ভাই! আমাদের একটা উপকার করবি?'

'কী উপকার?'

'চল্, এখান থেকে সবাই বেরিয়ে যাই। তোর বাবার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিবি। আমি ও'র ফটো নেব আর কিরা কথা কইবে। কী বল্, লিওশা?'

লিওশা চিন্তা করতে লাগল।

'চলে আয় লিওশা!' ফিসফিসিয়ে অনুনয় জানাল সোনিয়া। 'এটা করবি না ভাই? করবি তো? তোকে ছাড়া গেলে আমরা ধরা পড়তে পারি, কিন্তু তুই সঙ্গে থাকলে কোন কথাই নেই। তুই তো জানিস লিওশা, আমি কত ভালো ফটো তুলি। তোর জন্যে ডজনখানেক ছবি বানাব। কৃতজ্ঞ থাকব তোর কাছে! দয়া কর্ ভাই লিওশা।'

লিওশা কিছুই বলল না।

'হ্যাঁ, সত্যিই একটা প্রস্তাব বটে! তুই এটুকু করবি না লিওশা?' কিরা বলল।

'বেশ। করব আমি।' লিওশা হাতে পায়ে ভর দিয়ে উঠল। 'এই আমার স্বভাব! বন্ধুকে কখনো না করতে পারি নে। চল্!'

স্টেজের পিছনে চাপ-দরজার দিকে অন্ধকারে গুড়ি দিয়ে এগুল সে। 'সাংবাদিকরা' চলেছে ওর পিছনে, উত্তেজনায় বুক ওদের ধড়াস ধড়াস করছে।

চাপ-দরজা দিয়ে বার হয়ে স্টেজের পিছনে হাজির হল তিনজনে। ঝাড়তে লাগল পোষাক, চুল থেকে সাফ করল করাতের গুঁড়ো আর মাকড়সার জাল।

'লিওশা,' সোনিয়া ফিসফিস করে উঠল। 'তোর মুখে কতকগুলো নম্বর বা ও রকম কিছু দেখতে পাচ্ছি।'

'নম্বর? কোথায়?'

'এই এখানে। কালিতে লেখা। এই যে "এ" স্কোয়ার আর প্লাস চিহ্ন, একটা ব্র্যাকেট, ইজ-ইকোয়ালটু, "এ" স্কোয়ার মাইনাস দুই "এ-বি" স্কোয়ার। আরও কিছু আছে, পড়তে পারছি না।'

লিওশা বাঁ হাতের চেটোর দিকে তাকাল।

'কয়েকটা ফরমুলো লিখেছিলাম। মুখ ঘামিয়ে এই কাণ্ড হয়েছে।'

রুমাল দিয়ে মেছেতা-পড়া মুখ থেকে নীল দাগগুলো সযত্নে ঘষে ঘষে তুলতে লাগল।

'চল্ যাই,' বলল সে। 'ঠিক পিছনে থাকবি। ছাড়াছাড়ি হোসনি বা ভয় পাসনি।'

সেনিয়া পর্দায় একটু ফোঁকর জোগাড় করে স্টেজের দিকে চাইল।

'আরে, আন্না ফিওদরভনা তোর বাবার সঙ্গে কথা কইছেন।'

কিরা আর লিওশাও দেখল। ছোটখাট পাতলা শিক্ষিকা আর লম্বা, চওড়া কাঁধ ইভানভ ঠিক ড্রপসিনের পাশে ধীরে ধীরে এদিক ওদিক পায়চারি করছেন। শিক্ষিকার হাতদুটি পিছনে। কথা বলছেন ধীরে সুস্থে কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ পরিষ্কার ও কাটাভাবে:

'আমি খুশি! খুবই গর্ব আমার তোমাকে নিয়ে, ব্যস্। এ এক মহা সম্মান আর মহান দায়িত্ব।'

'শুনছিস?' সেনিয়া ফিসফিসিয়ে উঠল।

'হ্যাঁ-এ-এ ...' থেমে গেলেন আন্না ফিওদরভনা। 'কিন্তু ব্যস্, এ মহান দায়িত্ব সত্ত্বেও অন্য কথা তোমার ভোলা উচিত নয়। তারা কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

'কী বলছেন আন্না ফিওদরভনা?' নরম মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলেন ইভানভ।

'এস, একটু সরে দাঁড়াই। এই অপ্রীতিকর কথাবার্তা আজ আর বলব না ভেবেছিলাম কিন্তু কী করি বল, উপায় নেই। এত কম তুমি আস আমাদের এখানে...'

ওঁরা স্টেজের কোণায় ছেলেদের থেকে মাত্র গজ খানেক দূরে এসে দাঁড়ালেন।

'আমার লিওশা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি, আন্না ফিওদরভনা?' উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন ইভানভ।

'হ্যাঁ বাছা, তোমার ছেলেরই কথা বলব!'

কিরা আর সেনিয়া আড়চোখে চাইল লিওশার দিকে। লিওশা ওদের চাউনি এড়িয়ে গেল। কানদুটো লাল হয়ে উঠল ওর।

'বলুন, আন্না ফিওদরভনা!'

'তাহলে বলি শোন। তোমার ছেলেকে নিয়ে আমি খুশি নই। একেবারেই না! তোমার সম্বন্ধেও আমার অভিযোগ আছে। খোলাখুলি বলাই ভালো। এটা কী কাণ্ড বল দেখি? পঞ্চম শ্রেণীতে তোমার ছেলে থাকার সময়ে সবকিছুই মনে হত ঠিকঠাক কিন্তু ষষ্ঠ শ্রেণীতে এই গরমের ছুটির পর তোমার লিওশা 'বেয়াড়া হয়ে গেছে, শুধরান যাচ্ছে না। ক্লাশে একেবারে পিছিয়ে পড়েছে। আর সবায়ের মতো হবার চেষ্টা না করে টোকাটুকি আর মাষ্টার ও বন্ধুদের ঠকাতে সুরু করেছে... কালই ওকে খারাপ নম্বর দিতে বাধ্য হয়েছি। এই নিয়ে পর পর তিনবার। বুঝতেই পারছ, এরকম চলতে দেয়া যায় না।'

'আমি... আমি এটা জানতাম না, আন্না ফিওদরভনা,' থতমত খেয়ে বললেন লিওশার বাবা।

'জানতে না?' ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করলেন আন্না ফিওদরভনা। প্রথমে সুরু করলেন নরমভাবে, কিন্তু ক্রমেই গলা চড়তে লাগল আর রাগ ধরা পড়ল। 'তুমি বলছ জানতে না। এই না জানার অধিকার তোমার আছে কি? তুমি কি মনে করো ছেলেকে স্কুলে পাঠালেই তোমার দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল? হুঃ, "জানতাম না!" তোমাকে ছাড়া ওর মার পক্ষে ওকে ম্যানেজ করা সম্ভব নয়, তারও কাজকর্ম আছে। আর তুমি বাবা হয়ে স্কুলের ধারে কাছেও ঘেঁষ না! একবারও দেখ না যে তোমার ছেলে টাস্ক করছে না, বসে বসে টুকছে। জানি, তোমার দায়িত্ব অনেক, খুবই ব্যস্ত তুমি, কিন্তু ছেলে মানুষ করার সরাসরি দায় তোমারই! আর আমার কর্তব্য হল তোমাকে সে কথা মনে করিয়ে দেওয়া। এই হল ব্যাপার, বাছা...'

ছোটখাট পাকা-চুল শিক্ষিকাটি ক্রুদ্ধ মুখে চওড়া কাঁধ ক্যাণ্ডিডেটকে কথা শোনাচ্ছেন আর লোকটির মুখ সঙ্কোচে একেবারে লাল, প্রায় ফৌজী কায়দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুনছেন আর মাঝে মাঝে বিড়বিড় করছেন:

'বুঝেছি, আন্না ফিওদরভনা ... বুঝেছি আমি ... দেখব সবকিছু, আন্না ফিওদরভনা।'

সোনিয়া পর্দার ফোঁকর বন্ধ করে দিল। 'সাংবাদিকরা' ঘেন্নার দৃষ্টিতে চাইল লিওশার দিকে। সে বিভ্রান্ত বোধ করল। ঘরে চোরের মতো পা টিপে টিপে স্টেজের নীচে নেবে গিয়ে অন্ধকার ফাঁকের ভিতর দিয়ে নিঃশব্দে অদৃশ্য হল।

'নাও ঠ্যালা। চল্ এবার!' নিশ্বাস ফেলে বলল সোনিয়া।

'সাংবাদিক' দুজনাও ঐ একই রাস্তা ধরল।

তিনজনাই অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে হামাগুড়ি দিয়ে হাজির হল সেই কাঠের দেয়ালের কাছে নিজের নিজের জায়গায়। ওখানটায় ওরা কাটিয়েছে সারা সন্ধ্যা। মিনিট দশেক কেউ কোন কথা বলল না।

'শোন্ ভাইরা!' লিওশা ফিসফিস করে উঠল।

'কী?'

'কাউকে বলিস না যেন ভাই, উনি আমার বাবা। কেমন?'

'যেন আমাদের ভারি মাথা ব্যথা!' গুম হয়ে বিড়বিড় করল সোনিয়া। 'নিজের জিভটাকে আর নাচিও না।'

স্টেজের ওপর বড়দের তারের যন্ত্রে ওয়াল্জ্ সুরু হল। চেয়ার সরানো হয়েছে, মেঝের ওপর জোড়ায় জোড়ায় ঘুরপাক খেয়ে নাচতে লাগল সবাই।

এদিকে স্টেজের তলায় বিষাদের স্তব্ধ রাজত্ব।

আবিষ্কারক

স্কুলে হাতে কলমে কাজ করার সময় ছাত্র হিসেবে একবার নিকলাই নিকলায়েভিচের ক্লাশে যোগ দিয়েছিলাম।

নিকলাই নিকলায়েভিচ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছেন ছাত্রদের দিকে মুখ করে, পাকা ছাগল দাড়ি একটু উঁচু হয়ে আছে। মাথায় একরাশ কোঁকড়ান সাদা ধবধবে চুল ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আর কালো কোটটা বোর্ডের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে। ডান হাতে একখানা খোলা বই, বাঁ হাতে কালো ফিতে বাঁধা পাঁস্‌নে। বই-এর দিকে না তাকিয়ে আবেগভরে কবিতা আবৃত্তি করছেন, পাঁস্‌নে ধরা হাতখানা একটু একটু দুলছে।

বসেছিলাম পিছনে। সামনে ছত্রিশটি মাথা। ওদের দেখে বুঝতে পারলাম ছেলেমেয়ে কয়টি কত মনোযোগ দিয়ে ও'র পড়া শুনছে। কালো আর সোনালী, বিনুনী ও বিনুনী-ছাড়া মাথাগুলি নড়ছে না, ঈষৎ সামনে ঝোঁকা ঘাড়ের ওপর যেন ভর দিয়ে আছে।

হঠাৎ দুটি মাথা -- একটি আগুনের মতো লাল আর একটি কালো — উত্তেজনায় নড়ে উঠল। এক ডেস্কে বসা দুটি ছেলে ছাদের দিকে কী একটা দেখিয়ে জোরে জোরে ফিসফিসতে লাগল।

নিকলাই নিকলায়েভিচ তিরস্কারের চোখে চাইলেন ওদের দিকে। ছেলেদুটি চুপ করে গেল, কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। হঠাৎ লাল-মাথা ছেলেটি কাকে যেন ছোট মুঠি দেখাতে লাগল।

অনেক ছেলে বিরক্তির সঙ্গে চাইল ওর দিকে। নিকলাই নিকলায়েভিচ ছেলেটির দিকে ফিরে উত্তেজনার সঙ্গে দাড়ি নাড়তে লাগলেন।

'আনাতলি! তোমার শুনতে ইচ্ছে না করলে বাইরে যেতে পার। আর সবাইকে শুনতে দাও,' গম্ভীরভাবে কথাটা বলে আবার আবৃত্তি সুরু করলেন।

পদ্যের দ্বিতীয় অংশে এসে নিকলাই নিকলায়েভিচ স্বর নাবিয়ে, ক্রুদ্ধ চোখে ক্লাশের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে আর গুরুগম্ভীরভাবে আবৃত্তি করতে লাগলেন।

'হা-হা!' কে একজন হেসে উঠল।

নিকলাই নিকলায়েভিচ ঝপ করে বই বন্ধ করে কাঁপা গলায় বললেন:

'পারব না ... মিখাইল য়ুরেভিচ লের্মন্তভের মহান কবিতার সময় যদি এই কাণ্ড হয় তাহলে পড়ান অসম্ভব। আনাতলি, ঘর ছেড়ে চলে যাও।'

লাল-মাথা ছেলেটির নড়ন চড়ন নেই।

'আনাতলি, বেরিয়ে যা! শুনতে পাচ্ছিস? ক্লাশ ছেড়ে চলে যা আনাতলি!' অনেকে চেঁচিয়ে উঠল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে আনাতলি এগুল দরজার দিকে।

'আনাতলি! এক মিনিট!' বললেন নিকলাই নিকলায়েভিচ। 'এস এখানে।'

ছেলেটি ফিরে এল শিক্ষকের কাছে। ছোট গোলাপী মুখ চুল-রঙা মেছেতায় ভর্তি, নীল চোখে বিষণ্ণ ভাব।

নিকলাই নিকলায়েভিচ সতর্কভাবে ছেলেটির গলায় বাঁধা লাল টাই-এ আঙুল বুলিয়ে জিজ্ঞেস করলেন:

'এটা কী?'

'টাই,' ছেলেটি নীচু গলায় জবাব দিল।

'কী রকম টাই?'

'ইয়ং পাইওনিয়রের,' কর্কশ ফিসফিসানিতে ধীরে ধীরে জবাব এল। তবু শুনতে পেল ক্লাশের সবাই।

ক্লাশের দিকে কঠোর চোখে চেয়ে নিকলাই নিকলায়েভিচ বললেন:

'উপস্থিত ইয়ং পাইওনিয়রদের আমি এই ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দিতে বলছি। আনাতলি, স্টাফরুমের বাইরে আমার জন্যে অপেক্ষা কর।'

নিকলাই নিকলায়েভিচ নিঃশব্দে পাঁসনে দিয়ে দরজা দেখিয়ে দিলেন। ছেলেটি গম্ভীর মুখে বাইরে চলে গেল।

'কী লজ্জার কথা! শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই!' আবার বই খুলতে খুলতে বিড়বিড় করে বললেন নিকলাই নিকলায়েভিচ।

ঠিক সেই মুহূর্তে কে একজন ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে হেসে উঠল, সঙ্গে এক একজন করে যোগ দিতে দিতে সারা ক্লাশ হাসিতে ফেটে পড়ল। একটু আগে যেখানটায় বেচারা আনাতলির নজর পড়েছিল এখন প্রত্যেকের চোখ সেখানে।

নিকলাই নিকলায়েভিচ তাকালেন সেদিকে আর আমিও।

ছাদের ঠিক নীচে দেয়ালে কপি বই আকারের ঝাঁঝরি-কাটা একটা ভেণ্টিলেটর। তার পিছনে একটি মনুষ্য মুখ। নিকলাই নিকলায়েভিচ নির্বাক। ধীরে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে সরে গিয়ে পিছনে হাত রেখে সোজা ঝাঁঝরির নীচে দাঁড়ালেন।

'কী এসব ?' খুবই শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন।

স্কুলের ঘণ্টা বাজল। সেদিনকার মতো পড়াশুনো শেষ, কিন্তু ক্লাশরুম এমন নিস্তব্ধ যেন সেইমাত্র পড়া সুরু হয়েছে।

ঝাঁঝরির পিছনের মুখটি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

শিক্ষক প্রায় দৌড়ে ক্লাশ ছাড়লেন। আমিও ছুটলাম ও'র পিছনে।

* * *

দৌবারিককে পেয়ে জিজ্ঞেস করতে সে বলল বাড়ির ভেণ্টিলেসন পাইপে ঢোকার একমাত্র রাস্তা বয়লার ঘর দিয়ে। তিনজনেই গেলাম মাটির নীচের ঘরে। বয়লার ঘরের দরজা বন্ধ। নিকলাই নিকলায়েভিচ চুপি চুপি দৌবারিককে জিজ্ঞেস করলেন:

'মাৎভেই ইভানভিচ, কী করে ও ভিতরে ঢুকল বলতে পার ?'

'বোধহয় জানলা দিয়ে,' তালায় চাবি লাগাতে লাগাতে বলল সে।

ঢুকলাম ঘরে। ভেতরে ঠাণ্ডা, ঝুলের গন্ধ। বাঁ দিকে মেঝের অনেক উ'চুতে, ঢালু তাকওয়ালা দুটো জানলা, ডান দিকে দুটো মরচে-ধরা বয়লার। একেবারে শেষ দিকটায় ই'টের দেয়াল কিছুটা বেরিয়ে আছে, দেখাচ্ছে টাইলের তৈরী বিরাট স্টোভের মতো, তার তলায় চুল্লির দরজার মতো একটা বড় দ্বার। দৌবারিক নিঃশব্দে ওটাকে দেখাল।

'নিকলাই নিকলায়েভিচ...' আমি সুরু করতে যাচ্ছিলাম।

'স্‌স্‌স্‌ !'

একটা আওয়াজ শুনে বয়লারের পিছনে লুকোলাম।

'কী হল, আটকে গেছিস নাকি ?' চাপা গলায় কে যেন জিজ্ঞেস করল।

'থাম্‌ ! কীসে যেন আটকা পড়ে গেছি,' জবাব দিল আর একজন।

লোহার দরজা ঠেলে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল বছর বারোর পাতলা একটা ছেলে। মুখ খুবই গম্ভীর, পেলব চেহারা। অনেকদিন না কাটা চুলের ওপর একগাদা ধুলো। ওর পেছনে আর একটি ছেলে, মোটা গোলমাথা। প্রথমটির চেয়ে বছরখানেকের ছোট মনে হচ্ছে।

ধুলো ঝাড়বার জন্য দুজন দুজনের পিঠে চাপড় মারতে লাগল, রাশি রাশি ধুলো উঠল মেঘের মতো।

'জানিস, মনে হচ্ছে নিকলাই নিকলায়েভিচ আমাকে চিনতে পেরেছেন,' বলল মোটাটি। 'আমি ও'র ক্লাশরুমে উ'কি মেরেছিলাম। উনি আমাকে দেখে চে'চিয়ে উঠলেন, "কী এসব?.." '

নিকলাই নিকলায়েভিচ বয়লারের পিছনে নীচু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার উঠে দাঁড়ালেন। আমি আর দৌবারিকও খাড়া হলাম। আতঙ্কে ছেলেদুটোর চোয়াল ঝুলে পড়ল।

পিছনে হাত মুড়ে তাদের কাছে গেলেন নিকলাই নিকলায়েভিচ।

'এবার জিজ্ঞেস করতে পারি, ওখানে কী করা হচ্ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন একটানা স্বরে।

ছেলেদুটো চুপ। মোটাটি ই'টের দেয়ালের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আর পাতলাটি বুটের ডগা দিয়ে মেঝের ওপর কয়লা নাড়াতে লাগল।

'জবাবের জন্যে অপেক্ষা করছি!'

মোটাটি বিষণ্ণ বিস্ফারিত চোখদুটো নিকলাই নিকলায়েভিচের ওপর ধরেই নাবিয়ে নিল। ফিসফিসিয়ে বলল:

'আমরা আবিষ্কারক...'

'আমরা ওপরে উঠছিলাম,' সঙ্গীটি সংশোধন করে বলল।

'এ জন্যেই বুঝি ক্লাশ পালান হয়েছিল?'

'আবিষ্কারকরা' চুপ মেরে গেল।

'অপূর্ব!' বললেন নিকলাই নিকলায়েভিচ। 'তোমাদের এই ব্যবহারকে কী নাম দেওয়া যায় জান? রাষ্ট্রের টাকা জলে বিসর্জন। হ্যাঁ, এ ছাড়া এর আর কোন নাম নেই। রাষ্ট্র তোমাদের শিক্ষার জন্য, জীবন সুরু করার জন্য প্রচুর টাকা খরচা করে। আর পড়াশুনোর সময় তোমরা কী কর? নিজেরা তো কিছু শিখছই না, উলটে অপরের আপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছ। এ ছাড়া আর কী বলতে পারি?'

রাষ্ট্রের অর্থ অপব্যয়কারী মোটা ছেলেটি ফোঁপাতে সুরু করল। পাতলাটি কয়লার ওপর পা রেখে ওটাকে সিমেণ্টের মেঝেয় গুঁড়ো করার চেষ্টা করল।

'যাও এখন! আমার জন্যে স্টাফরুমের বাইরে অপেক্ষা কর।'

'আবিষ্কারকরা' চোরের মতো বয়লার ঘর ছাড়ল।

'মাৎভেই ইভানভিচ, এই দরজাটা বন্ধ রাখা দরকার, নইলে আর কেউ এসে হাজির হবে,' দৌবারিককে বললেন নিকলাই নিকলায়েভিচ।

'এখানে একটা তালাও ছিল। জানি না কোথায় গেছে।'

'দয়া করে তাড়াতাড়ি আর একটা জোগাড় করে তালা মার অবশ্যি।'

দৌবারিক বেরিয়ে গেল। নিকলাই নিকলায়েভিচ মাথা দোলাতে দোলাতে বয়লার ঘরে পায়চারি সুরু করলেন।

'কী সাংঘাতিক প্রাণী ওরা!' বলে হাসলেন।

সজোরে দাড়ি নাড়তে নাড়তে বয়লার ঘরের চারপাশে নিঃশব্দে চাইতে লাগলেন নিকলাই নিকলায়েভিচ। পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বিষণ্নভাবে বললেন:

'হ্যাঁ বৎস! জীবনটা সত্যি অদ্ভুত! তিরিশ বছর ধরে আমি পড়াচ্ছি এখানে। ঐ ঝাঁঝরি-কাটা ভেণ্টিলেটরটা দেখেছি সব সময়, তবু কখনো মনে হয়নি এত কাছেই এমন একটা গোলকধাঁধা আছে।'

আর একবার চারদিকে চেয়ে নীচু হয়ে বয়লারের নীচে উঁকি মারলেন।

'কত না বছর ধরে একটা বাড়িতে থাকে লোকে। মনে হয় বাড়িটার নাড়িনক্ষত্র নখদর্পণে থাকা উচিত, কিন্তু দেখা যায় তার শতাংশের একাংশও লোকে জানে না। তারপর হঠাৎ—কী ভাবে বলব কথাটা—একটা চ্যাংড়া ছেলে এসে চোখ খুলে দেয়। কী বল, ব্যাপারটা অবাক হবার মতো, তাই না?'

'হ্যাঁ ... তা বৈকি,' গলাটা পরিষ্কার করতে করতে জবাব দিলাম।

পাঁস্‌নে নাড়তে নাড়তে নিকলাই নিকলায়েভিচ বয়লার ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন।

'আসলে সত্যিকারের জ্ঞান তৃষ্ণা, অর্থাৎ পৃথিবীকে জানার যে জৈবিক ইচ্ছা মানুষের মধ্যে তা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। সেই পনের ষোল বছর বয়স থেকেই আশেপাশের কয়েকটি বিষয়কে জানার বাসনা আমাদের লোপ পায়। এদের খুব একটা সঙ্কীর্ণ অংশ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই। সত্যিই তাই...'

নিকলাই নিকলায়েভিচ থেমে পাঁস্‌নে পরে ইঁটের দেয়ালের বেরিয়ে আসা জায়গাটা পরীক্ষা করতে লাগলেন।

'মনে হয়,' একটু থেমে চিন্তা করে বললেন, 'আজকালকার বাড়িতে ওরা বোধহয় এ ধরনের ভেণ্টিলেসন ব্যবস্থা করে না। দেয়াল খুবই পাতলা। কিন্তু দেখ... এই যে এখানটায়, যেন একটা গোলকধাঁধা।'

এগিয়ে গেলেন আরও কাছে।

'এটা নিশ্চয়ই আসল ও কেন্দ্রীয় রাস্তা... বা সুড়ঙ্গপথ। তোমার কী মনে হয়? আরে? এর যে অনেক শাখাপ্রশাখা ...'

লোহার দরজা খুলে ভিতরে উঁকি মারলেন নিকলাই নিকলায়েভিচ।

'যেখানে অন্য লাইন সুরু সেখানে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক,' সুরঙ্গপথে ঢোকাতে নিকলাই নিকলায়েভিচের গলার স্বর চাপা শোনাল।

একঘেয়ে লাগছিল আমার। বললাম:

'চলুন, যাওয়া যাক এবার, নিকলাই নিকলায়েভিচ। যাবেন কি?'

'আরে, ভিতরে যে ওপরে ওঠার মইও আছে,' গহ্বর থেকে আওয়াজ এল। 'সব জিনিসেই কী আশ্চর্য মাথা খাটান! বোধ হয় পরিষ্কার করার জন্যে। হুঁ হুঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ!'

নিকলাই নিকলায়েভিচের বিড়বিড়ানি ক্ষীণ ও দূরোগত হল। গহ্বরে মাথা ঢোকালাম।

'ফিরে যাই চলুন, নিকলাই নিকলায়েভিচ। সবাই বোধহয় বাড়ি চলে গেছে।'

ওপরের অন্ধকার থেকে ওঁর গলা ভেসে এল:

'হুঁ! একবার মইটার দিকে চেয়ে দেখ। এস ওপরে। হ্যাঁ, এখানটায়

উঠে এস। দেয়ালে লোহার মই লাগান। লক্ষ্য করছ কী ভাবে সবকিছুতে মাথা খাটিয়েছে? আরে, ওপরে উঠছ না কেন? এই দেখ, আমার পাশে আর একটা সুড়ঙ্গ আছে।'

ভাবলাম, বৃদ্ধের কথা না শুনলে উনি মনে কষ্ট পাবেন। তাই মই হাতড়াতে হাতড়াতে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগলাম। একটু বাদেই আমার মাথা ঠেকল ওঁর জুতোয়।

'ক্ষমা কর,' বললেন উনি।

ঠিক সেই মুহূর্তে বয়লার ঘরে কার যেন পায়ের আওয়াজ পেলাম।

'নিকলাই নিকলায়েভিচ, নীচে কে যেন এসেছে। ব্যাপারটা আমাদের পক্ষে একটু বিশ্রী নয় কি?'

'স্‌স্‌স্‌!' উনি আমাকে চুপ করালেন।

একটু আওয়াজও করলাম না আমরা। পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। লোহার দরজায় ঘটাং করে আওয়াজ হল তারপর কী একটা যেন ঝপ করে আটকে গেল। পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

মইয়ের নীচে মেঝেটা এতক্ষণ যাও বা একটু আলোয় চকচক করছিল তাও ডুবে গেল ঘুটঘুটে অন্ধকারে।

আমার মাথার ওপরে কোন এক জায়গা থেকে বিড়বিড় করলেন নিকলাই নিকলায়েভিচ, 'ব্যস! মনে হচ্ছে আমরা মহা ভুল করেছি।'

'তার মানে?'

'লোকটি নির্ঘাৎ দৌবারিক।'

'আমাদের কি তালা মেরে গেল?'

'তাই বোধ হচ্ছে।'

'হায়, হায়!'

'তাই-ই-ই!'

একটু চুপচাপ। নিকলাই নিকলায়েভিচ আমার মাথার ওপর ছটফট করতে লাগলেন।

'আমাকে নামতে দাও। জান ত আমার সত্তর পেরিয়ে গেছে।'

মইয়ের ধাপ বেয়ে নামতে লাগলাম, পিছনে বৃদ্ধ। সরু সুরঙ্গপথের তলায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দরজায় হাত দিয়ে দেখলাম:

'হ্যাঁ, সত্যিই ওটা বন্ধ!'

'প্রিয় বৎস! ব্যাপারটা সুবিধের মনে হচ্ছে না!'

মিনিটখানেক চুপচাপ রইলাম দুজনে।

'সাহায্যের জন্যে চিৎকার করলে কেমন হয়,' বললাম শেষ পর্যন্ত।

'চিৎকার? এ্যাঁ! হ্যাঁ ... চিৎকার ... না না — ওতে করে — কী বলব ... কেমন অদ্ভুত দাঁড়াবে, তাই না। পড়া শেষ হয়েছে কিন্তু কয়েকটা ছেলে এখনও তাদের চক্রে আলোচনা করছে, অনেকে রিডিংরুমে আছে। ধর আমরা চিৎকার দিলাম। প্রতিটি ঘর থেকে আমাদের চেঁচান শুনে বলবে: "কী ব্যাপার? আরে এ যে নিকলাই নিকলায়েভিচ ভোল্টলেসন পাইপে আটকা পড়েছেন, চিৎকার করছেন সাহায্যের জন্যে।" না না, সে বড় বিশ্রী ব্যাপার।'

'তাহলে কী করব আমরা?'

'কিছুই ভাবতে পারছি না, ভাই। বিশ্বাস কর, আমার জীবনে এমনটি আর কখনো ঘটেনি।'

বললাম বিশ্বাস করিনি আবার। রাগ হতে লাগল।

নিকলাই নিকলায়েভিচ আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন:

'শোন ভায়া! তোমার বয়েস কম, চটপটে তুমি। হয়ত তুমি পাশের সুড়ঙ্গ ধরে হৈচৈ না বাঁধিয়ে চুপচাপ গিয়ে কাউকে বলতে পারবে এই অপ্রিয় দুর্ঘটনার কথা। পারবে না? কতই না কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে।'

পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন নেই। আর একবার অন্ধকারে মইয়ের লোহার ধাপ হাতড়াতে হাতড়াতে ওপরে উঠতে লাগলাম। দেশলাই নেই বলে দুঃখ হল। এক একটা ধাপ উঠি আর মাথার ওপর রাশি রাশি ধুলো বৃষ্টি, হাঁচতে লাগলাম। কত উঁচুতে উঠেছি অন্ধকারে বুঝতে পারলাম না, কিন্তু যখন প্রথম পাশ সুড়ঙ্গে পৌঁছলাম মনে হল আমি খাড়া পাহাড়ের কিনারায় ঝুলছি। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য নীচে নিকলাই নিকলায়েভিচ গানের সুর ভাঁজছেন শুনে আশ্বস্ত হলাম।

পাশের সুড়ঙ্গ চতুষ্কোণ, লম্বায় প্রায় বিশ ফিট। এরই শেষে একটা ঝাঁঝরি-কাটা ভেণ্টিলেটর দিয়ে আলো আসছে। পেটের ওপর ভর দিয়ে চুনবালি আর ইঁটের টুকরো ভর্তি সরু নলের ভিতর দিয়ে সামনে এগুলাম। শেষটায় ঝাঁঝরির কাছে পৌঁছে যখন ফাঁক দিয়ে চাইলাম বেশ কিছুক্ষণ বুঝতেই পারলাম না কোথায় এসে পড়েছি। সারা ঘরটা পার্টিশন দিয়ে নানা ভাগ করা। ওটা কী বুঝতে পেরে আবার গুড়ি মেরে পিছনে সরতে লাগলাম। পাশের নল থেকে সরে এসে এক গাদা জঞ্জাল সরিয়ে দেওয়াতে হুড়মুড় করে রাবিশগুলো নীচে পড়তে লাগল। নিকলাই নিকলায়েভিচ হাঁচতে আর কাশতে লাগলেন।

'কী, ম্যানেজ করতে পেরেছ?' জিজ্ঞেস করলেন সানন্দে।

'ওটা পোষাকের ঘর।'

'কী দুর্ভাগ্য!'

সেই পাশবিক গোলকধাঁধার প্রতিটি পাশ সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম হয় কোন একটা খালি ঘর বা কোন জায়গায় কাজে রত ছেলের দল। শেষটায় স্টাফরুম পড়ল নজরে। শিক্ষকরা সবাই আছেন সেখানে। ডিম্বাকার টেবিলের পাশে বসে হেডমাষ্টারের কথা শুনছেন। ঝপ করে ওখান থেকে সরে আসতে ওরই পাশাপাশি নজরে পড়ল আর একটা সুড়ঙ্গ, যে সুরঙ্গটা সবে

দেখেছি তার বরাবর সোজা চলে গেছে। গুড়ি মেরে ঢুকলাম ভিতরে। ঝাঁঝরির কাছে পৌঁছে তাকিয়ে ঝপ করে সরে এলাম।

ওটা ভিতরকার বারান্দা। ওখানে দাঁড়িয়ে নীচু গলায় কথা বলছে আনাতলি (সেই লাল-মাথা ছেলেটা যাকে নিকলাই নিকলায়েভিচ ক্লাশ থেকে বার করে দিয়েছেন) আর দুজন 'আবিষ্কারক'। এরাই যত নষ্টের গোড়া।

পরিশ্রান্ত হয়ে মই বেয়ে নীচে নাবলাম।

'বড়ই খারাপ মনে হচ্ছে, নিকলাই নিকলায়েভিচ!'

'কাউকে দেখতে পেলে না?'

'দেখলাম। স্টাফরুমে মাষ্টার মশাইদের মিটিং হচ্ছে।'

'হায়, হায়! ওঁরা ভাববেন আমি ফাঁকি দিচ্ছি!'

'আর স্টাফরুমের বাইরে সেই তিনটি ছেলে যাদের সঙ্গে আপনি কথা কইবেন বলেছিলেন।'

নিকলাই নিকলায়েভিচ আমার কাঁধের কাছে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফিসফিসিয়ে বললেন:

'ওরা এখনও আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'আচ্ছা, তুমি কী প্রস্তাব করছ?' একটু থেমে উনি জিজ্ঞেস করলেন আমাকে।

'কিছুই করার নেই। আবার গুড়ি মেরে স্টাফরুমে যেতে হবে।'

'না না বাছা, তা নয়, তা নয়!' নিকলাই নিকলায়েভিচ আঁতকে উঠলেন। 'আর যাই হোক, আমার অবস্থাটা বিবেচনা কর। আমাদের হেডমাষ্টার, সব শিক্ষক প্রত্যেকেই ভালো লোক কিন্তু... কী বলে গিয়ে... ওরা কী করে বুঝবে কেন আমার মতো এক বৃদ্ধ এই কাণ্ড...'

'কেই বা এর কারণ বুঝতে পারবে, নিকলাই নিকলায়েভিচ?'

'হুঁ হুঁ... তাওতো বটে... কিন্তু... না না, এ করা চলবে না, কিছুতেই না।'

'তাহলে উপায়! আপনার ঐ ছেলেদের বলি?'

নিকলাই নিকলায়েভিচ ইতস্তত করে বললেন:

'বুঝলে প্রিয় বৎস ... ওরা যদি কথাটা গোপন রাখে তাহলে এটাই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। ওরা আমাকে শ্রদ্ধা করে ঠিক, কিন্তু এই মুহূর্তে ওরা অনেকটা আমার হাতের মুঠোয়। তুমি জান কেন ওরা অপেক্ষা করছে। তাই ওদের এ ধরনের উপকার করতে বলা মুস্কিল ...'

'ভুলে যান এ কথা, নিকলাই নিকলায়েভিচ! আমি একটু রসিকতা করছিলাম মাত্র।'

' "ভুলে যান" কেন? এটা একটা পথ তো বটে। যাও ওদের কাছে।'

'কাদের কাছে?'

'অবশ্যই ঐ ছেলেদের কাছে। ওদেরকে বল নিকলাই নিকলায়েভিচ বিপদে পড়েছেন। মানুষের মতো মানুষকে সাহায্য করার জন্যে ডাকছেন। তবে এ কথা পরিষ্কার করে দিও ওদের বকতে আমি ছাড়ব না, কারণ ওটা আমার কর্তব্য। এখন আমি ওদের যা করতে বলছি সেটা শিক্ষক বা গুরুজন হিসেবে নয়, মানুষ মানুষকে যে হিসেবে বলে সেই হিসেবে।'

'কী করে ওদের এ কথা বলি। এই একই অপরাধে তো আপনি ওদের কী না বকাবকি করলেন। আর এখন ...'

'তুমি কথাটা একেবারেই ধরতে পারনি। ওরা ভালো করেই জানে পড়ায় ফাঁকি দেওয়ার জন্যে আমি ওদের ওপর রাগ করেছি, স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা দেখিয়েছে বলে নয়। আবিষ্কারের সাধু স্পৃহা ওটা। এই স্পৃহা না থাকলে আমেরিকাই আবিষ্কৃত হত না।'

'মনে হয় তিনজনাকে গোপন কথাটা না বলে কেবল একজনকে কথাটা বলাই ভালো। অবশ্য কী ভাবে বলব জানি না।'

'না, না, সেটা ঠিক হবে না। একজনকে বললে কথাটা সে বলবেই, কিন্তু তিনজন হলে কখখনো বলবে না। ঘাবড়িও না, ব্যাপারটা ওরা বুঝবে। কিন্তু সাবধান, আগে থেকেই ওদের কাছ থেকে কথা আদায় করে নিও যে কাউকে বলবে না।'

'আপনি এখনও কথাটা গোপন রাখার ওপর জোর দিচ্ছেন?' বিড়বিড় করে বললাম।

'তা ছাড়া উপায় নেই। তথাকথিত নিয়ম মেনে চলতেই হবে। যাও প্রিয় বৎস। ওপরে যাও!'

আর একবার অন্ধকারে মই বেয়ে উঠা না পর্যন্ত নিকলাই নিকলায়েভিচ আমাকে গুঁতোতে লাগলেন।

ঝাঁঝরির কাছে এসে ছেলেদের কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলাম। ওরা এখন নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এক পা থেকে অন্য পায়ে ভর দিচ্ছে, বেজার মুখে তাকাচ্ছে বারান্দা বরাবর। লাল-মাথা আনাতলি দেয়াল ঘেঁষে উবু হয়ে বসে পকেট থেকে পেন্সিল বার করে কামড়াতে লাগল।

'বাজি রেখে বলতে পারি উনি আর আসবেন না, বাড়ি চলে গেছেন,' বলল ভেণ্টিলেসন নলের লম্বা 'আবিষ্কারকটি'।

লাল-মাথা মুখও তুলল না।

'কুছ পরোয়া নেই। জানই না যখন চুপ করে থাক।'

'কোনটা আমার জানার কথা?'

'আবিষ্কারকরা' এসে উবু হয়ে বসল আনাতলির পাশে।

'তুই এখন চতুর্থ শ্রেণীতে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এখনও ওঁর পাল্লায় পড়িসনি। পঞ্চম শ্রেণীতে উঠলে টের পাবি!'

লাল-মাথা আবার পেন্সিল কামড়াতে লাগল। হঠাৎ একজন 'আবিষ্কারকের' দিকে ফিরে বলল:

'ভালো শিক্ষকের প্রথম কী করা উচিত জানিস? ছেলেদের মিছিমিছি বকাবকি করেন না; তাঁর যে কথা সেই কাজ। আর নিকলাই নিকলায়েভিচ চমৎকার লোক। এমন কি কাগজেও ওঁর কথা বেরিয়েছে।'

'জানি। উনি অবশ্য খুবই কড়া লোক,' দুঃখের সঙ্গে বলল মোটাটি।

'আমাদের সঙ্গে কড়া না হলে স্কুল তছনছ করে দেব।'

লাল-মাথা আবার পেন্সিল কামড়াতে লাগল। আমি ছেঁদা দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে উত্তেজনায় ঢোঁক গিলছিলাম। নিজেকে সামলে ফিসফিসিয়ে 'এই ছেলেরা!' বলতে মিনিট দুয়েক সময় লাগল।

আমার কথা শুনতে পেল না। মোটাটি আবার জিজ্ঞেস করল:

'ও'র সঙ্গে যে আর একজন ছিল কে সে?'

আনাতলি পেন্সিল থেকে কৃষ্ণসীস বার করে হাতের চেটোয় আঁকিজুকি দিতে লাগল।

'কেউ না, একজন ছাত্র শুধু।'

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। নাকে ধুলোর সুরসুরি, হাঁচি আসছে।

'এই ছেলেরা!' আরও একটু জোরে বলে উঠলাম।

তিনজনেই মাথা ঘুরিয়ে লাফ মেরে উঠে আমার দিকে চাইল। মোটা খুকখুক করে হেসে বলল:

'ঐ দ্যাখ্, আর একজন!'

হাতে পেন্সিলের যে টুকরোগুলো ছিল সেটা আনাতলি ঝাঁঝরির দিকে ছুঁড়ে বলল:

'মজাটা টের পাবে হাড়ে হাড়ে! এদের আগেই পাকড়েছে।'

'ছেলেরা শোন! আমি... আমাকে যা ভাবছ আমি তা নই। "মানুষ যেমন মানুষকে" দূর ছাই কী বলছি! ... কথাটা হল নিকলাই নিকলায়েভিচ আমাকে পাঠিয়েছেন ... মানে, নিকলাই নিকলায়েভিচ আমাকে ঠিক পাঠাননি ...'

'কী আবোল-তাবোল বকছ?' বলল মোটা।

'আমি বলছি নিকলাই নিকলায়েভিচ তোদের সাহায্য চান। এদিকে একটু গোলযোগ হয়েছে। সোজা ভাষায় ওরা আমাদের নলের মধ্যে তালা আটকে গেছে। দৌবারিক তালা দিয়ে গেছে। ও জানত না অবশ্য। এখন আমরা...'

লাল-মাথা আর হাসল না।

'তুমি ছাত্র, তাই না?' আঁচ করে জিজ্ঞেস করল সে।

'ঠিক তাই। আমি ছাত্র,' সানন্দে জবাব দিলাম। আমার কথাবার্তাও সহজ হয়ে এল। 'আমরা এখানে আটকা পড়েছি। নিকলাই নিকলায়েভিচ আমাদের বার করার ব্যাপারে তোদের সাহায্য চাইছেন। কিন্তু কেউ যেন এ কথা না জানে।'

ছেলেরা এমন উৎসাহ পেল যেন আমি ওদের উত্তর মের্তে যেতে বলছি।

'কোথায় আটকে আছ? সেই লোহার দরজার ভেতর?' জিজ্ঞেস করল পাতলা ছেলেটি।

'ঠিক। বয়লার ঘরে।'

মোটা ছেলেটি সঙ্গীটির পিঠে খ্ব ফ্র্তিতে এক চাপড় মেরে বলল:

'ঈস, লোক বটে নিকলাই নিকলায়েভিচ!'

আনাতোলি ওদের জামার হাতায় টান মেরে বলল:

'চল্!'

'তোমাদের বার করলাম বলে,' চেঁচিয়ে উঠল মোটা।

ত্রিম্র্তি যাবার উপক্রম করছে, আমি ওদের থামিয়ে বললাম:

'শোন, নিকলাই নিকলায়েভিচ তোদের দিব্যি করতে বলেছেন যে তোরা এটা গোপন রাখবি।'

'অবশ্যই, সে কি আর বলতে!' আনাতোলি মাথা নাড়ল।

নিকলাই নিকলায়েভিচের কাছে নেমে আসতে দরজার পিছনে শ্নলাম ওরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আঁচড়াআঁচড়ি চালিয়েছে, একজনের উত্তেজিত ফিসফিসানি কানে এল:

'এই পেরেকটা লাগা! ওটা খ্লতে এ রকম পেরেক লাগবে!'

* * *

আধ ঘণ্টা বাদে দেখা গেল একটা খালি ক্লাশঘরের ডেস্কে বসে আছেন নিকলাই নিকলায়েভিচ। তিনজন ছেলে ওঁর সামনে গম্ভীর ম্র্তিতে দাঁড়িয়ে আছে। শৃঙ্খলা এবং পড়াশ্নোর প্রতিটি ম্হ্র্তের ম্ল্য সম্পর্কে ওঁর ভাষণ শেষ হয়েছে।

'না বৎস, আমার মনে হয় তোমার ধারণা ঠিক নয়,' খাপে পাঁস্‌নে ঢোকাতে ঢোকাতে বললেন নিকলাই নিকলায়েভিচ। 'তত্ত্বগত ভাবে এই ভেণ্টিলেসন ব্যবস্থা হয়ত সব ঘরেই মোটামুটি একই তাপমাত্রা বজায় রাখে, কিন্তু বস্তুত... তুমি নিজেও হয়তো এটা লক্ষ্য করেছিলে ...'

'নিকলাই নিকলায়েভিচ, আপনি ওখানে কেন গিয়েছিলেন?' মোটা ছেলেটি প্রশ্ন করে বসল।

নিকলাই নিকলায়েভিচ ওর দিকে চেয়ে হেসে বললেন:

'সেই আগের দিনে যা বলত আমার হয়েছিল তাই: মাথায় শয়তানি বুদ্ধি জেগেছিল।'

ছেলেরা এক সঙ্গে হেসে উঠল। মনে হল জবাবটায় ওরা খুবই খুশি।

'সামন্ত প্রভু'

স্কুল পাঠগৃহের চকচকে চওড়া জানলাগুলো একেবারে খোলা। মাটির সোঁদা গন্ধ ভরা মৃদু বাতাস টবের ফুল গাছের পাতায় দোল দিচ্ছে। শীতের সময় এই গাছগুলিকে মনে হত মৃত।

ছাত্র পর্ষদের তিনজন সদস্য একটা টেবিলে বসে আছে। টেবিলের ওপর উদার সূর্যালোক। আর একটা টেবিলে বসে অপরাধী দিমা রজ্‌কভ আর অভিযোক্তা নিউসিয়া বেলেঙকায়া। দুটি প্রাণীই রোগা আর ছোট, খাঁদা নাক, পাথরের মতো মুখ। টেবিলের দুই প্রান্তে বসে অপেক্ষা করছে বিচার সুরু হওয়ার। নিউসিয়ার কপালে বেগুনে রঙের বড় একটা ফুলো।

উষ্ণ বাসন্তী আবহাওয়ার ছোঁয়াচ স্পষ্টই সভ্যবৃন্দদের লেগেছে। প্রকাণ্ড চেহারার পাশা গ্রিৎসিনার চোখ রোদে পিটপিট করছে। কালো ও ছোটখাট জয়া

কল্‌ৎসভার কানে হালকা হাওয়ার সুরসুরি লাগায় সে ঘাড় নাড়ছে। পর্ষদের সভাপতি জেনিয়া গ্লুখানিস্কি ধীরে ধীরে ওয়াল্‌জের সুর শিস দিয়ে ভাঁজছে। চশমার পিছনে চোখদুটো বোজা, সুরের সঙ্গে তাল রেখে লম্বা বাঁকা নাকটা বেঁকিয়ে শূন্যে বৃত্ত আর চার আঁকছে।

দরজায় শব্দ হল। ত্বরিৎগতিতে ঢুকল ওলিয়া। সভাপতির অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা গেল। শিস দেওয়া বন্ধ, ঠোঁট চেপে বসল খাড়া হয়ে ...

ওলিয়া চেয়ারে বসে ব্লাউজের হাতা টেনে নামাল, তারপর হালকা কটা কোঁকড়ান চুল ঠিক করতে করতে খুশিতে হেসে বলল:

'বাইরেটা আশ্চর্য! কী যে সুন্দর তোদের বলতে পারব না!'

চট করে একবার সভাপতিকে দেখে নিল সে। একটা ডাণ্ডার মতো খাড়া হয়ে বসে আছে সে, চোখদুটো ওই লেখাটার ওপর: 'ঘর ছাড়ার সময় আলো নিভিয়ে যেও।'

'কী দুর্ভাগ্য, আবহাওয়াটা আজ ভালো,' বলল সভাপতি। 'খারাপ হলে ওলিয়া স্মির্নভার হাওয়া খাওয়ার জন্যে আমাদের এতটা দেরী করতে হত না।'

ওলিয়া চটে গেল।

'লজ্জা করছে না বলতে তোর!' বলল সে। 'তুই-ই আমাকে কাজের তালিকা আনতে বাড়ি পাঠাসনি?'

সভাপতি একটা লম্বা আর ছুঁচলো হাই তুলে বলল:

'কী করে জানব বল তুই হাওয়া খাবি আর আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।'

'অতি নীচ!' লাফিয়ে উঠল ওলিয়া, গোল মুখ জ্বলে উঠল, নীল চোখ বিস্ফারিত। 'অতি নীচ এই ব্যবহার! সারা রাস্তা আমি দৌড়ে এসেছি! আমি ...'

'কী হচ্ছে এ সব! চুপ কর দুজনাই!' ধমক লাগাল গ্রিৎসিনা।

'না, চুপ আমি করব না! ওর কথার খোঁচায় আমি অস্থির! কাজের মধ্যে ব্যক্তিগত অপছন্দ ঢোকা অতি অন্যায়!'

ওলিয়া বসে পড়ে রুমালের একটা কোণা চিবোতে লাগল।

'হিস্টিরিয়া আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ অস্ত্র,' সভাপতি ঘোষণা করল।

কিছুক্ষণ পর্ষদের সভ্যরা চুপচাপ রইল, গুম হয়ে চেয়ে দেখল 'অপরাধী' ও 'অভিযোক্তাকে।' ওরা দুজন আরও ভালো করে চেয়ারে বসার চেষ্টা করছে।

কালো চুল ঝুলে পড়েছে চোখের ওপর আর সেই চুল ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে জেনিয়া বলে উঠল:

'হ্যাঁ, পর্ষদের কয়েকজন সদস্য এখানে নেই। কেউ অসুস্থ আর বাকি সবাই দাবা প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত। আমার বিবেচনায় আমরা চারজনই ... এ ধরনের নষ্টামির বিচার করতে পারব।'

সভাপতি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে ঝকঝকে চশমা-পরা চোখ ফেরাল দিমার দিকে।

'রজকভ! প্রশ্নের জবাব দে। বছরের মাঝামাঝি বেলেৎকায়া যখন প্রথম আমাদের স্কুলে ভর্তি হয় তখন কি তুই ওর বেণী কালির দোয়াতে ডুবিয়েছিলি?'

মাথা নিচু করে চেয়ারের কিনার শক্ত করে ধরে বসে রইল দিমা। খুবই ধীরে ধীরে জবাব দিল:

'ডুবিয়েছিলাম।'

'তারপর শীতের ছুটির সময় রাস্তায় বরফের বল দিয়ে ওর চোখে মেরেছিলি, একথা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ! এবার বল দেখি রজকভ, তুই কি স্কুলে একবার জ্যান্ত ইঁদুর নিয়ে এসেছিলি?'

দিমা চুপ করে রইল। একটা মাছি বসল ওর হাঁটুতে। অভ্যাস বশে সেটাকে ধরে পরীক্ষা করতে লাগল।

'রজকভ, উত্তর দে!'

'হ্যাঁ, নিয়ে এসেছিলাম,' ফিসফিস করে বলল দিমা মাছির একটা ঠ্যাং ছিঁড়ে ফেলে।

'ক্যানটিনে তুই বেলেঙকায়ার বুকের ভেতর ঐ ইঁদুর ছেড়েছিলি কি না?'

দিমা চুপ। জয়া পেন্সিল দিয়ে টেবিলে টোকা দিতে লাগল।

'রজকভ! এটা তোর বাড়ি নয়! মাছি ফেলে দিয়ে প্রশ্নের জবাব দে!'

'ওর বুকে নয়, পিঠের ভিতর ছেড়েছিলাম,' বিড়বিড় করে বলে দিমা কটমট করে তাকাল জয়ার দিকে।

'বেশ,' সভাপতি বলতে লাগল। 'আমরা তোকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, স্কুলে যারা নতুন আসবে তাদের এরকম জ্বালান চলবে না। এও বলা হয়েছিল, কথা না শুনলে তোকে শাস্তি পেতে হবে। তবু নিজেকে না শুধরে উলটে তুই বেলেঙকায়াকে পা দিয়ে ফেলে দিয়েছিস। পড়ে গিয়ে ওর কপাল আঁচড়ে গেছে। ঠিক কি না?'

দিমার মুখ ভারী। ফোঁৎ ফোঁৎ করে জোরে নিশ্বাস নিতে লাগল। নিউসিয়া উঠল। টান হয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষীণ কাঁপা গলায় বলল:

'তা ছাড়া, তিন দিন আগে গুলতি দিয়ে আমার কানে মেরেছে ... কান থেকে প্রায় রক্ত বার হয়েছিল ...'

আবার শক্ত হয়ে বসে পড়ল সে, হাবভাবে কোন পরিবর্তন নেই। জেনিয়াও বসে পড়ে পিছনে হেলান দিয়ে লম্বা পা ছড়িয়ে দিল।

'তাহলে ... সবকিছুই এখন পরিষ্কার। পর্ষদ এবার মতামত দেবে ব্যস,' বলল সে।

সদস্যরা চুপ। 'অপরাধী' বা 'অভিযোক্তা'ও কিছুই বলল না। বাইরে দুটো সোয়ালো বসল টেলিগ্রাফের তারে। তারের ওপর পায়ে পায়ে এগিয়ে গলা বাড়িয়ে জানলার ভিতর চাইবার চেষ্টা করল।

'স্কুল থেকে তাড়িয়ে দে ওকে!' গর্জে উঠল গ্রিৎসিনা।

জয়া তর্জনী তুলে বলল:

'না কমরেডগণ, কেবলমাত্র তাড়ান নয়। অন্য স্কুলে ওর বদলির কথা বলতে পারি আমরা, কিন্তু তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। কোন ছেলে একটি মেয়েকে মারছে আমাদের বড়দের মধ্যে এরকম দেখা যায় না, কিন্তু পঞ্চম

শ্রেণীতে হামেশাই এটা হয়ে থাকে। ছেলেরা মেয়েদের ভাবে নিকৃষ্ট জীব আর তাদের সঙ্গে করে রূঢ় ব্যবহার। আমার বিশ্বাস এটা সেই যুগের মনোবৃত্তি যখন মেয়েদের দেখা হত ক্রীতদাসের মতো...'

'একটু বেশী বলা হচ্ছে!' বলল গ্রিৎসিনা।

'...কমরেডগণ, আমার মতে রজকভকে সম্মান আদালতের সামনে হাজির করা দরকার। ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশী জানাজানি হওয়া প্রয়োজন। স্কুল থেকে আমরা এই সামন্ত প্রভুর মনোভাব চিরদিনের জন্যে লোপ করব।'

বসে পড়ল জয়া। 'সামন্ত প্রভু' দিমা নিচের ঠোঁট কামড়াচ্ছে, আর নিউসিয়া ওকে দেখছে আড়চোখে।

'গ্রিৎসিনার মত বিতাড়ন। জয়া বলছে সম্মান আদালত!' জানাল সভাপতি। 'স্মির্নভা! তোর মতটা কী?'

'এরই জন্যে যদি তাড়াতে হয় তাহলে অনেকদিন আগে তোরই স্কুল ছাড়ার কথা। মনে পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে তুই আমাকে কী রকম জ্বালাতিস!'

রুমালের কোণা চিবোতে চিবোতে অনাসক্তভাবে বলে উঠল ওলিয়া।

সভাপতি ক্ষিপ্ত। কালো চুল লাফিয়ে এল চশমার ওপর। রেগে বলতে লাগল:

'শোন্ স্মির্নভা! আমার তো মনে হয় আমরা রজকভকে নিয়ে আলোচনা করছি। আশা করি এটা তুই বুঝেছিস? সবকিছুই পরিষ্কার। রজকভকে বার বার সাবধান করা হয়েছে যে স্কুলে এ ধরনের গুণ্ডামী বরদাস্ত করা হবে না এবং এই ধরনের গুণ্ডামী ...'

'"গুণ্ডামী" মানে কী?' রিনরিনে গলায় শান্তভাবে কে যেন বলে উঠল। 'এতে গুণ্ডামী বলে কিছু নেই।'

সবাই ফিরে তাকাল। তেরছা রোদ যেন ঘরটাকে দু'ফালি করে দিয়েছে। সেই নীলাভ পার্টিশনের ওপাশে একেবারে কোণায় শণের মতো চুল একটি বছর তেরর মেয়ে টেবিলে ঝুঁকে দেয়াল-পত্রিকার হেডিং লিখছিল, তার লাল টাইয়ের প্রান্ত ঘাড়ে ফেলা।

'কী, কী বললি তুই?' জিজ্ঞেস করল জেনিয়া।

'এতে গুণ্ডামী বলে কিছু নেই।'

'তাহলে এটাকে তুই কী বলবি?'

মাথা না তুলে শান্ত কণ্ঠে বলল মেয়েটি:

'ছেলেটা ঐ মেয়েটার জন্যে পাগল। এই হল ব্যাপার।'

'কী?' গ্রিৎসিনা মাথা তুলল।

'বললাম, ছেলেটা ঐ মেয়েটার জন্যে পাগল। মানে ও ওকে ভালোবাসে।'

সভাপতি চশমা খুলে টেবিলে রাখল। এখন আর ওর মধ্যে অফিসিয়াল কিছু নেই।

'কী সব আবোল-তাবোল বকছিস! তাই যদি হয় তাহলে ওকে জ্বালায় কেন?'

'প্রত্যেকেই এই করে থাকে। আন্তশাকিন যখন আমার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিল, ওর হাতে মার খেয়ে খেয়ে কালসিটে পড়ে যেত। একটি কথাও আমি কখনো বলিনি।'

'এ একটা ব্যাপার বটে!' বিড়বিড় করে, পিছনে হাত মুড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করল জেনিয়া।

দিমা লাফিয়ে উঠল। ধূসর চোখদুটো এদিক ওদিক পাক খেতে লাগল। চুল অবধি লাল হয়ে উঠেছে তার।

'আমি ওর জন্যে পাগল নই!' জোরে চেঁচিয়ে বলল সে।

নিউসিয়া চোখ নামিয়ে নিল। ওর মুখের রঙ দিমারই মতো।

'মিথ্যে কথা! আমি কারও জন্যে পাগল নই!' আরো রেগে আবার বলল দিমা।

সভাপতি এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল:

'আমি বলছি ... কী গিয়ে ... তোরা দুজনেই একটু বাইরে যা।'

দিমা ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। ছোট ছোট পা ফেলে নিউসিয়া গেল ওর পিছনে। জেনিয়া এসে টেবিলে বসল।

'একটা সমস্যা বটে!' শণরঙা চুল মেয়েটির দিকে ফিরে বলল সে, 'শোন দেখি! তোর নামটা কী? তুই কি ঠিক বলছিস ... ও ওর জন্য পাগল?'

'হুঁ, হুঁ,' বলল মেয়েটি। 'ক্লাশের সবাই একথা জানে।'

একটু ভেবে নাকের ডগা টেনে জেনিয়া বলল, 'তাই তো, কী করি এখন? এ্যাঁ? গুন্ডামীর জন্যে ও যদি এ সব করত তাহলে আচ্ছা সাজা দেওয়া চলত, কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

'ওকে ও ভালোবাসে বলে না অন্য কারণে এসব করে তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার কী দরকার?' বলল গ্রিৎসিনা। 'ওকে মারধোর করে, তাই কি না?'

'না, গ্রিৎসিনা। তুই যেমন ধরাবাঁধা বিচার করছিস ব্যাপারটা তা নয়। আর যাই হোক ও মানুষ তো। কমরেডগণ, ও হয়ত কষ্টও পাচ্ছে,' জয়া খুব গম্ভীর হয়ে বলল কথাটা।

ওলিয়া কামড়ান বন্ধ রেখে রুমালটাকে জড়িয়ে বল বানাল।

'আমি এটা জানতে চাই,' চোখ না তুলে ধীরে ধীরে সুরু করল সে, 'তোমার অপছন্দ কাউকে জ্বালালে তুমি শাস্তির যোগ্য, কিন্তু তোমার ভালবাসার কেউ হলে যা খুশি কর, সাতখুন মাপ তোমার। এমন কি লোকে তোমাকে করুণার চোখে দেখবে। অদ্ভুত, তাই নয় কি?'

সভাপতির মুখ একটু রক্তিম হল।

'কিছুই অদ্ভুত নয়। মনস্তত্ত্বে এর জবাব পাবে।'

'ভারি মজার তো! কী রকম মনস্তত্ত্ব?'

'ধর, একটা ছেলে একটা মেয়েকে ভালোবাসে, কিন্তু ওকে সে কথা বলে উঠতে পারছে না, আর ধর ...'

সভাপতি তোতলাতে লাগল। জয়া ওকে সাহায্য করল:

'বলতে পারে না, কিন্তু ওর নজরে পড়তে চায়। বুঝলি?'

'আর তারই জন্যে ওকে ধরে প্রহার লাগায়?'

'হ্যাঁ। গুন্ডামীর জন্যে নয়, স্রেফ ওর চোখ ফেরাবার জন্যে।'

ওলিয়া দাঁড়িয়ে জেনিয়ার দিকে কড়া চোখে চেয়ে বলল:

'আমি কিছু বলতে পারি কি, সভাপতি?'

'বল, কে তোকে মানা করছে?'

'আমি বলতে চাই রজকভই একমাত্র দোষী নয়। ওর মতো বহু ছেলে আছে ... বড়দের ভেতরও অভাব নেই। আমার মত এই, রজকভ আর ওর মতো সবাইকে সম্মান আদালতে হাজির করতেই হবে, জয়া একথা আগে বলেছে ব্যাপারটা অপমানকর বটে! অহংকারের ফলে মানুষের মতো ওরা ব্যবহার করবে না এর জন্যে দায়ী কে? আমার ক্ষমতা থাকলে রজকভকে স্কুলছাড়া করতাম!.. ওরা ভাবে ওদের কেউ ধরতে পারবে না। ঐটেই তোর বোঝার ভুল, জেনিয়া! মেয়েটি বলল রজকভের কথা সবাই জানে। আর অন্যদের কথাও যে সবাই জানে এতে আমার সন্দেহ নেই। অতএব ওদের হাত থেকে আমাদের রেহাই দাও ...'

আবার সব চুপচাপ। সভাপতির মুখ ছায়ায়, কিন্তু কানে রোদ পড়ে দেখাচ্ছে লাল ট্রাফিক সিগনালের মতো।

'মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'কী বলছে তা জানে না, অথচ মুখে খই ফুটছে।'

'খুব ভালো করেই জানি আর তুই-ও বুঝবি,' ওলিয়া ঝাঁঝিয়ে উঠল। আবার রুমাল কামড়াতে সুরু করল।

'সাধারণ উপদেশ ছাড়া কিছুই না। এ দিয়ে কী হবে? রজকভকে নিয়ে কী করব সেইটেই আসল কথা।'

'আমি জানি কী করা উচিত।' বলল জয়া। 'খুব কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা ঠিক হবে না। যাতে স্বাভাবিক বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'যা, করগে ব্যবস্থা!' কাঁধ ঝাঁকাল গ্রিৎসিনা।

'খুলেই বলি: বেলেঙ্কায়া আর রজকভকে এক সঙ্গে কোন কাজ দেওয়া উচিত।'

'ঠিক কথা,' সমর্থন করল সভাপতি।

'ওতে ঘোড়ার ডিম হবে,' বলল ওলিয়া।

'কেন হবে না? একই কাজে লোকের ঘনিষ্ঠতা জন্মায়।'

'কিন্তু আমি জানি ওসব বৃথা!'

সভাপতি ওর মুখোমুখি হয়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'শোন স্মির্নভা। আবোল-তাবোল না বকে মনে কী আছে তাই খুলে বল।'

'তাই করারই তো চেষ্টা করছি।'

'মোদ্দা কথা বল। কী ধরনের কাজ?'

হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে গ্রিৎসিনা বলল:

'মে দিবসের বাণী লিখুক ওরা।'

'না, না,' বলল জয়া। 'এমন কাজ যাতে উদ্যোগী হওয়া চাই।'

সবাই কিছুক্ষণ চিন্তা করল চুপচাপ। সভাপতি নখ কামড়াতে সুরু করল। গ্রিৎসিনা ওর কালি-মাখা চওড়া চেটো পরীক্ষা করতে লাগল। রুমাল ঠোঁটে চেপে বড় বড় ক্রুদ্ধ চোখে সামনে চেয়ে রইল ওলিয়া। দু'তিন মিনিট গেল কেটে।

'আমি ওর জন্যে মোটেই পাগল নই,' শোনা গেল দরজার ওপাশ থেকে।

এর পরেই ওদের কানে এল চড়ের শব্দ: এক, দুই, তিন আর সেই সঙ্গে চাপা আর্ত আওয়াজ। ছাত্র পর্ষদের সদস্যরা লাফিয়ে উঠল। একটা চেয়ার পড়ল মেঝের ওপর দড়াম করে।

'রজকভ! আবার তুই!' জেনিয়া চেঁচিয়ে উঠল। 'এখখুনি আয় এখানে!'

দরজার ওপাশে কোন সাড়া শব্দ নেই।

'ভেতরে আয় বলছি!'

দরজা খুলে গেল। নিউসিয়া ভিতরে ঢুকল, লাল টুকটুকে, চুল আলুথালু। মাথার পিছনে হাত বোলাচ্ছে।

'রজকভ কই?'

'চলে গেছে,' শান্তভাবে বলল নিউসিয়া। 'পালিয়ে গেছে।'

'তোকে মেরেছে আবার?'

নিউসিয়া চট করে মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিল।

'বলি, তোকে আবার মেরেছে কি?'

মাথা নামিয়ে একটু চিন্তা করে সংক্ষেপে জবাব দিল নিউসিয়া:

'না!'

পাঠগৃহ শান্ত ও নির্জন। দেয়াল-পত্র নিয়ে যে মেয়েটি কাজ করছিল সে খাড়া হয়ে আড়মোড়া ভেঙে, জানলার কাছে গিয়ে উঠল তাকের ওপর। পা ঝুলিয়ে গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে চাইল রৌদ্রোজ্জ্বল, নির্জন গলিটার দিকে। বাড়ির ছাদ শুকনো, কিন্তু মাটি তখনো ভেজা। নীলচে, গোলাপী আর ধূসর নুড়িপাথরের ভিতর দিয়ে যেখানটা দেখা যায় সেটা কালো।

জয়া আর গ্রিৎসিনা স্কুল ছেড়ে বাইরে এসে করমর্দন করে বিদায় নিল।

নিউসিয়া এল ওদের পেছনে। আনন্দে লাফাতে লাফাতে ফুটপাথ ধরে চলে গেল।

ধূসর রঙা কোট-পরা ওলিয়াকে দেখা গেল কালো পোষাক-পরা লম্বা সভাপতিটির সঙ্গে। সভাপতির দুহাতে দুটো পোর্টফোলিও। ওরা থেমে একটু কথা বলে বৃষ্টি-ধোওয়া ফুটপাথ ধরে চলতে লাগল, খেয়াল রাখল শুকিয়ে-আসা খানাখোন্দলে যাতে পা না পড়ে। পোর্টফোলিও দুটো পালা করে লাগছে সভাপতির লম্বা পায়ে।

মেয়েটি জানলার তাক থেকে নেমে আবার কাজে লাগল। গলার লাল টাই আঙুলে জড়িয়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া হেডিংটার দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। লেখা: 'চমকার পড়াশুনো করা চাই।'

আমাদের পাড়ার টিম

(চিত্র-নাট্য)

ঝনাৎ !!!

বল লাগল জানালার ওপরকার শার্শিতে, কাঁচটা গঁড়োগঁড়ো করে দিয়ে পড়ল উঠনে।

ফুটবল ম্যাচ চলছিল নীচেকার উঠনে। হঠাৎ সেটা থেমে গেল। খেলোয়াড়রা আতঙ্কে চেয়ে দেখল ভাঙা জানালার দিকে।

'আউট!' যন্ত্রবৎ বলে উঠল স্তিওপা। ইনি রেফারি — বয়স সাত।

সবাই দৌড়তে সুরু করল — খেলোয়াড়, রেফারি আর ফুটবল-পাগলের দল।

বয়স্ক প্রফেসর শাপশ্নিকভ একটা হিসেবের রুলার হাতে নিয়ে ডেস্কে দাঁড়িয়ে — চেয়ে দেখলেন ভাঙা জানালাটা।

ওঁর স্ত্রী য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা ছুটে এলেন ঘরে, পিছনে ভাইঝি গালিয়া।

'মিশা! কী হয়েছে?'

'এবার ওরা ডানদিকের শার্শিটা ভেঙেছে।'

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা আর গালিয়া ছুটে এলেন ভাঙা জানালার কাছে।

'এই! গোল! গোলের কথা ভুলে গেছিস সবাই!' একটা চিৎকার কানে এল।

'রেফারি' স্তিওপা ফিরে এল। দুটো টুপি দিয়ে গোল তৈরী হয়েছিল। ঝপ করে সে দুটোকে তুলে নিয়ে ফের পালিয়ে গেল।

'যা ভেবেছিলাম,' বললেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা। 'আবার সেই বার নম্বরের ছেলেটা।'

ঘর থেকে বার হলেন তিনি, গালিয়া চেয়ে রইল জানালা দিয়ে।

'খেলোয়াড় বটে! সব সময় কেবলই আউট হচ্ছে!' বলল সে।

'জানি না এ সবকে কী বলে, গালিয়া, তবে এ কথা ঠিক আমার কাজে এ সব বাধা দেয়।'

উলটো দিকের ফ্ল্যাটের দরজায় জোরে জোরে ঘা দিচ্ছিলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা। বছর এগারর একটি মেয়ে দরজা খুলল। হাতে একটা বড়ো হাতা। নাম তানিয়া।

'তোমার মা-বাবা কি বাড়ি আছেন এখন, খুকী?' প্রতিটি শব্দের ওপর জোর দিলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

'বাবা কাজে গেছেন, মা ছুটিতে, বড়দি কাজ করছে।'

'শোন খুকী! আবার ওরা আমাদের জানালা ভেঙেছে।'

'আমাদের স্তিওপা ভাঙেনি, ও হচ্ছে রেফারি।'

'সবাই ওরা খেলা করে। সুতরাং প্রত্যেকেই সমান দোষী। এখন সংসারে তুমিই বড়। তাই তোমাকেই দেখতে বলছি — এমনটি যেন আর না হয়। আর সবার বাপ-মাকে আমি এই একই কথা বলব। কী যাচ্ছেতাই ব্যাপার!'

ছেলের ঘর। ওখানে য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনার গলা সামান্য শোনা যাচ্ছে। বরিস উবু হয়ে একটা সুটকেশ থেকে জিনিস বার করছে, লিওভা পায়চারি করছে ঘরে। বরিসের শক্তসমর্থ চেহারা, মুখে উৎসাহ আর লিওভা লিকলিকে, ভাবটি গম্ভীর অবিচলিত।

'তুই এসেছিস বলে খুশি আমি,' বলল বরিস। 'কী করে জানলি ক্যাম্প থেকে ফিরেছি?'

'সহজ হিসেবে। ত্যানিয়া সব সময় তিনখানা রুটি আনে। আজ দেখলাম চারখানা আনছে।'

'সত্যিকারের ডিটেকটিভ তুই,' সুটকেশ থেকে বরিস একটা মোটা খাতা বার করল। 'আচ্ছা, ওরা কি সহর পাইওনিয়র ক্যাম্প খুলেছে?'

'দু'হপ্তা আগে।'

'আচ্ছা, শোন তবে,' সগর্বে বলে চলল বরিস। 'তোদের পাইওনিয়র উপদলের নেতা বৃথাই সময় নষ্ট করেনি। আমার এমন কয়েকটা আশ্চর্য আইডিয়া আছে যাতে আমাদের উপদল শুধু স্কুলের মধ্যেই নয়, সহরেও সেরা হয়ে যাবে।'

'সত্যি?' লিওভা থতমত খেয়ে বলল।

'শোন, প্ল্যানটা কেমন চলছে?'

'কীসের প্ল্যান?'

'কেন, উপদলের কাজের প্ল্যান? বসন্তে সেই যেটা বানিয়েছিলাম,' বরিস একবার খাতাটা দেখে নিল। 'যেমন ধর: "সহর পাইওনিয়র ক্যাম্পের জন্যে একটা চৌবাচ্চা বানান।" ব্যাঙ আর কোলাব্যাঙ ধরেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় তারা?'

'মরে গেছে।'

'মরে গেছে? কেন?'

'না খেতে পেয়ে। মিশা ওদের খাবার দিতে ভুলে যায়।'

'চমৎকার! তাহলে পাইওনিয়র ক্যাম্পে তুই কী করিস?'

'ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছুই করি না। আমি একটা জটিল যন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি।'

'সব সময়েই তুই যন্ত্র নিয়ে ব্যস্ত! আর বাকি সবাই, তারা কী করছে?'

'বাকি সবাই ...'

তানিয়া ঘরে ঢুকল। ওর পথে যে চেয়ারগুলো সশব্দে সরাতে লাগল সেগুলোকে, হাতাটা ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর। বরিস চাইল ওর দিকে।

'এত বিরক্তি কেন?'

'কিছুই না! আমার দফা শেষ, এই যা। বাবা নেই। মা ছুটিতে। ওলগা জরুরী শিক্ষামূলক কাজে ব্যস্ত আর আমাকে কিনা একলা সামলাতে হবে স্তিওপাকে!'

'আবার কী করেছে সে?'

'কিছুই না! শুধু তোর ফুটবল দলের সঙ্গে জানালা ভেঙে বেড়াচ্ছে।'

'আমার?'

'ইতিমধ্যে এ বাড়ির পাঁচটি জানালা ভাঙা হয়ে গেছে। খেলার মহড়ার সময়ে একবার মাশা পিসীর মোরগটাকে শেষ করেছে। তিমশা পরীক্ষায় ফেল করেছে, শরতে আবার পরীক্ষা দেবার কথা, কিন্তু পড়াশুনোর নাম নেই। আমি বলছি এসব তুই বন্ধ করা। আর ... আর ...'

'থাম তানিয়া! প্রথম কথা হল এভাবে বড়দের সঙ্গে কথা বলতে নেই, আর দ্বিতীয়ত ...' বরিস লিওভার দিকে চেয়ে বলল, 'এটা কি সত্যি যে পাইওনিয়র দু'নম্বর উপদল এমন বিগড়ে গেছে?'

লিওভা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল:

'আমার মতে দু'নম্বর উপদল বলে কিছু নেই।'

বরিস হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

'উপদল নেই? তাহলে কী আছে?'

' "বিস্ফোরণ" নামে একটা ফুটবল দল,' শান্তভাবে জবাব দিল লিওভা।

মুহূর্তকাল বরিস কী যেন ভেবে লিওভার দিকে চেয়ে রইল। তারপর মুখে ফুটে উঠল দৃঢ় ভাব, লম্বা লম্বা পা ফেলে চেয়ারের সামনে দাঁড়াল, নিঃশব্দে চেয়ার থেকে লাল টাই তুলে নিয়ে বাঁধল গলায়।

'চল!' ডাক দিল লিওভাকে। 'চল, তিমশাকে দেখে আসি!'

'ভাবছিস সে বাড়ি বসে আছে,' গজর গজর করে উঠল তানিয়া।

'বড়রা যখন কথা বলে তখন তাদের বাধা দিতে নেই, বুঝলি?' বরিস তার দিকে ফিরে বলল।

'দেখবি যা বললাম! বাড়ি নেই ও!' তানিয়া ওদের পিছন পিছন যেতে যেতে বলল।

তিনজনা এসে দাঁড়াল তিমশার ফ্ল্যাটের সামনে। দয়ালু চেহারার এক মাঝবয়েসী স্ত্রীলোক দরজা খুলল।

'নমস্কার, ভেরা আন্দ্রেয়েভনা। তিমশা বাড়ি আছে?' জিজ্ঞেস করল বরিস।

পিছন দিকে একটি বন্ধ দরজার দিকে উদ্বেগভরা চোখে চেয়ে স্ত্রীলোকটি আওয়াজ করল:

'স্‌স্‌স্‌!'

'পড়ছে বুঝি?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল বরিস।

স্মিত হেসে স্ত্রীলোকটি মাথা নেড়ে সায় দিল।

'কাল রাতে আমি আর ওর বাবা ওকে বকেছি। তাতে কাজ হয়েছে।' ছেলের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে একটু ফাঁক করে বলল:

'সারা সকাল ঠায় বসে আছে পড়ার টেবিলে। এখন আর ওকে বিরক্ত কর না। সন্ধ্যায় এস, কেমন?'

তিনজনাই বেরিয়ে এল উঠনে।

'ব্যাপারটা সন্দেহজনক,' বলল তানিয়া। 'ওর মা বলছে ও ঘরে আছে, কিন্তু আমি নির্ঘাৎ ওর গলা শুনেছি রাস্তায়।'

তানিয়া দেয়ালের ভিতে উঠে তিমশার জানালার ভিতর দিয়ে চাইল।

'যা ভেবেছি তাই। দ্যাখ চেয়ে!' বলল তানিয়া।

বরিস আর লিওভা জানালা দিয়ে চাইল। টেবিলে বসে আছে দিব্যি করে তৈরী একটা ডামি।

'চলে আয়!' বলল বরিস। 'যাওয়া যাক আনাতলির কাছে।'

আনাতলির ফ্ল্যাটের দরজা খোলা। ভেতরে ঢুকল তিনজন। অন্ধকার বারান্দার আর এক কোণা থেকে এক বৃদ্ধার গজর গজর কানে আসছে।

'ও, শেষ পর্যন্ত হাজির হয়েছিস দেখছি! আমার ছেলে বা নাতিনাতনীদের কখনো মারিনি। তোর জন্যে এখন আমাকে ঝাঁটা হাতে নিতে হবে ... দুধ কিনতে দিলে তিন ঘণ্টা বাইরে থাকার মজা টের পাবি তখন।'

'আর একজনকে দেখলি তো,' বলল তানিয়া।

তিনজনেই পা টিপে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে এল।

নুড়িপাথরের ওপর এক ভাঁড় দুধ দাঁড় করান। একটা কুকুর ভিতরে মুখ ঢুকিয়ে সজোরে ল্যাজ নাড়ছে।

ভাঁড়টা গোলের ঠিক পাশে। দুটো টুপি দিয়ে গোল বানান। মেছেতা-পড়া মুখ আনাতলি ঝুঁকে পড়ে গোলে খেলছে, উত্তেজনায় লাফিয়ে বেড়াচ্ছে সে। হাতে প্রকাণ্ড দুটো দস্তানা। পিছনে সাদা সার্টের ঝুল বেরিয়ে আছে। উঠনে যে খেলা ভেঙে গিয়েছিল সেটা এখন চলেছে গলিতে। দর্শকরা ফুটপাথে ভীড় করেছে, কেউবা জায়গা নিয়েছে বন্ধ স্টলের কাউন্টারের ওপর। একটি মেয়ের

কোলে বছরখানেকের একটা বাচ্চা। বাচ্চাটা সামনের একটি ছেলের মাথায় ঝুমঝুমি দিয়ে টোকা দিচ্ছে আর খেলোয়াড়দের চেয়ে চেয়ে দেখছে।

কাছেই একটা বড় গেট নজরে আসছে। তার ওপর লাল কাপড়ের ফালিতে সাদা রঙে লেখা 'সহর পাইওনিয়র ৭ নম্বর ক্যাম্প'।

হঠাৎ দর্শকেরা প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল: বলটা প্রায় দুধের ভাঁড়টাকে উলটে চলে গেল গোলের একটা টুপির ওপর দিয়ে।

'গোল!' চেঁচিয়ে উঠল 'ঝঞ্ঝা' দলের ছেলেরা।

স্তিওপা হুইস্‌ল্‌ বাজাল।

'গোল!' ঘোষণা করল সে। 'চার — শূন্য, "ঝঞ্ঝা" জিতছে।'

খাঁদা নাক আর উস্কোখুস্কো চুল তিমশা ছুটে গেল রেফারির কাছে।

'গোল মানে?' চেঁচিয়ে উঠল সে। 'কখখনো না! বল গেছে এখান দিয়ে!' তিমশা টুপির উপর হাত দেখাল। 'গোল পোষ্টে লেগেছে, গোল হয়নি।'

রেফারি ইতস্তত করে মাথার পেছন চুলকে বলল:

'ঠিক বলেছিস। আমারি ভুল। ওটা গোলপোষ্টে লেগেছে। তিন — শূন্য।'

গম্ভীর, কালো-চুল ছেলেটা ক্যাপটেন। নাক পর্যন্ত টুপি টেনে ধীরে ধীরে রেফারির দিকে এগিয়ে এল।

'চালাকি পেয়েছিস, তাই না? বললি গোল আর এখন হয়ে গেল গোলপোষ্ট। এই নে!' বলেই রেফারির মাথার পিছনে জোর ঘুষি লাগাল।

কেঁদে ফেলল রেফারি। তিমশা ছুটে গেল ক্যাপটেনের কাছে। 'কী ব্যাপার? ওকে মারলি যে?'

'ও বাজে কথা বলছিল।'

'ও রেফারি। ওর ওপর তম্বি করছিস কেন?'

তিমশা ক্যাপটেনকে এক ধাক্কা মারাতে সে গোলরক্ষকের গায়ে ঢলে পড়ল, দুধের ভাঁড় গেল উলটে। ল্যাজ গুটিয়ে কুকুরটা দৌড় লাগাল। মারামারি সুরু হয়ে গেল খেলোয়াড়দের মধ্যে।

তিমশা আর গোলরক্ষক পরাস্ত ক্যাপটেনের উপরে চেপে বসে সমানে ঘুষি চালাতে লাগল:

'আর তম্বি করবি? আবার করবি?'

বরিস এসে গেল ঘটনাস্থলে। বলল, 'এই, থামা এসব!'

তিমশা ফিরে দেখে ক্যাপটেনকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে ফুটল হাসি। লড়াই শেষ। সবাই বলে উঠল, 'বরিস ফিরেছে! থাম্ সব।' ছেলের দল বরিসকে ঘিরে ধরল।

উত্তেজনায় আর ক্লান্তিতে অস্থির, উস্কোখুস্কো চুল আর ধুলোয় ভর্তি সবাই। গোলরক্ষক এক পায়ে দাঁড়িয়ে অন্য পায়ের থেঁৎলা আঙুল টিপছে।

'কী দৃশ্য!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল বরিস।

'ওটা ছিল রেফারির বল,' কে একজন বলল বিব্রত হয়ে।

বরিস এমনভাবে চাইল, যেন ছেলেরা অন্যায় করেছে।

'কী দৃশ্য!' আবার বলল সে।

তিমশার গায়ে লাগল কথাটা।

'তুই কেন এত ... খেলাধুলো ভালো জিনিস, একথা তুই তো জানিস।'

বরিস কাছে এসে তিমশার চোখ বরাবর চাইল।

'আর ডামি যখন তোর হয়ে গ্রামার শেখে সেটাও ভালো বোধ করি?' খুব ধীরে ধীরে বলল সে।

তিমশা চোখ পিটপিট করতে লাগল। 'আর জানালা ভাঙা, মাশা পিসীর মোরগ খতম করা!' গলা চড়াল বরিস।

তিমশা হটে গিয়ে গা ঢাকা দিল কয়েকটি ছেলের পিছনে, ফিসফিসিয়ে বলল একজনকে:

'দেখ মজা! এসেছে সবে কিন্তু জানে সবকিছু!'

বরিস খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে কমান্ডারের মতো হুকুম দিল:

'তিমশা, আয় এখানে!'

তিমশা লাফিয়ে সামনে এসে এ্যাটেনসন হয়ে দাঁড়াল।

'দাঁড়িয়েছি!'

'সার বাঁধ উপদল!'

'সার বাঁধ, সার বাঁধ!'

ছেলেরা লাইন করে দাঁড়াল। বরিস পরীক্ষা করল ছেলেদের।

'সহর পাইওনিয়র ক্যাম্প, ফরওয়ার্ড মার্চ!'

ছেলেরা কায়দাদুরস্তভাবে এগিয়ে চলল গেটের দিকে। গোলরক্ষক এক পায়ে লাফাতে লাফাতে আসতে লাগল তাদের পিছু পিছু।

'এই খেলার কী হবে?' 'ঝঞ্ঝা'র ক্যাপটেন জিজ্ঞেস করল চেঁচিয়ে।

'যা, একা একা খেল গে!' তিমশা জবাব দিল।

'ভয় পেয়েছিস, তাই না?'

'দুয়ো দুয়ো!' চেঁচিয়ে উঠল 'ঝঞ্ঝা'র পক্ষীয়রা।

'তোদের মাঠ থেকে বার করে দিয়েছে, ছি ছি!' সানন্দে লাফাতে লাফাতে চেঁচিয়ে ওঠে চ্যাংড়ার দল।

'খেলার ফল কী?' জিজ্ঞেস করল বরিস।

'চার — শূন্য,' তিমশা জবাব দিল বিমর্ষভাবে।

বরিস বেগ কমিয়ে বলল:

'নাম ডুবিয়েছিস তাহলে?'

'এই "ঝঞ্ঝা" দল সবাইকে হারাচ্ছে। এর ক্যাপটেনের ভাই একজন পাকা ফুটবল খেলোয়াড়। সে ওদের খেলা শেখায়।'

'দুয়ো দুয়ো!' চেঁচাতে লাগল ফুটবল-ভক্তেরা।

বরিস চিন্তা করতে লাগল।

'উপদল থাম!' হঠাৎ হুকুম দিল সে।

থামল উপদল।

'দ্বিতীয় উপদল হেরে কখনো মাঠ ছাড়েনি। ফিরে দাঁড়া!'

পিছনে মার্চ করে চলল উপদল। এবার গোলরক্ষক সবার সামনে চলল লাফিয়ে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তানিয়া আর লিওভা ফিরে-আসা ছেলেদের

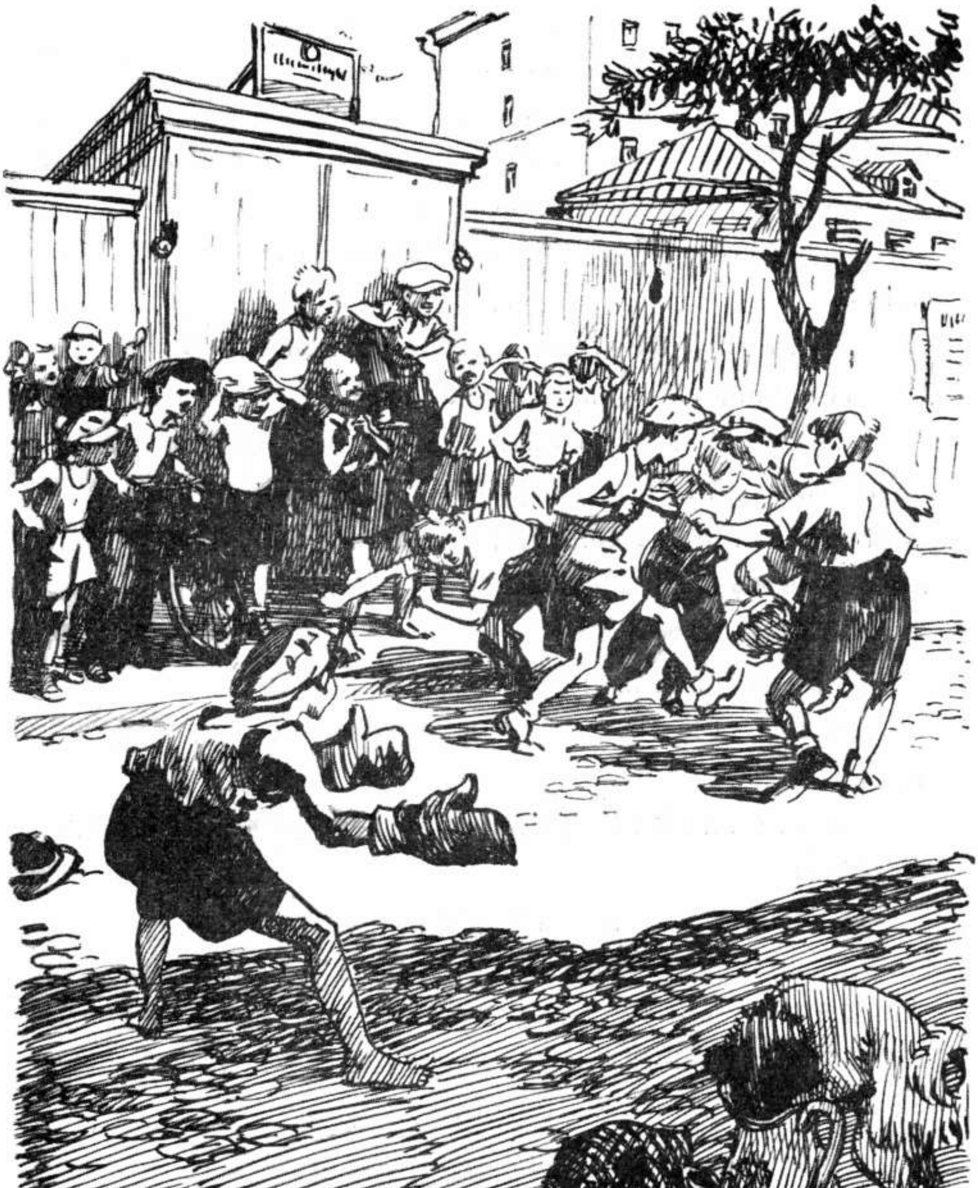

হতবুদ্ধি হয়ে দেখতে লাগল। পথ-চলতি এক যুবক থামল কাছেই। মাথার চুল কালো, পুরু ভ্রূর নীচে বাদামী চোখ। সকৌতুকে সে একবার পাইওনিয়র ক্যাম্প আর একবার ছেলেদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। পাতলা ঠোঁটদুটো শক্ত করে চাপা, স্পষ্টই হাসি চাপবার চেষ্টায়।

ছেলেরা আবার নিজের নিজের জায়গা নিল। দর্শকেরা সানন্দে চেঁচাতে লাগল।

গোলরক্ষক এক পায়ে লাফাতে লাফাতে এল বরিসের কাছে।

'বরিস! আমি খেলতে পারছি না। পায়ে ব্যথা।'

'ঠিক আছে, আমি খেলব। জায়গা নে সবাই। খেলা সুরু কর, রেফারি!'

স্তিওপা হুইসিল বাজাল, সুরু হল খেলা। দাঁতে হুইসিল চেপে তীক্ষ্ণ নজরে দেখতে লাগল সে। হঠাৎ একটা হাত ওর মুখ থেকে হুইসিল ছিনিয়ে নিল। ক্রুদ্ধ ও দৃঢ়-প্রত্যয় তানিয়া এসে দাঁড়াল ওর সামনে।

'চলে আয়!'

'একটু দাঁড়া তানিয়া ... একটু।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' হাতে ধরে তানিয়া ওকে ক্যাম্পের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

দেখা গেল মিলিশিয়ার একজন লোক আসছে। শব্দ উঠল তীক্ষ্ণ হুইসিলের।

'এই "স্পার্তাক" — "দিনামো",* এটা কি স্টেডিয়াম পেয়েছ?'

খেলোয়াড় আর দর্শকেরা যে যেদিকে পারল ছুট মারল। লিওভা কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাদের পেছনে চলে গেল। তরুণটি চেয়ে রইল খেলোয়াড়দের দিকে। তারপর সেও কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলল দৃঢ় পদক্ষেপে ক্যাম্প গেটের দিকে। এইমাত্র ওই গেটের ভিতর তানিয়া আর স্তিওপা অদৃশ্য হয়েছে।

* 'স্পার্তাক' — 'দিনামো' — সোভিয়েত ইউনিয়নের জনপ্রিয় দুটো ফুটবল টিম।

পাইওনিয়র ক্যাম্প একটা পার্ক। চারপাশে ছড়ান গাছ, ফুল ফুটে আছে। একটা পথে তানিয়া দেখতে পেল বছর বিশেকের সোনালি চুল একটি মেয়েকে, গলায় লাল টাই। কমবয়েসী শিক্ষিকা, বেশ ভারিক্কি গোছের। পাশে একজন মোটাসোটা লোক, হাতে একটা মোটা পোর্টফোলিও।

'ওলগা, শেষ পর্যন্ত ওকে আমি পাকড়াও করে এনেছি,' স্তিওপাকে সামনে টানতে টানতে বলল তানিয়া।

'তানিয়া, তোর প্রথমেই "নমস্কার" বলা উচিত,' শান্তভাবে কিন্তু জোর দিয়ে বলল ওলগা। তারপর পোর্টফোলিও হাতে লোকটির দিকে ফিরে বলল, 'আমার বোন, বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করে।'

'নমস্কার,' বলল তানিয়া। 'ওরা আবার একটা জানালা ভেঙেছে। বরিস ফিরে আসতে না আসতে ওদের সঙ্গে বল পিটোচ্ছে।'

'বরিস, সত্যি?'

'হ্যাঁ, আমি ওদের সামলাতে পারছি না। তুই একটা কিছু কর।'

'বেশ! আজ সন্ধ্যেবেলা বরিসের সঙ্গে কথা কইব। আর স্তিওপা, আজ সকালে ফের তুই ক্যাম্পে আসিসনি।'

'এখানে একঘেয়ে লাগে,' খুব আস্তে আস্তে বলল স্তিওপা।

মেয়েটি ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলল:

'আমার তো একঘেয়ে লাগে না, তোর লাগে কেন?'

স্তিওপা চুপ।

'কারণ তোর মধ্যে শৃঙ্খলা নেই, বুঝলি?'

'হ্যাঁ,' ফিসফিস করল স্তিওপা।

'এই ক্যাম্প বানাবার জন্যে সরকার আর সহরের কর্তৃপক্ষরা পয়সা বা চেষ্টার কসুর করেনি, যাতে তুই গ্রীষ্মটা দিব্যি এখানে বুদ্ধিমানের মতো কাজে লাগাতে পারিস। সে সব কিচ্ছু নয়... তোর লজ্জা হওয়া উচিত, স্তিওপা! তোর খুবই... ও!' হঠাৎ একজন শ্রোতা দেখতে পেয়ে সে বিব্রত হয়ে বলে উঠল। ওর সঙ্গে আগেই ফুটপাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। 'নমস্কার, কমরেড দ্রজ্‌দভ!

আসন্ন পরিচয় করিয়ে দিই, ইনি "দিগান্ত" কারখানার ট্রেড ইউনিয়ন কমিটির চেয়ারম্যান, কমরেড পেরেভালভ।'

'আমাদের আগেই পরিচয় হয়েছে, ওলগা ভ্লাদিমিরভনা,' স্মিত হেসে বলল পেরেভালভ।

তানিয়া স্তিওপাকে এক পাশে টেনে কানে কানে বলল:

'জানিস ও কে? জেলা কমসমোল কমিটির স্কুল আর ইয়ং পাইওনিয়র সেক্‌সনের প্রধান। ওকে তোর সব কথা বলব, তখন টের পাবি মজা।'

বড়দের দল ধীরে ধীরে ক্যাম্পের মাঝখানে এগন্নচ্ছে। তানিয়া পিছনে। স্তিওপা ভয়ে ভয়ে দ্রজ্‌দভকে দেখে পাশ কাটাচ্ছে। হঠাৎ মোড় ঘন্নরে সটান ঢুকে পড়ল ঝোপের মধ্যে।

'কী খবর সব এখানকার?' জিজ্ঞেস করল দ্রজ্‌দভ।

ওলগা কিঞ্চিৎ উত্তেজিত। ভারিক্কি এবং করিৎকর্মার ভাব দেখাতে চায়। কথা কইছে তাড়াতাড়ি একটু তুতলিয়ে:

'এখন পর্যন্ত সবকিছন্নই ঠিকঠাক চলেছে, কমরেড দ্রজ্‌দভ ... সবকিছন্নই সন্চীমতো করছি ... সমগ্র পদ্ধতি ...'

'সন্চী?' দ্রজ্‌দভ অবাক বোধ করল।

'হ্যাঁ, তাই। কাজকর্মের পদ্ধতি সন্চী অনন্যায়ী চলছে। অসন্নবিধে আছে, অবশ্য। কিন্তু কমরেড পেরেভালভ আমাদের সবকিছন্নতে সাহায্য করছেন।'

শন্নতে শন্নতে দ্রজ্‌দভ প্রথমটায় ওলগার মন্নখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল তারপর ওর ঠোঁটে ফুটে উঠল মন্দন্ন হাসি। পেরেভালভও আলোচনায় যোগ দিল।

'কমরেড দ্রজ্‌দভ,' বলল সে, 'আপনি তো কাজের খাতিরে আর সব পাইওনিয়র ক্যাম্পে যান। বলন্ন তো বাইরেকার সাজসজ্জার দিক থেকে আমাদের ক্যাম্প অন্যগন্নলির সমকক্ষ কি না? নাকি এর চেয়ে ভালো কিছন্ন আপনার নজরে পড়েছে?' বিভিন্ন রঙের ছোট ছোট নিশান আর রন্নশ রন্পকথার ছবি দিয়ে সাজান বীথিকা বরাবর তাকাল সে।

'সাজসজ্জা অবশ্যই প্রচুর এখানে,' স্বীকার করল দ্রজ্‌দভ।

পেরেভালভ বেজায় খুশি।

'হ্যাঁ, তেমন খারাপ কিছু নয়! আমাদের উদ্দেশ্য — সবকিছু শিশুদের জন্যে! যা কিছু সেরা তাই ওদের। দেখুন ঐ ছোট্ট সুন্দর গ্রীষ্মের ঘরটা!'

ওরা এগিয়ে এল ছোট্ট সুন্দর গ্রীষ্মাবাসের কাছে। এখানে মেয়েরা এক বৃদ্ধার কাছে সূচিশিল্প শেখে।

'সূচিশিল্পের দল! গড়পড়তা বিশ জন করে হাজির হয়,' বুঝিয়ে বলল ওলগা।

দ্রজ্‌দভ নিঃশব্দে আড়চোখে চেয়ে দেখল ওকে।

'আর এই প্যাভিলিয়নটা কী সুন্দর, তাই না? এক নামজাদা শিল্পী এর নক্সা করে দিয়েছেন!' সাগ্রহে বলল পেরেভালভ।

'বাচ্চারা এখানে বই পড়তে পারে বা চুপচাপ কিছু খেলতে পারে,' বুঝিয়ে দিল ওলগা।

প্যাভিলিয়ন নিঃশব্দ। কয়েকটি ছেলে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। দুজনে দাবা খেলছে। একটি ছেলে খেলা থেকে মাথা তুলে বেজার মুখে দ্রজ্‌দভকে দেখে নিয়ে আবার চিন্তায় ডুব দিল।

'খেলাধুলোর ব্যাপার কি?'

'জায়গা নেই যথেষ্ট, কমরেড দ্রজ্‌দভ। ঐ জন্যেই যত ভাবনা,' বলল পেরেভালভ। 'অবস্থা বিধায় আমরা শুধু ফ্যান্সি কটেজ বসিয়েছি ওখানে। ঐ দেখুন! এতে কিছু কম খরচা হয়নি। কিন্তু শিশুদের জন্যে কোনটাই বা না করতে পারি আমরা? আমাদের ভবিষ্যৎ ওরা, তাই নয় কি কমরেড দ্রজ্‌দভ?'

দ্রজ্‌দভ ঘরটার ভিতরে উঁকি দিল। ছোট ছোট আসবাবপত্র দিয়ে সাজান। ছোট্ট বিছানায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একটি মোটা ছেলে। দ্রজ্‌দভ এগিয়ে চলল। বলল:

'খুবই শান্তির জায়গা, সত্যি।'

'ও, এখানকার শৃঙ্খলা উঁচু দরের, কমরেড দ্রজ্‌দভ। একটা মাছিও ভনভন করতে পায় না।'

'চারপাশে বিশেষ ছেলেপুলে দেখছি না কিন্তু,' দ্রজ্‌দভ ওলগার দিকে চাইল।

ওলগা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল:

'হ্যাঁ, ঐটেই আমাদের দুর্ভাগ্য, কমরেড দ্রজ্‌দভ। ফিল্ম, কনসার্ট বা ঐ রকম কিছু থাকলে বেশ ভিড় হয়।'

'আর যখন বিশেষ কিছু থাকে না তখন?' জিজ্ঞেস করল দ্রজ্‌দভ।

'পাস্ কর আমাকে, মার ওখান থেকে, লিওসা, এই লিওসা! আমার কাছে লোক নেই!' গলিতে ফুটবল চলেছে পুরো দমে।

বরিস সামনে ছিটকে পড়ে গেল, বল ঢুকল গোলে।

'গোল!' চেঁচিয়ে উঠল দর্শকরা। 'সতের—দুই, জিতছে "ঝঞ্ঝা"।'

'যখন বিশেষ কিছু থাকে না, হাজিরা সাংঘাতিক কমে যায়, কমরেড দ্রজ্‌দভ,' হতাশভাবে বলে চলল ওলগা। 'এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমরা শিক্ষকরা ক্যাম্পে সব ছেলেদের উৎসাহ উদ্রেক করতে পারিনি। আমরা ...'

দূরে কারখানার সিটি বেজে উঠল। দ্রজ্‌দভ ঘড়ি দেখল:

'আমি দুঃখিত, কিন্তু একটা বেজে গেছে। যেতে হবে আমাকে। কমিটিতে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আপনি তো জানেন ওলগা ভ্লাদিমিরভনা, কাল এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আলোচনা করা যাবে কী করে ক্যাম্পে সব ছেলেদের উৎসাহ উদ্রেক করা যায়।

'ধন্যবাদ, কমরেড দ্রজ্‌দভ।'

'এদিক দিয়ে কমিটিতে যেতে পারব কি?'

'নিশ্চয়ই। ঐ পোড়ো জায়গাটার পাশ দিয়ে নদী বরাবর পুল পেরিয়ে।'

'ধন্যবাদ।'

দ্রুজ্‌দেভ রাস্তার উলটো দিক থেকে পোড়ো জায়গার কাছে হাজির হল। জায়গাটা গর্ত আর যত রাজ্যের আবর্জনায় ভর্তি। দ্রুজ্‌দেভ একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে থামল, তারপর চারপাশ দেখে নিয়ে বিড়বিড় করে 'জায়গা নেই' বলে আবার চলতে লাগল।

'গোল!' ভেসে এল বিষম চিৎকার।

'গোল!' গলির ভিতর থেকে গর্জন উঠল খেলা-পাগল ছেলেদের। 'আঠার — দুই. "ঝঞ্ঝা" জিতছে!'

'যথেষ্ট হয়েছে! খেলা শেষ! লাইন বাঁধ!' 'ঝঞ্ঝা'র ক্যাপটেন ডাক দিল নিজ দলের খেলোয়াড়দের। তারা লাইন বেঁধে দাঁড়াল।

'না, শেষ হয়নি খেলা! আরও কিছুক্ষণ চালাব!' ভয়ঙ্কর চেঁচিয়ে উঠল বরিস।

'ঘাবড়ে গেছে। দুয়ো!' ঠাট্টা করল তিমশা।

'মোটেই ঘাবড়াইনি। আমরা একটা নিয়ম মেনে চলি। দিনে এক ঘণ্টার বেশী খেলি না।' বুঝিয়ে দিল 'ঝঞ্ঝা'র ক্যাপটেন। নিজের দলের দিকে ফিরে বলল, 'ফরওয়ার্ড মার্চ! শ্বাস নে, শ্বাস ফেল! এক দুই. এক দুই!'

নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাল রেখে হাত তুলতে তুলতে ধীরে সুস্থে চলে গেল বিজয়ী দল।

'তোদের ওরা ভয় পেতে যাবে কেন? তোদের কি ওরা গো-হারান হারায়নি?' দর্শকরা হাসতে লাগল।

বরিস জ্বলজ্বলে চোখে চাইল নিজের দলের দিকে।

'কী লজ্জা! আঠার — দুই! এস. সার বাঁধ সব! আমরাও তালিম সুরু করব।'

'বরিস, আমি বাড়ি চললাম,' বলল লিওভা।

'বেশ! আধঘণ্টার মধ্যে যাচ্ছি আমি।'

সেদিন সন্ধ্যায় লিওভার ঘর। গাদা গাদা বই আর পুরোনো চায়ের কেতলি, বোতল প্রভৃতি দিয়ে তৈরী করা বহু যন্ত্রপাতি। টেবিলে বসে লিওভা বেতারযন্ত্রের অংশ জোড় লাগাচ্ছে। দরজায় কে যেন ধাক্কা দিল।

'এক সেকেন্ড,' লিওভা টেবিলে আটকান লেভার টানল।

হঠাৎ কী একটা সোঁ সোঁ করে ওঠার পর ঘ্যাড় ঘ্যাড় আওয়াজ উঠল। দরজার পাশে কুঁদোর সঙ্গে ঝোলান একটা ভারি জিনিস এল নেবে। দরজার একটা প্রকান্ড খিল একপাশে সরে গেল। দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা বাইরের দিকে। একটা চাপা আওয়াজ। বরিস কপাল ঘষতে ঘষতে ভিতরে ঢুকল।

দরজাটা বন্ধ হয়ে ধাক্কা মারল ওর মাথার পেছনে, খিলটা যথাস্থানে আসতে পাশে ধাক্কা খেল বরিস।

টেবিলের পাশে একটা ইজিচেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ল সে। অবসন্ন, মলিন আর উস্কোখুস্কো।

'এটা ক্ষার নয় নিশ্চয়ই,' টেবিল থেকে এক গ্লাস পরিষ্কার জল নিয়ে জিজ্ঞেস করল বরিস।

'না, ওটা ঝালা দেবার এসিড।'

চমকে উঠে বরিস গ্লাসটা রেখে দিল টেবিলে। লিওভা ওকে একটু জল এনে দিল।

'আট ঘন্টা ধরে তালিম দেবার পরও ওরা খেলতে শিখল না।'

'অদ্ভুত তুই, বরিস! সকালে ফুটবলের একেবারে বিপক্ষে আর এখন নিজেই ...'

'হ্যাঁ, এর কারণ এখন দেখছি আমাদের উপদলে খেলাধুলো বলে বিশেষ কিছু নেই।'

'তাতে কী ...' লিওভা আবার বেতার নিয়ে কাজ সুরু করল।

'তা হবে না। কাল সকালে আটটা থেকে তালিম সুরু করব। আদাজল খেয়ে লাগব, "ঝঞ্ঝা"কে হারাব, তবে ছাড়ব। তুইও আসবি। রিজার্ভে থাকবি।'

'উঁহু, আমি যাব না।'

বরিস লাফিয়ে উঠল।

'ও, এই তোর মনোভাব। উপদলের সম্মান তোর কাছে কিছুই না?'

'উপদলের মুখ রাখব আমি অন্যভাবে।'

'কী ভাবে?'

লিওভা ড্রয়ার থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে বরিসের হাতে দিল।

'পড়ে দেখ। এই এখানটায়।'

বরিস পড়ল:

' "অধ্যাপক শাপশ্নিকভ ও তাঁর সহকারী ইভানভ যৌথখামারের জন্য আল্ট্রা সর্টওয়েভ ব্যাণ্ডের একটা বেতারযন্ত্র বানিয়েছেন। ওঁরা কিছুদিনের মধ্যেই 'ক্রাসনি পাখার' রাষ্ট্রীয় খামারে রওনা হবেন, স্থানীয় পরিবেশে পরীক্ষা করবেন যন্ত্রটাকে।" বেশ, তাতে কী হল?'

'পাইওনিয়র ভবনে আমাকে এই সেটের একটা ডিজাইন দিয়েছে, আমি ওটায় জোড় লাগিয়েছি। এই দেখ!'

বরিস সকৌতূহলে ছোট বাক্সটার দিকে চাইল।

'এটা কাজ করে?'

'কাল করেছিল, কিন্তু আজ কী একটা গড়বড় হয়ে গেছে। টিউন করার সময় মাইকে কারও কথা বলা দরকার।'

বরিস সেটটাকে দেখতে লাগল।

'আমাদের উপদলের যদি এরকম সেট থাকে তাহলে বেড়ে হবে। তোকে সাহায্য করতে অনেক সময় লাগবে?'

'না, দশ মিনিটের বেশী না। তুই মাইকের সামনে জোরে জোরে গুনতে থাক, আমি রান্নাঘরে ধরব।'

বরিস বসে রইল মাইকের সামনে:

'তিন হাজার দুশ এক, তিন হাজার দুশ দুই ... লিওভা, আর কত দেরী? সকাল থেকে কিছু খাইনি।'

'দরজাটা খোল,' দরজার ওপাশ থেকে লিওভার গলা শোনা গেল।

বরিস লেভার সরিয়ে দরজার কলকৌশলকে কাজে লাগাল। লিওভা রিসিভার নিয়ে নিরাপদে ঘরে ঢুকল।

'ব্যাটারি শেষ। আবার চার্জ করতে হবে।'

'আচ্ছা, একটু চটপট কর। আমার দফা শেষ।'

'দু'মিনিটের ব্যাপার।' লিওভা রিসিভারের ভিতর থেকে ছোট ব্যাটারি বার করে জ্যামের বয়াম দিয়ে তৈরী রেকটিফায়ারের সঙ্গে ওটাকে যোগ করে দিল। 'এবার আমি রেকটিফায়ার চালু করব।'

তারটাকে প্লাগে লাগাতে বেরিয়ে এল এক গাদা স্ফুলিঙ্গ, কড় কড় আওয়াজ... পরে সবকিছু অন্ধকার।

'সর্ট-সার্কিট,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল লিওভা।

একটির হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি — ছেলেদুটিকে দেখা গেল বারান্দায়, চেয়ে আছে দেয়ালের অনেক উঁচুতে সেফটি প্লাগের দিকে।

'আমার কাঁধে চড়,' বলল বরিস।

লিওভা কোনরকমে ওর কাঁধে চাপল, কিন্তু টাল সামলাতে না পেরে আঁকড়ে ধরল বরিসের চুল।

'এই, কী করছিস, ছেড়ে দে! ব্যথা পাচ্ছি যে!' গোঁ গোঁ করে উঠে মেঝেতে নাবিয়ে দিল লিওভাকে। 'দাঁড়া! আমি ওপরে উঠছি।'

এবার বরিস চাপল লিওভার ঘাড়ে, কিন্তু লিওভা ওর চাপে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বরিস একটা গজাল ধরে ঝুলে থেকে পায়ের ওপর ভর দিয়ে পড়ল মেঝেতে।

'তুই একটা অপদার্থ!'

'মই আছে এখানে কোথাও। তা না নিয়ে কী বোকার মতো একজন আর একজনার ঘাড়ে চাপছি,' বলেই লিওভা রান্নাঘরে ঢুকল। সেখানে মেঝেতে কিছু একটা পড়ার শব্দ হল।

'ফেলে দিয়েছিস?' জিজ্ঞেস করল বরিস।

'হ্যাঁ, বোধহয় প্যারাফিন বার্ণারের ওপর ফেলে দিয়েছি।'

বরিস দৌড়ে গেল ওকে সাহায্য করতে।

আলো জ্বলে উঠল। বরিস নাবল মই বেয়ে।

'রেডিও নিয়ে কেরামতি না করে তোর একটু স্বাস্থ্য চর্চা করা দরকার, বুঝলি?'

'আরে, চুপ কর তো একটু। মানুষ ঘোড়া নয়। তার চাই মস্তিষ্ক, মাস্‌ল্‌ নয়।'

'বেশ, যা খুশি কর। আমার কাছে আর সাহায্য চাস না। বুঝলি? চললাম।'

বরিসকে দেখা গেল নিজের ফ্ল্যাটের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে। শাপশ্‌নিকভের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে অদ্ভুতাকৃতি ছোট্ট একটা বাক্স হাতে একজন লম্বা চওড়া-কাঁধ লোক দাঁড়িয়ে। বরিসকে দেখে চোয়ালের উঁচু হাড়ওয়ালা লোকটির স্মিত মুখে কিছুটা উদ্বেগ ফুটে উঠল। হঠাৎ সে টুপিটা একটু নামিয়ে দিয়ে কোটের কলার তুলে দিল। বরিস আড়চোখে তাকে দেখে নিজের ফ্ল্যাটের দরজা খুলল।

পা টিপে ঘরে ঢুকল সে। বিছানার পাশে আলো জ্বলছে। ওলগা ঘুমিয়ে আছে।

'আমি বরিসের ওপর আমার প্রভাব বিস্তার করব,' ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করল সে।

বরিস ঢুকল আর এক ঘরে। স্তিওপা আর তানিয়া ঘুমোয় এখানে। স্তিওপা ঘুমের মধ্যে কম্বলের ভেতর লাথি ছুঁড়ে চেঁচিয়ে উঠল:

'আমাকে মের না! চার — শূন্য!'

বাক্স হাতে লোকটির জন্য দরজা খুলে দিলেন প্রফেসর শাপশ্‌নিকভ।

'এস এস, ইভান সের্গেয়েভিচ। তোমাকে পেয়ে খুশি হলাম। কলার উলটোন কেন? বাইরে তো গরম।'

'ছেলেদের কাছ থেকে গা ঢাকা দিচ্ছিলাম, মিখাইল পেত্রোভিচ।'

'মানে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর। হলে ঢুকলেন ওরা।

'বাচ্চারা আমাকে সব সময় রেহাই দেয় না। নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড় হলে আর রক্ষে নেই।'

'ও, ফুটবল খেলোয়াড়! দুঃখিত, কেবলি ভুলে যাই ... কী বলে গিয়ে ... তোমার নেশা। আচ্ছা, এনেছ জিনিসটা?'

'এই যে প্রফেসর!' নবাগত বাক্সটি রাখল টেবিলের ওপর।

প্রফেসর ঢাকনা খুললেন। একটা পোর্টেব্‌ল্‌ রেডিওসেট।

'খুব ভাল,' ধীরে ধীরে বললেন অধ্যাপক। 'পরীক্ষা করেছ?'

'হ্যাঁ, কাল সকালে ল্যাবরেটরি থেকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।'

'খুব ভালো। আর দেরী না করে রাষ্ট্রীয় খামারে যাওয়া যাক।'

'মিশা, চটপট কর! চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে,' য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনার গলা শোনা গেল।

প্রফেসর যুবকটিকে খাবার ঘরে নিয়ে গেলেন।

'য়েলেনা, এ আমার প্রাক্তন ছাত্র। এখন সহকর্মী ইভান সের্গেয়েভিচ ইভানভ। আর এই আমার ভাইঝি গালিয়া।'

'কাকাবাবু! ইনি তো "স্‌ভিয়াজিস্ত"এর রাইট উইঙে খেলেন।' ফিসফিস করে বলল গালিয়া।

'বাঃ বেশ বলেছ, গালিয়া। তবে ফিসফিসানিটা অভদ্রতা।'

টেবিলে বসে থেকে ইভানভ পকেট হাতড়াল।

'কালকের খেলার তিনখানা টিকেট আছে আমার। যাবেন নাকি আপনারা?' জিজ্ঞেস করল ইভানভ।

গালিয়া আনন্দে নেচে উঠল:

'কী মজা! "স্‌ভিয়াজিস্ত"এর সঙ্গে "মেদিক"এর ম্যাচ।'

'হ্যাঁ,' ইভানভ ওকে টিকেটগুলো দিল। 'আপনিও আসবেন তো প্রফেসর?'

'আমি? এ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ ... আমি। ধন্যবাদ তোমাকে। সত্যি বলতে কি?..'

'আমাদের যথেষ্ট দেখা হয়েছে, ইভান সের্গেয়েভিচ,' শুকনোভাবে কথাটা বললেন য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা। 'ফুটবল আর সহ্য হয় না।'

'হ্যাঁ, ওদের কাজ হল বল মেরে আমাদের জানালা ভাঙা। বড়ই বিরক্তিকর।'

'ছেলেরা আপনাদের অস্থির করে তুলেছে বুঝি?' জিজ্ঞেস করল ইভানভ।

'এ হল "বিস্ফোরণ" আর "ঝঞ্ঝা" টিমের কাজ,' গালিয়া বিশদ করে বলল।

'টিকেটের জন্যে ধন্যবাদ তোমাকে ইভান সের্গেয়েভিচ্,' বললেন য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা। 'বাচ্চারা দৌড়ঝাঁপ করবে সেটা স্বাভাবিক, তাই বলে যাদের বয়েস হয়েছে তারা এ ধরনের ...'

'হুঁ, য়েলেনা!' গলা খাঁকারি দিলেন প্রফেসর।

'কী?'

'চিনির পাত্রটা দাও তো।'

'সামনেই তো আছে। হ্যাঁ, বড়রা এ রকম মুখ্যুর মতো কাজ করবে এটা সত্যিই দেখবার আমার ইচ্ছে নেই।'

'উঁহুঁহুঁ ... হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি বড় বেশী কড়া, গিন্নি।' প্রফেসর বললেন তুতলিয়ে। 'কখনো এমনকি ... উঁহুঁহুঁ ... রীতিমত উপযুক্ত সম্মানী লোকরা ফুটবল খেলে।'

'বাজে কথা। তোমার এই উপযুক্ত লোকদের কেউ কোনদিন নেমন্তন্ন করবে না — যাদের অন্তত আত্মসম্মান আছে। গালিয়া, কী হল তোর? আমার মোজা ছিঁড়বি যে।'

ইভানভ গালিয়ার দিকে চেয়ে হেসে চোখ টিপল। তারপর নোটবুক বার করে বলল:

'কী যেন নামদুটো? "বিস্ফোরণ" আর "ঝঞ্ঝা"?'

'হ্যাঁ,' বিব্রত গালিয়া জবাব দিল।

ইভানভ কী সব লিখে য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনার দিকে তাকিয়ে বলল:

' "বিস্ফোরণ" আর "ঝঞ্ঝা"র হাত থেকে আপনাকে উদ্ধার করলে আমাকে নেমন্তন্ন করবেন তো?'

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা অবাক হয়ে চাইলেন ওর দিকে।

লিওভার ঘরে জানালার তাকে পাখিশুদ্ধ একটা খাঁচা। একটা বেড়াল খাঁচার কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে, চেয়ে আছে ক্ষুধার্তভাবে।

লিওভা খাঁচা খুলে পাখিটাকে বার করে তার মধ্যে বিড়ালটাকে পুরে দিল। বিড়ালটা সুরু করল মিউমিউ। লিওভা মাইক্রোফোন বসাল খাঁচার সামনে।

'ইঁদুর ধরতে যখন এক আলসেমি তখন রেডিও ঘোষকের কাজ কর,' বলল লিওভা। রিসিভার নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল সে।

বিড়ালটা তারস্বরে মিউমিউ করতে লাগল।

মিখাইল পেত্রভিচ উত্তেজিত হয়ে পড়ার ঘরে পায়চারি করছেন:

'অত্যন্ত বিশ্রী ... সত্যি ... ভারি বিশ্রী। আমি ... আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আর তুমি ... উঁহুঁহুঁ!'

'হায় ঈশ্বর!' য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা রেগে বললেন, 'কী করে জানব বল?

ওকে দেখে মনে হল দিব্যি ভদ্র ছেলে। তা ও যে আবার ফুটবল খেলে সে কথা কে জানত বাপু!'

ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে। মিখাইল পেত্রভিচ পোর্টেব্‌ল্‌ বেতার সেট তুলে পায়চারি করতে করতে গালিয়াকে বললেন:

'হ্যাঁ গালিয়া, আমার আর ইভান সের্গেয়েভিচের যুক্ত চেষ্টায় অদূর ভবিষ্যতে একটা আশ্চর্য জিনিস সম্ভব হবে। ধর তোমার বান্ধবীদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছ, সঙ্গে আছে এই সেটটি। বাড়ি ফেরার পথে তুমি আধপাউন্ড মাখন কিনে আনবে পিসী তোমাকে এ কথা বলতে চান। নিজের সেটে তিনি বোতাম টিপলেন আর তোমার সেটে তুমি একটা গর্‌র্‌র্‌ আওয়াজ শুনতে পেলে, যেখানেই থাক না কেন সে সময়,' এই বলে মিখাইল পেত্রভিচ টেলিফোন রিসিভারের বোতাম টিপলেন আর ...

... লিওভার সামনে রিসিভার থেকে একটা পরিষ্কার গোঁ-ওঁ-ওঁ শব্দ ভেসে উঠল।

লাফিয়ে উঠে একেবারে থ' মেরে রিসিভারের দিকে চেয়ে রইল লিওভা। তারপর সেটাকে তুলে নিয়ে ছুটে ফিরে গেল ঘরে। বেড়ালটা তখনো মিউমিউ করছে।

কানে রিসিভার লাগিয়ে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছেন প্রফেসর। হতবুদ্ধি দেখাচ্ছে তাঁকে।

'উঁহুঁহুঁ ... গালিয়া সোনা, শোন দেখি একবার। আমি কী ভুল শুনছি? অথবা ... একটা বেড়াল যেন মিউমিউ করছে।'

গালিয়া রিসিভার তুলে এক সেকেন্ড থেমে বলল:

'হ্যালো!'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো!' উত্তেজনার সঙ্গে মাইকটাকে ঠোঁটের কাছে ধরে চেঁচিয়ে উঠল লিওভা।

লিওভার এলার্ম ঘড়িতে এগারটা বাজতে পঁচিশ।

প্রফেসরের ডেস্কে পুরোনো ব্রোঞ্জের ঘড়িটায় এগারটা বেজে পাঁচ। মিখাইল পেত্রভিচ রিসিভার কানে ধরে আর্মচেয়ারে বসে আছেন।

'প্রিয় বৎস! অতি অবশ্য কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে আনন্দ পাব, ঐ সঙ্গে তোমার সেটটাও দেখব,' বললেন তিনি।

পরের দিন সকাল। বরিসের ফ্ল্যাট। ওলগা টেবিলে বসে কফি খাচ্ছে আর চিঠি লিখছে:

'...আর বরিসের কথা কী বলব মা, সে যে ক্যাম্পে যেতে রাজী নয় শুধু তাই নয়, উলটে অন্য ছেলেদের টেনে নিয়ে যায় ফুটবলের নেশায়। আশা করছি একটা ঠিক ঠিক মাষ্টার-সুলভ পদ্ধতি নিয়ে তার কাছে এগুতে পারব।

তোমার আদরের ওলগা।'

চিঠি শেষ করে ওলগা ঢুকল পাশের ঘরে। বরিস তখনও ঘুমোচ্ছে। তানিয়া ঘরদোর ঠিক করছে আর স্তিওপা ঘুর ঘুর করছে। ওলগা এল বরিসের বিছানার কাছে:

'বরিস!'

বরিস ঘুমের ঘোরে কী যেন বিড়বিড় করল।

'তানিয়া!' ফিসফিস করে স্তিওপা, 'ওলগা কি এখন বরিসের ওপর তার প্রভাব বিস্তার করবে?'

'হ্যাঁ। বিরক্ত করিস নে!' তানিয়া ফিসফিসিয়ে উঠল।

'ওঠ বরিস!' ওলগা ডাক দিল।

আড়মোড়া ভেঙে বরিস চোখ খুলল, হেসে করমর্দন করল ওলগার সঙ্গে:

'হ্যালো ওলগা! কাল সকালে এসেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত আমাদের দুজনার দেখাই হয়নি।'

ওলগা বিছানার একেবারে কিনারায় বসল খাড়া হয়ে, ভাবটা কঠোর।

'না বরিস, দেখা হয়নি,' অর্থপূর্ণভাবে বলল সে।

বরিস নিঃশব্দে চাইল ওর দিকে।

'দেখা হয়নি, তবে কালকেই তোর সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা ছিল,' ওলগা বলতে থাকে।

বরিসকে বেজার দেখাল। একটু অসন্তুষ্টির সঙ্গে বলল:

'বল।'

একটু থেমে মহা গাম্ভীর্যের সঙ্গে ওলগা বলল:

'বরিস, তুই কি পাইওনিয়র নস? জবাব দে আমাকে।'

বরিস বিছানায় বসে পোষাক পরতে লাগল।

'ভুল পথ,' বলে হাই তুলল সে।

' "ভুল পথ?" কী বলতে চাস তুই?' ওলগা টান হয়ে বসল।

'তোমার এই মাষ্টারির কথা বলছি। তোমার ইচ্ছে আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করা, কিন্তু তা না করে সুরু করেছ আজেবাজে প্রশ্ন।'

'কী বলছিস এ সব?'

'তুমি ভালো করেই জান আমি একজন পাইওনিয়র। স্তিওপার সঙ্গে এ রকম কথাবার্তা চালিও। আমি তো আর বাচ্চা নই। তেরো পেরিয়ে গেছি।'

ওলগা চট করে তানিয়া আর স্তিওপাকে দেখে নিল।

'তোরা দুজনাই যা তো এখান থেকে!' ওরা চলে যেতে বরিসের দিকে ফিরে ওলগা বলল, 'প্রথম কথা, বড়দের সঙ্গে এরকম কথা বলা ঠিক নয়, বরিস। দ্বিতীয়ত আমি তোর ওপর প্রভাব আনতে চাই না। শুধু বলতে চাই তুই যে বন্ধুদের পাইওনিয়র ক্যাম্প থেকে ভাগিয়ে নিচ্ছিস এটা পাইওনিয়রের উপযুক্ত

কাজ নয়। এই ক্যাম্প গড়তে রাষ্ট্র কত টাকা না খরচ করেছে আর তোরা কিনা জানালা ভেঙে বেড়াচ্ছিস। অবসর কাটাবার এই সুন্দর ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দিকে তোদের নজর নেই।'

বরিস মাথা চুলকোতে লাগল। 'জানালার কথা বলছ। খারাপ সত্যি। শোন তবে, ক্যাম্পে যদি তালিম নিই, কেমন হয়?'

রাগে ওলগা কাঁধ ঝাঁকাল:

'আবোল-তাবোল বকিস না, বরিস। তোর ফুটবল পিটবার জায়গা নেই আমাদের। এ ছাড়া আরও অনেক মজার ও প্রয়োজনীয় খেলা আছে। ধর দাবা, সতরঞ্চ ...'

'ও সব তো বাড়িতে বসেও খেলা যায়,' বরিসের স্বরে হতাশা।

'... সূচীশিল্পের কাজ ...'

'কোন উৎসাহ নেই।'

'গানের ক্লাশ ...'

'গলা নেই।'

'তাছাড়া প্রায়ই কনসার্ট আর বক্তৃতা হয়। যেমন আজই একটা খুব ভালো বক্তৃতা আছে: "শরীর চর্চা — স্বাস্থ্যের সোপান।"'

বরিস লাফ মেরে দাঁড়াল। পোষাক-পরা হয়ে গেছে।

'এই শরীর চর্চাতেই আমরা পিছিয়ে আছি। আমাদের বক্তৃতার দরকার নেই, দরকার ...'

দরজায় টোকা না মেরে তিমশা ঘরে ঢুকল।

'বরিস,' বলল সে, 'টিম ট্রেনিং-এর জন্যে তৈরী।'

'আসছি আমি।'

ছেলেরা ঘর ছেড়ে গেল।

'বরিস, ব্রেকফাস্ট খাবি না?' বলল তানিয়া।

'সময় নেই।'

'বরিস! শুনছিস তোরা!' কান্না-পাওয়া গলায় ডাক দিল ওলগা। 'শোন,

শোন একবার। আজ রাতে খুব মজার জিনিস আছে! খেলাধুলোর সঙ্গে একর্ডিয়নের বাজনা আছে। শুনলি!'

বাইরের দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ এল।

ওলগা দেয়ালে গিয়ে একটা ছবি দেখতে থাকে মন দিয়ে। কান্না পাচ্ছে। তানিয়া পা টিপে এগিয়ে আসে দিদির কাছে, ওলগার হাতে নিজের গাল ঘষে।

'চললাম আমি। ক্যাম্পের সময় হয়েছে,' শান্তভাবে বলেই ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে যায় ওলগা।

তানিয়া দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের মাঝখানে। বিষণ্ণ চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ দেখতে পেল স্তিওপা চুপি চুপি দরজার দিকে এগুচ্ছে, হাতে রেফারির হুইসিল।

'স্তিওপা, কোথায় যাচ্ছিস?'

'তানিয়া!' দৃঢ় প্রতিজ্ঞভাবে বলল স্তিওপা। 'আমার ওপর প্রভাব তুই বিস্তার করবি না। বরিসকে নিয়ে ওলগা পারেনি ...'

'কিন্তু আমি পারব!' তানিয়া স্তিওপার ঘাড় ধরে বাথরুমে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে দিল।

ওলগা এল উঠনে। বরিস দাঁড়িয়ে আছে ছেলেদের নিয়ে। ওলগা হঠাৎ আস্তে চলতে সুরু করল। কিছু বলতে চায় ছেলেদের। কিন্তু কী ভেবে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল গেট দিয়ে।

তিমশা বল মারতে চলেছে। প্রফেসরের ঘরের ভাঙা জানালার দিকে একবার চাইল সে।

'বরিস,' বলল সে, 'কাল আমরা জানালার কাঁচ ভেঙেছি।'

'এবার খুব সাবধান।'

'বেশ।' তিমশা বলে কিক করল, ওটা প্রফেসরের জানলার কাছাকাছি দেয়ালে লেগে ফিরে এল।

লিওভার বাড়িতে তৈরী জবরজং সেট ফ্যাক্টরিতে তৈরী মডেলের পাশে টেবিলের ওপর দাঁড় করান।

‘ভালো ফল পাওয়ার জন্যে প্লেটের ভোল্টেজ বাড়াতে হবে তোমাকে,’ বললেন প্রফেসর।

‘উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে, মিখাইল পেত্রভিচ।’

‘আমি খুশি যে আমাদেরই বাড়িতে এমন একজন যুবক আছে যে সত্যিকারের ভালো জিনিসে উৎসাহী। আর সবার মতো ...’

‘হ্যাঁ, যখন খুশি আসবে আমাদের কাছে,’ যোগ করলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা। ‘গালিয়া, তোর একজন বন্ধু হল। বেশ সিরিয়স ছেলে, ওদের মতো না...’

উঠন থেকে উত্তেজিত ছেলেদের চেঁচামেচি ভেসে এল।

‘আমাদের যুগের অভিশাপ,’ প্রফেসর বললেন লিওভার দিকে ফিরে। ‘জান, আমাকে কোন কাজ করতে হলে রাতে ছাড়া উপায় নেই।’

‘যদি ওরা ঠিকমতো খেলত,’ দুঃখ জানায় গালিয়া। ‘ওদের দেখলেই গায়ে জ্বর আসে।’

সাঙ্কেতিক যন্ত্রে আওয়াজ উঠল।

প্রফেসর রিসিভার কানে লাগালেন। ফুটবলের কথা কারও মনে রইল না। প্রত্যেকে চাইল প্রফেসরের দিকে।

‘হ্যালো, ইভান সের্গেয়েভিচ! আমাকে শুনতে পাচ্ছ? তোমার কথা আমিও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। সন্ধ্যায় আসবে হয়ত? কী? হ্যাঁ, তোমার সেই ফুটবল ম্যাচ। ভুলে যাই আমি। ইভান সের্গেয়েভিচ, কালকের জন্যে ক্ষমা কর আমাদের ... উঁহুঁহুঁ ... সত্যি ভারি বিশ্রী ... জান আমার স্ত্রীর মনটা ভারি ভাল কিন্তু কখনো সখনো ... কি বললে? না না, এটা “কিছুই না” নয়। জানি ও'র কয়েকটা মন্তব্য তোমার অপমানজনক মনে হয়ে থাকবে আর সত্যিই তা...’

‘ঢুকেছে রে!’ শোনা গেল বাইরে থেকে।

জানালা দিয়ে বল এসে পড়ল মিখাইল পেত্রভিচের মাথায়। সামান্য লাফিয়ে উঠে আবার রিসিভার মুখে ধরে শুকনো গলায় বলতে লাগলেন:

'দুঃখিত। একটু বাধা পেয়েছিলাম। বুঝলে কিনা, স্ত্রীর রূঢ় মন্তব্যগুলো তোমাকে বুঝিয়ে বলা দরকার ভেবেছিলাম। কখনো সখনো অবিশ্যি ওঁর কথা ঠিক মনে হয়। হ্যাঁ। না। সম্ভবত। আচ্ছা বিদায়, কমরেড ইভানভ।' প্রফেসর লিওভার দিকে ফিরে বললেন, 'কী সব কাণ্ড! কী সব কাণ্ড!'

লিওভা দৃঢ়ভাবে সেট তুলে নিয়ে বলল, 'আমি বন্ধ করব এসব। বলব ওদের।'

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা অসম্ভব গম্ভীরভাবে কোন কথা না বলে টুপি মাথায় দিয়ে কোট পরে বলটা বগলদাবা করলেন।

দেখা গেল তানিয়ার ফ্ল্যাটের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন তিনি। তানিয়া দরজা খুলল।

'আবার আমার স্বামীর ঘরে এই বল ঢুকেছিল, জানি না তোমার ভাই দলে ছিল কি না কিন্তু আমি ...'

'সকাল থেকে আমার ছোট ভাই বাড়িতে।'

'আমি মোটেই খেলতে যাইনি,' বাথরুমের দরজার ওপাশ থেকে বলে উঠল স্তিওপা। 'আমার দাদা বরিস আজ খেলছে।'

'বেশ। তুমি দেখছি সাহায্য করতে রাজী নও। যাই তবে মিলিশিয়ার কাছে।'

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা চলে গেলেন। তানিয়া বাথরুমের দরজা খুলে স্তিওপাকে ছেড়ে দিল।

'আটকে ভালো করেছিলি, তানিয়া। মিলিশিয়ার কাছে যাওয়ার চেয়ে বাথরুমে থাকা ভালো।'

তানিয়া স্তিওপার গলায় লাল পাইওনিয়র টাই বেঁধে বলল:

'ক্যাম্পে যা, কিন্তু খবরদার ওলগাকে বলিসনি যেন ওরা আর একটা জানালা ভেঙেছে। বুঝলি?'

'বুঝলাম। কিন্তু বলব না কেন?'
'ওর মাথা খারাপ করে দিবি এটা চাইনে। যা করবার আমিই করব।'

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা চটপট চলেছেন রাস্তা ধরে, এপাশে ওপাশে চাইতে চাইতে। স্পোর্ট রেশমী সার্ট আর সাদা ফ্ল্যানেলের প্যাণ্ট পরা একটি যুবক ওঁকে জিজ্ঞেস করল:

'মাফ করবেন। ছ' নম্বর বাড়ি কোনটা জানেন কি?'

'এরই পরেরটা। কাকে খুঁজছেন আপনি?'

'আমি ... কথাটা হল ... কয়েকজন ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। "বিস্ফোরণ" আর "ঝঞ্ঝা" টিম।'

'"বিস্ফোরণ" আর "ঝঞ্ঝা"? আসুন আমার সঙ্গে। আমিও ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

দু'জনা চলল এক সঙ্গে। যুবকটি রুমাল দিয়ে কপাল থেকে ঘাম মুছল, বলল:

'ওদের নিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়েছি।'

'আমিও তাই। একটা দুঃস্বপ্নের মতো!'

'বারটা দলকে এর মধ্যেই ভর্তি করা হয়েছে।'

'কোথায়?'

'আমাদের "স্ভিয়াজিস্ত" স্টেডিয়ামে ছেলেদের একটা ফুটবল বিভাগ

খুলেছি। লিস্ট শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের একজন খেলোয়াড় পীড়াপীড়ি করতে থাকে মস্কভ্‌স্কায়া স্ট্রীট থেকে যেন "বিস্ফোরণ" আর "ঝঞ্ঝা" টিমদুটোকে খোঁজ করে আনি। ওরা আমাদের জেলারও নয়।'

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা আস্তে আস্তে চলতে সুরু করলেন।

'থামুন একটু। কী এ সব? ফুটবল বিভাগ কীসের জন্যে?'

'বুঝলেন না? স্টেডিয়ামে ওদের অভিজ্ঞ তালিমদার শিক্ষা দেবে, এভাবে আর রাস্তায় বল ঠ্যাঙ্গাতে হবে না।'

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা থেমে গেলেন।

'মানে, ওরা এখন স্টেডিয়ামের জানালা ভাঙবে, আমাদেরটা আর নয়?'

'স্টেডিয়ামে জানালা নেই,' যুবকটি হাসতে থাকে।

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা এত চিন্তামগ্ন যে স্তিওপার সঙ্গে প্রায় ধাক্কা খেলেন তাও খেয়াল করলেন না। ভয় পেয়ে স্তিওপা উবু হয়ে বসে পড়ে ধীরে ধীরে সরে পড়ল।

'আসুন! এখনই ওদের বার করা চাই,' বলে উঠলেন য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা। কাছেই রাস্তার ওপর পায়চারি করা মিলিশিয়ার লোকটির দিকে টেনে নিয়ে গেলেন যুবকটিকে। 'কমরেড মিলিশিয়াম্যান, যে সব ছোঁড়ারা এখানে ফুটবল খেলে তাদের দেখেছেন এখানে?'

'ওরা আমাকে জ্বালিয়ে খেল! দৌড়ে পালিয়েছে পাইওনিয়র ক্যাম্পে।'

স্তিওপা রাস্তা পেরিয়ে ছুট মারল পাইওনিয়র ক্যাম্পের দিকে।

সহর পাইওনিয়র ক্যাম্প। চুপচাপ-খেলার প্যাভিলিয়নে চশমা-পরা বে-খেলোয়াড় চেহারা একজন লোকের বক্তৃতা শুনছে জন তিরিশেক ছেলেমেয়ে। একঘেয়ে সুরে সে বলছে:

'তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিয়মিত শারীরিক ব্যায়ামের সঙ্গে ঠিকমতো পথ্যাদি তোমাদের দেহতন্ত্রের সবচেয়ে দরকারী ক্রিয়াগুলির ওপর সুফল বিস্তার করে। এবার আমরা আলাদা করে প্রতিটি বিষয় ...'

ওলগা ও একজন বয়স্কা শিক্ষিকা কাছের একটা গলিতে পায়চারি করে নীচু গলায় কথা বলছিল। প্যাভিলিয়নের দিকে তাকিয়ে বয়স্কা বললেন:

'সত্যি বলেছ ভাই! হাজিরা বাড়াবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। এটা কলঙ্কের কথা: বত্রিশজন লোক। আমরা মিছিমিছি মাইনে নিচ্ছি!'

'আজই দ্রুজ্‌দভের সঙ্গে দেখা করব,' বলল ওলগা। হঠাৎ ওর নজর পড়ল পাশে, চোখ হল বিস্ফারিত। হেসে চেঁচিয়ে উঠল:

'দেখুন, এসে গেছে ওরা!'

বয়স্কা শিক্ষিকা চেয়ে দেখলেন একটু দূরে 'বিস্ফোরণ'এর পুরো দলটি দোলনায় বসে আছে।

'কী আশ্চর্য!' অবাক হয়ে উত্তেজনার চোটে বলে উঠলেন বয়স্কাটি। 'এরাই না সবচেয়ে একরোখা?'

'এ হল আমার কাজ!' সানন্দে বলল ওলগা। 'আমার ভাইয়ের সঙ্গে সারা সকাল কথা বলেছি। সব সময় আমার মত এই যে, বুঝিয়ে বললে বাচ্চাদের দিয়ে সবকিছু করান যায়!'

ছেলেগুলোকে বিষণ্ণ মন-মরা দেখাচ্ছে।

'হোকগে শেষ।' বলল বরিস। 'রোজ রোজ জানালা ভাঙা চলে না!'

'হায়রে জীবন!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলরক্ষক।

স্তিওপা ছুটে এল।

'বরিস! শীগগির। উনি আসছেন।'

'কে উনি?'

'আজ সকালে ঐ যাঁর জানালা ... তিনি মিলিশিয়ার লোকের সঙ্গে কথা বলছেন।'

স্তিওপা অদৃশ্য। ছেলেরা লাফিয়ে উঠল।

'চলে আয়!' ডাক দিল তিমশা।

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওলগা এসে হাজির হল ওদের কাছে:

'ছেলেরা শোন, তোরা সহর পাইওনিয়র ক্যাম্পের মূল্য এতদিনে বুঝেছিস এজন্যে আমি কতই না খুশি। আমার পক্ষে এ যে কত আনন্দের ...'

'এই ছেলেরা!' পিছনে যুবকটিকে নিয়ে পা চালাতে চালাতে চেঁচিয়ে উঠলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

ওঁকে দেখেই ছেলেরা পালাতে সুরু করল।

'আরে, কোথায় যাচ্ছিস তোরা? তোদের খোঁজেই তো এসেছেন এঁরা।' ওলগা ওদের ডাক দিল।

বরিস হঠাৎ থেমে গেল।

'থাম সব! যা করেছি তার জবাব দিতে হবে!'

... 'নার্ভতন্ত্রকে শক্তিশালী তথা সমগ্রভাবে দেহতন্ত্রের সাধারণ উজ্জীবনের কাজে ঠাণ্ডা জলে স্নানের যে কী মূল্য বলে শেষ করা যায় না,' প্যাভিলিয়নে বক্তার সেই একঘেয়ে বক্তৃতা।

এক প্রচণ্ড হুররে শব্দের মধ্যে বক্তার গলা গেল ডুবে।

'দয়া করে ওদের এখনই থামতে বল তো,' বক্তা একটি মেয়েকে অনুরোধ করল।

মেয়েটি দৌড়ে গেল ছেলেদের কাছে। তিমশা আবেগের চোটে হাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্যরাও কিছু কম যাচ্ছে না।

'সুতরাং কাল এগারটায় অবশ্য অবশ্য স্টেডিয়ামে আসবে,' বলল যুবকটি। 'কিন্তু মনে থাকে যেন যারা আগে থেকে কিছু জানে কেবল তাদেরই নেয়া হবে। এদের দিয়ে চলবে?' য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল যুবকটি।

'ওরা আশ্চর্য খেলে!'

'তাহলে যাই। "ঝঞ্ঝা"র ছেলেদের খুঁজে বার করি। নমস্কার।'

যুবকটি চলে গেল, উঠল উল্লাসধ্বনি।

'ছেলেরা, আশা করি আমার নাম ডোবাবে না, কী বল?' টিমটিকে উদ্দেশ করে বললেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

'আমাদের আরও একটু তালিম দরকার,' বলল তিমশা।

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা বলটা বাড়িয়ে দিলেন।

'যাও উঠনে, এখনি ট্রেনিং সুরু হোক।'

ওলগা অবাক বিস্ময়ে সমস্ত কাণ্ডটা লক্ষ্য করছিল। এবার য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'এ সবের মানে কী?'

'এর মানে ছেলেদের তালিম চাই,' এই বলে ছেলেদের পিছনে চলে গেলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

মেয়েটি প্যাভিলিয়নে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গায় বসল।

'ওখানে একজন লোক ছেলেদের ফুটবল বিভাগে ভর্তি করছে,' ফিসফিসিয়ে বলল সে পাশের ছেলেমেয়েদের।

'কোথায়? কে? ফুটবল বিভাগে আমাদের ছেলেদের ভর্তি করছে!!!' শ্রোতাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল।

এক এক করে ছেলেরা চলে গেল প্যাভিলিয়ন থেকে। বক্তা বক্তৃতা থামাতে বাধ্য হল। ক্যাম্পে খোঁজখবর নিয়ে ছেলেরা ছুটে গেল রাস্তায়, কিন্তু সেই যুবকটির কোন পাত্তা নেই।

লিওভা তখনো শাপশ্নিকভের বাড়িতে। প্রফেসর ও গালিয়ার সামনে পায়চারি করছে:

'আমি উপদলের একটা বিশেষ সভা ডাকতে বলব অবশ্যই: "এই ফুটবলের পাগলামী তোমাদের বন্ধ করতেই হবে। মানুষের চাই মস্তিষ্ক, পা নয়।"'

'ঠিক কথা বলেছ বাছা। মানুষের মাথা থেকেই বার হয়েছে মাটি খোদন যন্ত্র যা দিয়ে হাজার হাজার লোকের কাজ চলে।'

'এই পাস কর! মার!' বাইরে চিৎকার শোনা গেল।

'আবার!' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রফেসর।

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা ঘরে ঢুকলেন। জানালার কাছে গিয়ে উঠনে চাইলেন। বল এসে শার্শিতে লাগল, কিন্তু ভাঙল না।

'আমি গিয়ে বন্ধ করছি এখুনি!' লিওভা জানাল।

'চুপ করে বস, লিওভা। খেলায় বাধা দিও না,' বললেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা, ঠায় জানালায় বসে খেলা দেখতে লাগলেন।

প্রত্যেকে অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

'উঁহুঁহুঁ! গিন্নি ... এর মানে কী ... এই হঠাৎ পরিবর্তন?'

'আজ কিছু বলব না। যদি না হয়! একটা কথা বলব মিশা, তোমার ইভানভ ছেলেটি সত্যি বড় লক্ষ্মী।' (আবার বল এসে লাগল শার্শিতে।) গালিয়া, কেমন খেলে ওরা, ভালো?'

'ভালো না ছাই! সত্যিকারের একটা খেলা দেখ না কাকীমা!'

'হ্যাঁ, তুলনা করে দেখলে মন্দ হয় না। ঐ টিকেটগুলো তোর কাছে?'

'হ্যাঁ।'

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা জানালা দিয়ে চেয়ে ভাবতে থাকেন। প্রফেসর আর লিওভা কাঁধ ঝাঁকিয়ে দৃষ্টি বিনিময় করল।

'মিশা!'

'কী বলছ।'

'ডিনারের পর তৈরী হবে। আমরা স্টেডিয়ামে যাব।'

'উঁহুঁহুঁ? কী? কোথায়?'

'স্টেডিয়ামে। তোমার একটু বাইরের হাওয়া চাই। অনেকদিন ঘরে বসে আছ।'

'ক্ষমা কর গিন্নি। সত্যিই তুমি ... এই খেলা দেখতে চাইছ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। দেখতেই হবে?'

'য়েলেনা... উঁহুঁহুঁ... তোমার যা ইচ্ছে কর কিন্তু আমি যাচ্ছিনে। আবার বলছি তুমি যেমন খুশি আনন্দ কর, চাই কি বক্সিং স্কুলেও ভর্তি হতে পার। আমি আপত্তি করব না।'

কমসমল জেলা কমিটি। অনেকগুলো লেখার প্লেট-লাগান দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে তানিয়া। একটায় লেখা: 'স্কুল ও পাইওনিয়র বিভাগের প্রধান।'

তানিয়া সাবধানে দরজা খুলে ডেস্কে কাজ করা লোকগুলির দিকে চাইল ভীরু চোখে।

টাইপিস্ট মেশিনের খটাখট বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল:

'কাকে চাই?'

'আমি... আমি স্কুল আর পাইওনিয়র প্রধানকে চাই,' তানিয়া থতমত খেয়ে বলল।

'স্কুল ও পাইওনিরর বিভাগের প্রধান,' টাইপিস্ট ওকে সংশোধন করল। 'যাও ও ঘরে।'

পাশের ঘরের দরজা খুলল তানিয়া।

'নমস্কার! স্কুল ও পাইওনিয়র প্রধানের বিভাগের সঙ্গে দেখা করতে পারি কি?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল সে।

'আমিই স্কুল ও পাইওনিয়র প্রধানের বিভাগ,' নিষ্পলক চোখে বলল দ্রুজ্দভ।

'নমস্কার! জরুরী ব্যাপারে এসেছি আপনার কাছে।'

'বল, জরুরী বিষয়টি কী?'

'ফুটবল।'

'ও। বস তাহলে!'

একই ঘর। দ্রুজ্দভ ও তানিয়ার সামনে গেলাসে সামান্য চা পড়ে আছে।

তানিয়া বলল, 'বরিসের স্কুলের হেডমাস্টার ছুটিতে, বাবা কাজে গেছেন বাইরে, মা স্বাস্থ্যনিবাসে। ওলগা ওদের বাগে আনতে পারছে না। তাই এসেছি আপনার কাছে।'

'ওলগা?'

'হ্যাঁ, সে ক্যাম্পের পাইওনিয়র নেতা। এই ফুটবল খেলোয়াড়দের নিয়ে কী করবে ভেবে ওর মাথা খারাপ!'

দ্রজ্‌দভ চেয়ার ছেড়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি সুরু করল ।

'হ্যাঁ, সত্যিই বড় দুশ্চিন্তার বিষয়। প্রতিবেশীরা অভিযোগ করছে, জানালা ভাঙছে, মাশা পিসীর মোরগটা মরেছে। কী যে করি?'

'আপনি বরিস আর তার ছেলেদের এখানে ডেকে নিয়মমতো ক্যাম্পে যেতে বলুন আর এই উজবুকের খেলা বাদ দিতে বলুন।'

'কেন বাদ দিতে বলব? ফুটবল অন্যান্য খেলার মতোই প্রয়োজনীয়। এমন কি স্টেডিয়ামে ছেলেদের জন্যে একটা বিভাগও খোলা হয়েছে। আসল কথা হল, যেখানে সেখানে আর যেমন তেমন খেলা করা উচিত নয়।' দ্রজ্‌দভ তানিয়ার সামনে থেমে হঠাৎ বলে উঠল, 'শোন, পাইওনিয়র ক্যাম্পে তুমি ক্রীড়া সংগঠকের ভারটা নাও না কেন?'

তানিয়া চোখ বড় করে চাইল দ্রজ্‌দভের দিকে।

'ও!' অস্ফুট একটা আওয়াজ করল সে।

দ্রজ্‌দভ তানিয়ার চেয়ারের হাতলে বসে বলল:

'তোমাদের ক্যাম্পের পাশেই অনেকটা অকেজো জমি পড়ে আছে। ওখানে সবাই মিলে একটা স্টেডিয়াম বানিয়ে ফেল না? তোমাদের নিজেদের পাইওনিয়র স্টেডিয়াম? কী বল?'

'ও!' তানিয়া প্রায় শোনা যায় না এমন অস্ফুট একটা আওয়াজ করল।

'"ও, ও" না করে দেখ না ভেবে।'

'কিন্তু ওটা যে গর্তে ভর্তি!'

'সমান করা চলে।'

'সমান করা কি সোজা মনে করেন?

'তুমি একা পারবে না অবশ্য। হাত লাগাবার জন্যে যত পার ছেলে সঙ্গে নাও।'

'মেয়েদের সাহায্য পেতে পারি কিন্তু ছেলেরা, ওরা কি আমার কথা শুনবে?'

'তোমার ওপরেই নির্ভর করে।'

টাইপিস্ট এল দরজায়:

'কমরেড দ্রুজ্‌দভ, একজন দেখা করতে চান আপনার সঙ্গে।'

'আসতে পারে।' বলে দ্রুজ্‌দভ দাঁড়িয়ে উঠল।

ভেতরে ঢুকল ওলগা। বোনকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

'তানিয়া, তুই এখানে?'

'আপনারা কি পরিচিত? বসুন, বসুন,' দ্রুজ্‌দভ বলল হেসে। 'ক্ষমা করুন, এক মিনিট!' রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করল। 'কী খবর কমরেড পেরেভালভ? পাইওনিয়র ক্যাম্পের কটেজে কত টাকা খরচ করেছিলেন? কত বললেন?' দ্রুজ্‌দভ অবাক হয়ে শিস দিয়ে বলল। 'কমরেড পেরেভালভ, আপনি ক্যাম্পকে গোটা কয়েক খুঁটি, তক্তা আর ছুতোর মিস্ত্রীর বেঞ্চ দিতে পারবেন কি? কী বললেন? সব বাচ্চাদের জন্যে? আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

ওলগা তখনও ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে।

দ্রুজ্‌দভ ওর দিকে ফিরে বলল, 'বসুন বসুন!'

ছেলেরা স্টেডিয়ামের টিকেট ঘরের দিকে ছুটেছে। জানালার ওপর লেখা: 'বিক্রী হয়ে গেছে।'

'কী কাণ্ড দেখেছিস!' বলল বরিস।

'কুছ পরোয়া নেই,' তিমশা ওকে সান্ত্বনা দিল। 'আমাদের সিটে যাওয়া যাক।'

ছেলেরা স্ট্যাণ্ডের কাছে গাছে উঠল। গোলরক্ষক আর তিমশা একবারও খেয়াল করেনি, যে ডালটার ওপর ওরা আরাম করে বসেছে সেটা ঝুলে আছে ঠিক য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা আর গালিয়ার মাথার ওপর। তাঁরা বসে আছেন বেঞ্চের শেষ সারিতে রাস্তার ধারে।

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বললেন, 'ঐ বুঝি আমার স্বামীর ছাত্র? রাম রাম কহ!'

বরিস খেলা দেখছে। ডালটা ঝুলছে রাস্তার ওপর।

'কী হচ্ছে ওখানে?' জিজ্ঞেস করলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

'"স্ভিয়াজিস্ত" এর গোলে পেনাল্টি কিক হচ্ছে,' বলল গালিয়া।

'এ তো আমার কাছে একদম চীনে হরফের মতো।'

'ওরা গোলে বল মারবে, গোলরক্ষক ছাড়া আর কেউ কাছে থাকতে পারবে না।'

বলটাকে এগার গজ দূরের চিহ্ন স্থলে রাখা হল। বরিস ডালটার ওপর আরও খানিকটা সরে গলা বাড়িয়ে দিল, ওর চাপে ডালটা ঝুলে পড়েছে।

কিক হল।

ডাল গেল ভেঙে—বরিস পড়ল রাস্তার মাঝখানে। পাঁজরে হাত বুলোতে বুলোতে উঠে দাঁড়াল সে। ও যে পড়ে গিয়েছে, কেউ ভ্রূক্ষেপও করল না।

'গোল!!!' সারা স্টেডিয়াম গর্জন করে উঠল।

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন কী হল? কিকটা বুঝি ভাল হয়েছিল?'

'নিশ্চয়ই, কাকীমা।"মেদিকরা" এক গোলে জিতছে।'

'তোর ইভানভের নাম ডুবে গেল দেখছি।'

'দেখ না ও কী করে।'

বরিস মৃতবৎ দাঁড়িয়ে আছে। টিকেট কলেকটর ওর কাছে এসে বলল:

'টিকেট দেখি?'

বিভ্রান্ত হয়ে বরিস চোখ পিটপিট করতে লাগল।

'বাজে খেলছে,' গালিয়ার পাশে বসা এক দর্শক গজর গজর করে উঠল ব্যঙ্গ ভরা গলায়।

গালিয়া মাথা ঘুরিয়ে বরিসকে দেখতে পেল।

'কাকীমা, ঐ দেখ! আমাদের টিমের একটি ছেলে।'

'টিকেট দেখি,' টিকেটের মেয়েটি আবার টিকেট চাইল।

'এই যে টিকেট,' গালিয়া বার করল টিকেট।

'ঠিক আছে। আর ওর কই?'

খেলা চলছিল 'স্‌ভিয়াজিস্ত'দের গোলের কাছে, গোল হল আর একটা।

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা দূরবীণ দিয়ে দেখছেন। গালিয়া ও'র কোলে বসে। 'বিস্ফোরণ'এর গোলরক্ষক ওর জায়গায় বসেছে আর তারই সঙ্গে ভাগ করে বসেছে আরেকটি ছেলে মিশা। ওদের পাশে বসেছে বরিস তিমশাকে হাঁটুর ওপর নিয়ে।

'কী হল এবার? আর একটা নাকি?'

'কাকীমা যে কি! দেখতে পাচ্ছ না?'

'দুটো গোল করে ফেলল। কী কাণ্ড!' উত্তেজিত হয়ে উঠে বসেন য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা, 'গালিয়া, দ্যাখ দ্যাখ! মনে হচ্ছে এবার আমাদের টিম জোর দিয়েছে। বল নিয়ে ওটা কে চলেছে? আরে, এ যে সেই ছেলেটা, কী যেন নাম... ইভান সের্গেয়েভিচ? বাঃ বেশ দৌড়তে পারে তো। ঈস্‌ কী বোকা! গোলে না মেরে মারল অন্য জায়গায়।'

'ইচ্ছে করে বলটা ওখানে দিয়েছে,' বলল তিমশা।

'প্রতিপক্ষের একটা ফাঁক আছে ঐ জায়গায়,' যোগ করল গোলরক্ষক।

'ইভানভ কখনো ভুল করেন না,' মন্তব্য করল বরিস। 'উনি পাকা খেলোয়াড়!'

'এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমার স্বামীর ছাত্র ও।'

'কার ছাত্র?'

'আমার স্বামীর। মিখাইল পেত্রভিচের। দ্যাখ, দ্যাখ, আবার বল ধরেছে।'

বরিস আর তিমশা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'শুনলি কথাটা?'

'হুঁ, শোনবার মতো কথা বটে!'

স্ট্যান্ডে হৈচৈ প্রচন্ড হয়ে উঠল। য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। ইভানভ দ্রুতগতি প্রতিপক্ষের গোলের দিকে বল নিয়ে চলেছে।

'গালিয়া, দ্যাখ, আবার বল ধরেছে ও। দ্যাখ, গালিয়া দ্যাখ!'

ইভানভ দৌড়ের মাথায় বল ঢুকিয়ে দিল গোলে।

'গো-ও-ও-ল!' য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা উত্তেজনায় চেঁচাতে চেঁচাতে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

'গো-ও-ও-ল!' সারা স্টেডিয়ামে উল্লাসধ্বনি উঠল।

আবার উঠন। পড়ন্ত আলোয় ওপর তলার জানালা আলোকিত।

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা গেটে এলেন, চারপাশে ছেলের দল।

নিজের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি এখন বুঝতে পারছি তোমরা জঘন্য খেল। বাকি সময়টা তোমাদের অবশ্যই তালিম নিতে হবে, বুঝলে?'

'বুঝলাম,' জবাব দিল বরিস। 'তিমশা! বল নিয়ে আয়।'

'সাপার খাব না?' জিজ্ঞেস করল গোলরক্ষক।

'পরে।'

সন্ধ্যা। পাইওনিয়র ক্যাম্পের চুপচাপ-খেলার প্যাভিলিয়ন। ওলগা একটা টেবিলে দাঁড়িয়ে আছে, একটা স্লোগান তখনও লেখা বাকি:

শোন! শোন! শোন!
তোমাদের নিজের পাইওনিয়র ...

স্তিওপা, তানিয়া এবং আরও তিনটি মেয়ে ওখানে। একটি মেয়ে হাতে একখানা কাগজ ধরে রিপোর্ট দিচ্ছে:

'আমি ইতিমধ্যে বারজনকে বলে রাজী করিয়েছি। ওরা সবাই কাল কোদাল নিয়ে আসবে। লিউবা গর্‌চিৎসিনা চাল মারছে, বলেছে, "আমি তোমাদের মজুর নই। ছেলেরা করুক ও কাজ।" ভেরা পর্‌শ্‌নেভায়ার বাবা কথা দিয়েছেন ওর বড় ভাইকে পাঠাবেন আমাদের সাহায্য করতে। "ও যেতে না চাইলে ওকে চাব্‌কে কাজে লাগাব। উঠনের গোলমালে আমি পাগল হবার জোগাড়।" '

'আমরা কাউকে জোরজার করব না,' বলল ওলগা। 'দেখা যাক, এই নিয়ে হল সাঁইত্রিশ।'

'নিনা নিশ্চয়ই আরও অনেক জোগাড় করবে,' বলল তানিয়া। 'ও এগার নম্বরে কাজ করছে।'

'ওলগা!' হঠাৎ স্তিওপা জিজ্ঞেস করল। 'উ-উ-দ্যোগী মানে কী? তানিয়া বলল মেয়েরা যদি প্রথমে স্টেডিয়াম তৈরীর কাজ সুরু করে তাহলে ওরাই হবে উ-উ-দ্যোগী।'

'উদ্যোগী?.. উদ্যোগী মানে প্রগতিশীল ধারণাওলা লোক, মানে যে উদ্যোগ করতে ... তাকেই বলা চলে ...' ওলগা খাড়া হয়ে স্তিওপার দিকে ফিরে বলল, 'তোর শোবার সময় হয়েছে স্তিওপা। বাড়ি যা।'

'ওলগা শোন। বরিসকে রাজী করিয়ে স্টেডিয়াম তৈরীর কাজে লাগাবে নাকি?'

'করা তো দূরের কথা, আমি ভাববও না!' ওলগা জোর দিয়ে বলল।

'ওলগা! শোন! বরিস যদি ও কাজে না লাগে তাহলে সে যে উদ্যোগী হবে না?'

'স্তিওপা! গেলি বাড়িতে? শুয়ে পড়গে যা। উদ্যোগী তো ও হবে না নিশ্চয়।'

'বেশ, আমি যাচ্ছি। আমিই বরিসকে রাজী করাব,' বলেই স্তিওপা ছুটে বেরিয়ে গেল।

প্রফেসরের পড়ার ঘর। মিখাইল পেত্রভিচ ও'র ডেস্কের পিছনে বসে আছেন। য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা আর গালিয়া জানালায় দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্না-ভরা উঠনে চেয়ে আছে, সেখান থেকে খেলোয়াড়দের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

বলটা লাগল জানালার ফ্রেমে। প্রফেসর চমকে কাগজ থেকে মুখ তুলে চাইলেন। য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা বা গালিয়ার নড়ন চড়ন নেই।

'এক্কেবারে বাজে!' গালিয়া অসন্তুষ্ট।

'জঘন্য খেলোয়াড়। ওদের দেখলেই মাথা গরম হয়,' গলা নামিয়ে বললেন য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা।

প্রফেসর ওদের দিকে চাইলেন আতঙ্কিত চোখে, গোঁ গোঁ করে চেয়ারে নড়াচড়ার পর আবার কাগজে মন দিলেন।

উঠন।

'যথেষ্ট হয়েছে আজ,' বলল বরিস।

খেলা থেমে গেল।

'একেই বলে তালিম!' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মন্তব্য করে গোলরক্ষক। 'আমার মাথাটা বোঁ বোঁ করছে।'

'আমার এখনও গ্রামার মুখস্থ বাকি,' হতাশভাবে বলল তিমশা।

বরিস ঘরে ঢুকল, ক্লান্তিতে টলছে, আলো জ্বালল। পর পর জুতোদুটোকে ছুঁড়ে ফেলল। ট্রাউজারটা খোলার চেষ্টা করল একবার, তারপর পোষাক না ছেড়েই ধপাস করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

বরিস অঘোরে ঘুমোচ্ছে। স্তিওপা ঢুকল ঘরে। দেখাচ্ছে গুরুগম্ভীর, বসল বরিসের বিছানার একপাশে, মুহূর্তের জন্য চেয়ে দেখল ওকে।

'বরিস, ও বরিস!'

বরিসের নড়ন চড়ন নেই।

'বরিস, ওঠ। কথা আছে।'

বরিস ঘুমোতে থাকে।

'বরিস, বল তো তুই কি পাইওনিয়র? তুই উদ্যোগী হতে চাস কি চাস না?'

বরিস বিড়বিড় করে আড়মোড়া ভেঙে অন্য পাশে ফিরে ঘুমোতে লাগল।

উঠন। ওলগা আর তানিয়া একটা উজ্জ্বল আলো-ভরা জানালার পাশ দিয়ে চলেছে।

'তিমশা এখনো জেগে আছে,' জানালার দিকে ফিরে চেয়ে বলল তানিয়া।

'দিনভর শুধু বল পিটোয় আর রাত জেগে গ্রামার মুখস্থ করে,' মন্তব্য করল ওলগা।

তানিয়া জানালার কাছে গিয়ে দেয়ালের ভিতে উঠে ভিতরে চাইল।

তিমশা জানালার সামনে ডেস্কের উপরে ঘুমিয়ে পড়েছে, গ্রামার বইখানা পাশে পড়ে আছে, বন্ধ।

'দ্যাখ কাণ্ডটা!' লাফিয়ে নীচে নেমে বলল তানিয়া।

বোনদুটি ঘরে ঢুকল।

বরিস অঘোরে ঘুমোচ্ছে। স্তিওপা ওর পায়ের কাছে গুড়িসুড়ি মেরে ধীরে ধীরে নাক ডাকাচ্ছে।

সকাল। ভোরের আলো এসে পড়ল বরিসের মুখে। জেগে চারদিকে চাইল সে। দেখে অবাক হল তানিয়া আর স্তিওপার বিছানা তোলা, ঘরে কেউ নেই।

আলুথালু পোষাক-পরা বরিস অন্য ঘরে চলে এল। সেখানেও কেউ নেই। টেবিলের ওপর কেৎলিতে হাত দিল, ঠান্ডা। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এক টুকরো রুটি কেটে তাই চিবোতে লাগল শুকনো।

'বরিস!' ডাক এল বাইরে থেকে।

তিমশা ছাড়া উপদলের আর সবাই উঠনে জড় হয়ে জানালার দিকে চাইছে।

হাতে রুটি নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল বরিস। সে সময় য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা ও'র জানালা দিয়ে চাইলেন।

'ও ছেলেরা! তোমরা স্টেডিয়ামে যাওনি কেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'তিমশার জন্যে অপেক্ষা করছি!'

'ওকে বল তোমাদের এরকম দাঁড় করিয়ে রাখা ভয়ানক অন্যায়। চাই কি তোমাদের দেরীও হতে পারে।'

চলে গেলেন তিনি।

তিমশা দৌড়ে এল উঠনে।

'মা-বাবা আমাকে আটকে রেখেছিলেন। গ্রামারের জন্যে বকাবকি করছিলেন,' সাফাই গাইল সে।

'আবার?' কড়া গলায় বলল বরিস।

'হ্যাঁ, কাল রাতে জাগতে পারিনি।'

'এ তোর ভারি অন্যায়, তিমশা। গ্রামার হল ...'

'চুলোয় যাক তোর গ্রামার! জীবনে যার অন্য উদ্দেশ্য আছে গ্রামার দিয়ে কী হবে তার?'

'কী উদ্দেশ্য?'

'সেণ্টার-ফরওয়ার্ডে খেলা! সুতরাং ওসব কমা ফুলস্টপ দিয়ে কী হবে? ছুটে চল, নইলে দেরী হয়ে যাবে।'

রাস্তা ধরে দৌড়তে থাকে ছেলেরা। নজরে আসে '"স্ভিয়াজিস্ত"

স্টেডিয়াম' লেখা গেটটা। এক দল ছেলে গেট দিয়ে ছুটে আসে "বিস্ফোরণ" দলটির দিকে।

বরিস আর তার টিম আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকে।

'"ঝঞ্ঝা" টিম ফিরে ছুটছে,' বলল তিমশা।

'এই, কোথায় যাচ্ছিস সব?' জিজ্ঞেস করল বরিস।

'ওরা স্নান-না-করা, উস্কোখুস্কো চুল ছেলেদের নেয় না!' জবাব এল। ততক্ষণে চলে গেছে অনেক দূর।

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সবাইয়ের চেহারা খুব উস্কোখুস্কো।

'শেষবার কখন ঘাড় মুছেছিলি?' বরিস প্রশ্ন করল তিমশাকে।

'এইতো সেদিন। আসলে রোদে পুড়ে গেছে কিনা, তাই ওরকম দেখাচ্ছে।'

বরিস আঙুল ভিজিয়ে তিমশার ঘাড় ঘষতে থাকে। ঘাড়ে একটা সাদা রেখা দেখা দিল।

'ঘুরে দাঁড়া!' হুকুম দিল বরিস।

টিমটা রাস্তা ধরে ফিরে চলল ছুটে। দ্রুত দৃশ্যের পরিবর্তন।

বরিস পরিষ্কার সার্ট পরে নতুন লাল টাই বাঁধল।

গোলরক্ষক আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পরম যত্নে ভিজে চুল আঁচড়াচ্ছে।

তিমশা কোমর অবধি গা খালি করে স্পঞ্জ দিয়ে প্রচণ্ডভাবে ঘাড় রগড়াচ্ছে।

'তিমশা, জলদি!' উঠন থেকে ডাক এল।

'এলাম বলে!' জানালা থেকে তিমশার জবাব শোনা গেল। ছেলেরা ওর জন্য অপেক্ষা করছে উঠনে। ওদের দেখাচ্ছে সম্পূর্ণ আলাদা: খুবই পরিচ্ছন্ন আর ছিমছাম পোষাক-পরা।

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা জানালায় এলেন:

'তোমরা এখনও এখানে?'

'তিমশার জন্যে অপেক্ষা করছি,' জবাব দিল বরিস।

'শোন ছেলেরা! আমি তোমাদের ব্যবস্থা করার কত চেষ্টা করি আর তোমরা... তোমাদের দেখাশুনোর জন্যে বুঝি একজন নার্স চাই? ভালো কথা নয় এ সব।'

তিমশা ছুটে এল উঠনে।

দ্রুত পেরিয়ে গেল রাস্তার পর রাস্তা।

ছেলেরা দৌড়ে ঢুকল স্টেডিয়ামের গেট দিয়ে। ভিতরে বালকদের ভিড়, কেউ স্ট্যান্ডে বসে, কেউ হাঁটছে মাঠে, কেউ মাঠের প্রান্তে পাতা দুটো টেবিলের পাশে ভিড় করছে।

'কোথায় ভর্তি করা হয়?' বড় একজনকে জিজ্ঞেস করল বরিস।

'ঐ টেবিলের কাছে।'

একটা টেবিলের কাছে লম্বা কিউ-এ দাঁড়াল ছেলেরা।

'এখানে বুঝি নাম লেখান হয়?' সামনের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করল বরিস।

'হ্যাঁ, আর স্কুল রিপোর্টও ও'রা এখানে পরীক্ষা করেন।'

'স্কুল রিপোর্ট? মানে?'

'এই মার্ক দেখবেন আর কি। পরীক্ষায় ভালো না করে থাকলে বাতিল।'

ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

'ঘুরে দাঁড়া!' হুকুম দিল বরিস। আবার ছেলের দল বেরিয়ে আসে।

প্রত্যেকেই, এক তিমশা ছাড়া। সে দাঁড়িয়ে আছে সংজ্ঞাহীনের মতো। মুখে হতাশা ও বিভ্রান্তি।

বরিসের টিম দৌড়ে চলেছে। তিমশা তখনও দাঁড়িয়ে আছে মাঠে। হঠাৎ একটা আইডিয়া এল মাথায়। মুখে ফুটে উঠল চাতুরির হাসি, পরে আনন্দ। ছুটে চলল সে।

উঠনে ঢুকে ছেলেরা যে যার ঘরে ছ্বটল।

তিমশা ছ্বটে এল উঠনে, কিন্তু নিজের দরজায় না ঢুকে উলটো দিকের দরজা দিয়ে অদ্‌শ্য হয়ে গেল।

প্রফেসরের ঘর। য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা জানালা দিয়ে চাইলেন। ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে চোখ বিস্ফারিত।

রিপোর্ট হাতে উঠনে আবার জমা-হওয়া ছেলেদের দিকে চেয়ে রইলেন।

'না, এ চলবে না, চলবে না এ সব,' জোরে জোরে বলে উঠলেন তিনি। স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'মিশা, গালিয়া গেছে পাইওনিয়র ক্যাম্পে। আমি ছেলেদের নিয়ে ছ্বটছি স্টেডিয়ামে। জঘন্য ব্যাপার!'

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা বেরিয়ে এলেন। প্রফেসর ও'র দিকে চেয়ে রইলেন।

"ছেলেদের নিয়ে ছ্বটছি স্টেডিয়ামে," ধীরে ধীরে স্ত্রীর কথার প্বনরাবৃত্তি করলেন প্রফেসর। 'উ'হ্বহ্ব, বললেন কিনা "ছ্বটছি!"'

ছেলেরা উঠনে অপেক্ষা করছে।

'তিমশা কই? গেল কোথায়?' জিজ্ঞেস করল বরিস। হঠাৎ একটা পরিবর্তন দেখা দিল ওর, 'দাঁড়া তোরা! ও গ্রামারে ফেল মেরেছে, তাই না?'

গোলরক্ষক মাথার পেছন চাপড়ে বলল:

'আরে, ও তো স্টেডিয়ামেই ছিল।'

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা উঠনে হাজির হলেন। হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন:

'যাও এখখ্বনি। শ্বনতে পাচ্ছ সব? এগারটা বাজতে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।'

ছেলেরা দৌড়ল রাস্তায়। য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা তাড়াতাড়ি চললেন পিছনে।

তিমশা দাঁড়িয়ে আছে একটা দরজার সামনে, উগ্রভাবে ঘণ্টা বাজাবার বোতাম টিপছে।

ঘণ্টা বাজছে পাগলের মতো, কিন্তু লিওভার দরজা খোলার তাড়া নেই। ডেস্কে বসে রিসিভারে কথা বলছে:

'না, এখনও আমাদের ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। তবে আজই বলব। এই পাগলামি ছাড়তে বুঝিয়ে বলব ওদের। ধন্যবাদ আপনাকে। নিশ্চয়ই আসব, মিখাইল পেত্রভিচ!'

রিসিভার রেখে ঘরের বাইরে গিয়ে উত্তেজিত তিমশাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল।

'ঠিক সময়টিতে এসেছিস তিমশা। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

'লিওভা শোন্। একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। তোর স্কুল রিপোর্ট কী করে যেন আমার কাছে এসে গেছে। আমারটা বোধ হয় তোর কাছে। এই দেখ!' তিমশা রিপোর্টখানা লিওভার নাকের ডগায় ধরেই হাত টেনে নিল।

'ডেস্কে ডান দিকের ড্রয়ারে আছে,' বলল লিওভা।

তিমশা ছুটে গেল টেবিলে, ড্রয়ার খুলে রিপোর্ট পালটে নিল।

'তিমশা!' গম্ভীরভাবে সুরু করল লিওভা। 'মানুষের কী বেশী দরকার মনে করিস তুই, পা না মাথা?'

'এই মুহূর্তে পাদুটো আমার সবচেয়ে দরকারী। আসি ভাই!' বলেই তিমশা দরজার ওপাশে অদৃশ্য।

স্টেডিয়াম। টেবিলের কিউ ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।

টেবিলের লোকটি ছেলেদের নাম লিখছে আর ছেলেদের স্কুল রিপোর্ট দেখে ওদের হাতে ফেরত দিচ্ছে। বরিস কিউ'র সব শেষে।

'নাম?'

'বরিস পাশকভ।'

'রিপোর্ট কার্ড। বেশ। সবকিছু ঠিক আছে।'

'আমাকেও ভর্তি করুন,' তিমশা হঠাৎ টেবিলে হাজির।

সারা টিম ওর দিকে অবাক হয়ে চাইল।

'নাম?'

'লিওভা ইভলাগিন।'

'রিপোর্ট কার্ড। চমৎকার মার্ক! ভালো, বেশ ভালো! অন্য টেবিলে যাও ছেলেরা।'

স্ট্যান্ড থেকে য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা দেখলেন ছেলেরা আর এক টেবিলে যাচ্ছে।

'তুই কী তা জানিস? জোচ্চোর একটা। অন্য লোকের সুনামকে কাজে লাগাচ্ছিস,' বরিস তিমশাকে খিঁচিয়ে উঠল।

'লিওভা আমার সুনামকে কাজে লাগাবে, খেলব আমি, নাম হবে ওর।'

অন্য টেবিলে একজন কোচ আর একজন ডাক্তার। ছেলেরা কোমর অবধি গা খালি করল।

ডাক্তার চাইল ছেলেদের দিকে।

'অনেকদিন ধরে খেলছ?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'জুন থেকে সুরু করেছি,' বলল তিমশা।

'খুব খেল কি?'

'দিনে আটঘণ্টা,' বলল বরিস।

'এখন থেকে বার ঘণ্টা করে খেলব ঠিক করেছি,' যোগ করে গোলরক্ষক।

'এতে নির্ঘাৎ শরীর খারাপ হয়।' ডাক্তার বরিসের দিকে ফিরলেন, 'আর তুমি? তুমি খেলছ কতদিন ধরে?'

'এই... এই কাল থেকে।'

'এ কথা বলতে গেলি কেন,' ফিসফিস করল তিমশা। 'দেখিস'খন, নেবে না তোকে।'

'আর কি খেল?' জিজ্ঞেস করল কোচ। 'সকালে ব্যায়াম কর?'

'না... উঠেই ফুটবল স্বরু করি।'

'মনে হচ্ছে তোমাদের বেশীর ভাগকেই বাতিল করতে হবে।'

'কেন ডাক্তার?'

'অত্যধিক খেলে নিজেদের শক্তি শেষ করে ফেলেছ।'

'আমাদের একবার পরীক্ষা করে দেখুন। আমরা দেখতে শুধু এরকম।'

'বেশ। রিঙে ওঠ দেখি,' বরিসের দিকে চাইল কোচ।

বরিস রিঙে গিয়ে লাফিয়ে উঠে কয়েকবার ওঠা-নামা করল।

'এবার তুমি!' কোচ বলল তিমশাকে।

বহু কষ্টে তিমশা নিজেকে টেনে তুলল।

'তুমি!'

গোলরক্ষক অসহায়ভাবে ঝুলতে লাগল রিঙ থেকে।

'সারা টিমটাকে ডোবাল,' বরিস দাঁত কড়মড় করল।

দ্রুত দৃশ্যের পরিবর্তন। একটি ছেলে মরিয়া হয়ে হাত পা দিয়ে ডাণ্ডাটাকে জাপ্টে আছে। অনেকে মিলে ওকে নামাল। আর একজন ব্যায়াম-ঘোড়ার ওপর দিয়ে ভল্ট দিতে গিয়ে ঘোড়ার পিঠেই আটকে রইল। স্ট্যাণ্ডে হাসি। য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা ক্রুদ্ধ ও বিব্রত।

'শোন ছেলেরা,' শান্ত গম্ভীর গলায় বলল কোচ। 'ভালো খেলোয়াড় হতে হলে অন্য ব্যায়াম করা চাই। এটা অত্যাবশ্যক। ভালো ফুটবল খেলোয়াড়ের ভালো দৌড়ন চাই, তার থাকবে দম, ঠিকভাবে বল মারার ক্ষমতা আর বিচারবুদ্ধি। অনেক চেষ্টায় এসব আয়ত্ত করতে হয়।'

'আমরাও তো তাই করেছি। খুবই করেছি?'

'না, ওটাকে মেহনৎ বলে না। তোমরা স্রেফ বল দাবড়েছ আর কিছু না, নিজেদের শেষ করেছ। তোমাদের এ বিভাগে যোগ দেয়ার সময় এখনো আসেনি।' একটু থেমে বরিসের দিকে চেয়ে কোচ বলল: 'তুমি থাকতে পার।'

'আমার সঙ্গীদের ফেলে ? না, ধন্যবাদ !' বেজার মুখে কথাটা বলে বরিস টিমের সঙ্গে চলে গেল।

দ্রজ্‌দভ এল টেবিলের কাছে।

'কেমন চলছে?'

'ছেলে নেয়া শেষ,' জবাব দিল কোচ।

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা এগিয়ে এলেন।

'ক্ষমা করবেন,' উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন তিনি। 'আপনাকে "বিস্ফোরণ" দলটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতে চাই।'

'"বিস্ফোরণ"... "বিস্ফোরণ..."' দ্রজ্‌দভ মনে আনার চেষ্টা করল, 'মস্কভ্‌স্কায়া স্ট্রীটের কি?'

'হ্যাঁ।'

'টিমটিকে নেয়া হয়নি। ছেলেরা দুর্বল,' জানাল কোচ।

'ভালো কথা! কিন্তু ওরা খেলবে কোথায়? রাস্তায়?'

'ওদের ফুটবল খেলারই দরকার নেই, ওদের দরকার শুধু সর্বাঙ্গীন ব্যায়ামের। সব লোককে নিতে থাকলে স্টেডিয়ামে কুলোবে না।'

'এই সর্বাঙ্গীন ব্যায়াম কোথায় করবে ওরা, উঠনে কি?'

'জিজ্ঞেস করছি বলে মাপ করবেন। ছেলেদের নিয়ে আপনার এত উদ্বেগ কেন?' দ্রজ্‌দভ বাধা দিয়ে বলল। 'আপনি কি শিক্ষিকা, না সমাজ-কর্মী?'

'আমি ··· আমি ... হ্যাঁ, সমাজকর্মীই বলা চলে।'

'তাহলে আপনার পাড়ায় কী হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনার জানা থাকার কথা।'

'মানে?...'

'আপনি সাত নম্বর পাইওনিয়র ক্যাম্পে যান, তাহলে নিজের চোখে দেখতে পাবেন। হয়ত আপনি সাহায্য করতে পারবেন। আপনাকে দেখে তো কাজের লোক বলে মনে হচ্ছে।'

স্টেডিয়ামের বাইরে মন-মরা 'বিস্ফোরণ' দলের দেখা হল উল্লসিত 'ঝঞ্ঝা' দলের সঙ্গে।

'আহা বেচারারা! নেয়নি বুঝি তোদের! ঘাবড়াস না! দু'এক বছর তালিমের পর আমাদের ধরে ফেলতে পারবি হয়ত,' মন্তব্য করল 'ঝঞ্ঝা'র ক্যাপটেন।

'বিস্ফোরণ'এর ছেলেরা নিঃশব্দে চলে গেল।

শাপশ্‌নিকভের ফ্ল্যাটের রান্নাঘর।

প্রফেসর একটা রান্না-না-করা মুরগী নিয়ে বড়ই বিব্রত। দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

এক হাতে মুরগী, আর এক হাতে দরজা খুলতে লিওভা ঘরে ঢুকল।

'নমস্কার, মিখাইল পেত্রভিচ।'

'এস, এস। চল রান্নাঘরে যাই। মেয়েরা, উঁহুঁহুঁ ... আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। রান্নাটা করতে হবে নিজেকেই।'

রান্নাঘরে ঢুকে প্রফেসর একটা ধোঁয়া-ওঠা পাত্রের দিকে চাইলেন!

'তুমি কী বল, বৎস। ঠাণ্ডা অথবা গরম জল দেব?'

'বোধ করি গরম,' অনিশ্চিতভাবে জবাব দিল লিওভা।

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' প্রফেসর মুরগীটাকে পাত্রে ছেড়ে দিলেন। 'কিন্তু মাকে দেখেছি আগে পালকগুলো পুড়িয়ে দিতে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক বলেছ তো,' পাত্র থেকে ভেজা মুরগীটাকে তুলে আগুনের ওপর ধরলেন প্রফেসর। 'জান, একটা কথা ভাবছিলাম। তোমার মা-বাবা রাজী হলে আমাদের যন্ত্র পরীক্ষা করার সময়ে তোমাকে আমাদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় খামারে নিয়ে যাব।'

'ও, মিখাইল পেত্রভিচ,' সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল লিওভা।

'সত্যি বলছি। তোমার মতো সহকারী পেলে বেশ হয়।'

'মিখাইল পেত্রভিচ, আপনি জানেন না আমি কত ...' সঙ্কেত যন্ত্রের আওয়াজে বাধা পেল লিওভা।

'ধর এক মিনিট,' লিওভার হাতে মুরগী দিয়ে প্রফেসর রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ঘরে এসে রিসিভার তুলে শুকনো গলায় বললেন:

'কী ব্যাপার, ইভান সের্গেয়েভিচ?'

রেডিও ল্যাবরেটরি। ইভানভ রেডিওতে কথা বলছে, বহু ছাত্র তাকে ঘিরে আছে।

'মিখাইল পেত্রভিচ, আপনার অনুমতিক্রমে আপনার কাছে যেতে চাই সইয়ের জন্যে। সই হলে কারখানা থেকে আমরা সেট পাব।'

'ঠিক আছে!' সংক্ষেপে কথাটা বলে রিসিভার রেখে দিলেন প্রফেসর।

ইভানভও রিসিভার রেখে দিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'বুড়ো আমার ওপর ক্ষেপে গেছে।'

'কেন?' জিজ্ঞেস করল একটি ছাত্র।

'ছেলেদের জন্যে।'

ইভানভ ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে এল। দুটো ছেলে সোজা আসছে ওর দিকে। ইভানভ কুঁজো হয়ে গেল রাস্তার অন্য দিকে। কিন্তু কোন লাভ নেই। একটি ছেলে থেমে গেল।

'ঐ দ্যাখ, ইভানভ! "স্ভিয়াজিস্ত"এর রাইট উইঙে খেলেন!' বন্ধুকে বলল ছেলেটি। দুজনেই ছুটল ওর দিকে।

ইভানভ অন্য একটি রাস্তা ধরে চলেছে, পিছনে একদল ছেলে।

'এই, কী হয়েছে? কে ও?' একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কয়েকটি ছেলে কথা কইছিল। জিজ্ঞেস করল তারা।

'উনিই হলেন সেই রাইট উইঙ ইভানভ,' চাপা গলায় জবাব এল।

পা টেনে টেনে 'বিস্ফোরণ'এর ছেলেরা ফিরছে স্টেডিয়াম থেকে। বরিস আর তিমশা অনেক পিছনে।

'তিমশা ...' বরিস ডাকল।

'কী?'

'তোর কি মনে হয় আমি দলপতি হিসেবে যাচ্ছেতাই?'

'না, তা ঠিক নয়, তবে তুই খেলাধুলোর ব্যাপারটা ঠিকভাবে গড়তে পারিসনি।'

বরিস একটু থেমে আবার বলল:

'তিমশা!'

'কী?'

'কি করা উচিত তোর মনে হয়?' হঠাৎ থেমে গিয়ে দেখল সব ছেলেরা সহর পাইওনিয়র ক্যাম্পের গেটের ওপর বড় পোস্টারটার সামনে জড় হয়েছে।

বরিস আর তিমশা ওদের কাছে গিয়ে পড়ল:

শোন! শোন! শোন!
তোমাদের নিজের পাইওনিয়র
স্টেডিয়াম গড়ে তোল!!!
কোদাল নিয়ে ছুটে এস এখানে!

ছেলেরা নিঃশব্দে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে গেটের দিকে এগুল।

ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে চলার সময় কানে এল ক্যাম্প জীবন, চতুর মস্তিষ্ক ও দক্ষ হাত সম্পর্কে পাইওনিয়র সঙ্গীত। পড়ো জায়গায় নজরে পড়ল অনেক পাইওনিয়রদের, বেশীর ভাগই মেয়ে। ওরা ঢিবিগুলোকে সমান করছে, স্ট্রেচারে করে মাটি নিয়ে গর্ত বোজাচ্ছে। ওলগা এল ওদের কাছে — আলুথালু, উদ্দীপ্ত।

'এসেছিস তাহলে তোরা! ভালো!' সানন্দে বলল সে। 'তানিয়া! এই যে তোকে সাহায্য করার সব লোক।'

তানিয়া সোজা হয়ে দাঁড়াল, কপালের ওপর থেকে এক গোছা চুল পিছনে ঠেলে বলল:

'কোদাল নিয়ে এই ঢিবির মাটি কাট।'

বরিস কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। বিদ্রূপের সুরে বলল:

'তাই বুঝি? কে তোকে এরকম হুকুম করার ক্ষমতা দিয়েছে শুনি?'

'গঠন কাজের ভার ওর হাতে।' বলল স্তিওপা।

'আর তুই কখনো নেতার সঙ্গে এরকমভাবে কথা বলবি না,' ওলগা হেসে বলল।

বরিস স্তব্ধ হয়ে কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থেকে বলল:

'চল সব, কোদাল নিয়ে আসি!'

ছেলেরা ফিরে গেল। দেখতে পেল য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা আসছেন ওদের দিকে।

'কোথায় যাচ্ছ ছেলেরা? ওদের সঙ্গে কাজ করছ না কেন?'

'আমরা কোদাল আনতে যাচ্ছি,' বলল তিমশা।

'তা বেশ। চটপট কর তাহলে।'

গোলরক্ষক বিরক্তির সুরে বলল, 'এতে কোন কাজ হবে না।'

'তার মানে? কী বলতে চাস তুই?' জিজ্ঞেস করল বরিস।

'কোচ না থাকলে স্টেডিয়াম দিয়ে কী হবে? ঠিক তালিম পাব না, ফল হবে আরও খারাপ।'

'হ্যাঁ, কোচ ছাড়া ... ঠিক বলেছিস,' চিন্তাভরে সায় দিল তিমশা। 'কোচ ছাড়া...' কথাটা শেষ না করেই চাইল চলে যাওয়া য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনার দিকে। 'ওহে ভায়ারা! আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। একজন কোচ আমরা পাব আর সে যে-সে নয়!'

ইভানভ প্রফেসরের বাড়ির দরজায়। জনা চল্লিশেক ছেলে ওর পিছনে।

ইভানভ ভিতরে ঢুকল। ছেলেরা উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ইভানভ! রাইট উইঙ! ইভানভ।'

ইতিমধ্যে ইভানভ এসে সলজ্জভাবে প্রফেসরের সামনে দাঁড়াল। প্রফেসর বেশ গম্ভীর।

ইভানভের হাতে কাগজখানা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'রাষ্ট্রীয় খামারে যন্ত্রপাতি পেঁছিলেই আমাকে খবর দিও।'

'নিশ্চয়ই, মিখাইল পেত্রভিচ।'

মুরগী হাতে লিওভার আবির্ভাব।

'মিখাইল পেত্রভিচ, একটু পুড়ে গেছে।'

'তাতে কী হয়েছে। কমরেড ইভানভ, এ হচ্ছে লিওভা। রেডিওর একজন ভালো সমজদার। আর সুখের কথা, ফুটবল খেলে না।'

লিওভা নিঃশব্দে নমস্কার জানাল। মুরগীটা কোথায় রাখবে বুঝতে না পেরে বিব্রত।

'বাইরে এ সব কীসের গোলমাল?' জানালার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন প্রফেসর।

'আমার ছাত্ররা ...' তুতলিয়ে বলল ইভানভ।

'কী?'

'মানে ... খেলোয়াড়ভক্ত। আমার পিছু নিয়েছে।'

'এখানে এনেছ কেন, কমরেড ইভানভ? এখানে আনার কোন দরকার নেই ...'

বারান্দায় ঘণ্টা বেজে উঠল।

'আমি খুলছি,' বলল ইভানভ।

'ব্যস্ত হবার কিছু নেই।'

সামনের হল। মিখাইল পেত্রভিচ দরজা খুলে অবাকবিস্ময়ে পিছিয়ে এলেন। 'বিস্ফোরণ'এর ছেলেরা দরজায় জটলা করছে।

'নমস্কার কমরেড কোচ,' বরিস তুতলিয়ে বলল।

'ধাক্কা দিস না!' খেঁকিয়ে উঠল পিছনের ছেলেদের গোলরক্ষক। 'যত সব অসভ্যতা!'

'উঁহুঁহুঁ ... তোমাদের কী চাই?'

'একটা উপকারের জন্যে আপনার কাছে এসেছি,' বলল বরিস।

'হুম ... বল!'

'আমরা আজ ফুটবল দলে ভর্তি হতে গিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা আমাদের নিল না।'

'কী?'

'যথেষ্ট ট্রেনিং নেই কিনা তাই,' যোগ করল তিমশা। 'ট্রেনিং যে নিইনি তা নয়, কিন্তু সব বাজে।'

'কিন্তু... আমি যে বুঝতে পারছি না...'

'ভালো খেলোয়াড় হতে হলে সব রকম ব্যায়াম করা চাই, শুধু ফুটবল পিটোলেই চলবে না,' বুঝিয়ে বলে বরিস।

'ভলিবল, ভল্টিং, জিমন্যাসটিক, দৌড় — সবকিছু,' তিমশা আরও বিশদ করল।

'হ্যাঁ, এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনি আমাদের একটু তালিম দেন।'

'কী?'

'আমাদের "কোচ" করেন,' তিমশা আবার বলল। 'নানারকম ব্যায়াম দেখিয়ে দেন, লম্ফন ...'

'এ সবের মানে কী! আমি কেন তোমাদের লম্ফন টম্ফন শেখাতে যাব?'

ছেলেরা মুষড়ে পড়ল। ভাবেনি বিমুখ হবে।

'আপনাকে করতেই হবে, সেটা নয়,' বিনয়নম্রভাবে বলল বরিস। 'আমরা শুধু আপনাকে অনুরোধ জানাতে এসেছিলাম ... কারণ আপনার স্ত্রী বলেছেন আপনি একজন কোচ আর তাই আমরা ...'

'এক বর্ণও বুঝছি না। নাড়িনক্ষত্র কিছু না। কে বলেছে বললে?'

'আপনার সহধর্মিণী,' তিমশা জবাব দিল। 'আমরা এক সঙ্গে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।'

প্রফেসর হাঁ হয়ে গেলেন।

' "স্‌ভিয়াজিস্ত"দের নিয়ে আমরা পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। উনি বললেন আপনি নিজে ইভানভকে কোচ করেছেন।'

মিখাইল পেত্রভিচ ভিতরকার ঘরের দরজা খুলে ডাক দিলেন:

'কমরেড ইভানভ, একটু এস তো এদিকে!'

ইভানভ বেরিয়ে এল। ওর আবির্ভাবে যে প্রতিক্রিয়া হল তা আর বর্ণনা করা যায় না।

'দয়া করে ছেলেদের সঙ্গে একটা ফয়সালা কর।' বললেন প্রফেসর।

'ঠিক বুঝলাম না, মিখাইল পেত্রভিচ।'

'হ্যাঁ, আমরা দুজন দুজনকে বুঝতে পারছি না, কমরেড ইভানভ! এই বালখিল্যদের সঙ্গে তোমার মিল বেশী। তুমি... উঁহুহু... একজন ফুটবল প্লেয়ার আর ওরাও তাই। সময় অসময় নেই বাইরে এই যে তাণ্ডব তাতে আমার পড়াশুনো বন্ধ। তোমার এ সবে কোন বিকার নেই বোধ করি। জানালা দিয়ে যদি হামেশাই ঘরে এসে বল ঢোকে সেটা সম্ভবত তোমার কাছে স্বাভাবিক ঘটনা! নিঃসন্দেহে তোমার কাছে, কি বলে গিয়ে, একটা বেশী গোল বিজ্ঞানের উন্নতির চাইতে জরুরী জিনিস। বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে। তারপর

আমার স্ত্রীর কথা ধর। সম্ভ্রান্ত মহিলা হয়ে তিনি দিনমান স্টেডিয়ামে কাটাচ্ছেন আর ঐ ছেলেরা যা বলল কী নিয়ে যেন পাগল। আমার চেয়ে তুমি এসব ভালো বুঝবে — আমার বুদ্ধির অগম্য। আমি সেকেলে লোক ... আমি ...'

বরিস আর তিমশার ঘাড় ধরে ইভানভ ওদের ধাক্কা দিয়ে বাইরে নিয়ে পিছনে দরজা আটকে দিল।

'উপরে গিয়ে কথা বলি চল!' সিঁড়ির মাথা দেখিয়ে রেগে বলে উঠল সে।

প্রফেসরের পড়ার ঘর। লিওভা জানালা দিয়ে চেয়ে আছে। বহু কণ্ঠের কলরব আসছে ওখান থেকে। প্রফেসরের দিকে ফিরে লিওভা বলল:

'আমি যাচ্ছি। ওদের বলছি চলে যেতে।'

'খুবই কৃতজ্ঞ থাকব তোমার কাছে, বাছা।'

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা আর গালিয়া দ্রুত তাদের বাড়ির দিকে আসছেন।

'আইডিয়াটা অপূর্ব! কিন্তু লোক নেই যথেষ্ট। সত্যি, লোক নেই যথেষ্ট। এদিকটায় এখনই আমাদের নজর দিতে হবে,' বললেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

উঠনে ঢুকে অবাক হয়ে থেমে গেলেন।

খেলোয়াড়ের দল লিওভাকে সিঁড়ি থেকে টেনে নামাচ্ছে। লিওভা সরু ভাঙা গলায় কী যেন বলছে চেঁচিয়ে।

'লাগাও এক চাঁটা!'

'নিজেকে ও কী মনে করে!'

আচ্ছা উত্তম-মধ্যম চলে লিওভার ওপর।

'উঁহুঁহুঁ কমরেডরা, থাম থাম! কী করছ সব তোমরা!' জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে উত্তেজিত প্রফেসর চেঁচাচ্ছেন।

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা গালিয়াকে নিয়ে ঠেলে ভিড়ের মধ্যে ঢুকলেন।

'ছেলেরা, শোন!'

ওরা ছেড়ে দিল লিওভাকে। হাঁফাতে হাঁফাতে টাই সোজা করে উস্কোখুস্কো চুল সমান করল সে।

'কী এ সব? কেন ওকে মেরেছ?'

'ফুটবলের জন্যে।'

'জানেন কী বলছে? ইভানভ যে ফুটবল খেলেন সেটা খারাপ, মূর্খের মতো সময় নষ্ট শুধু!'

'অতি বাজে কথা এসব!' বলে য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা হাতদুটো দিয়ে একটা শব্দ করলেন। 'শান্ত হও! এখখুনি বাড়ি গিয়ে কোদাল, বালতি স্ট্রেচার নিয়ে চলে এস এখানে।'

'কোদাল বালতি? কেন?'

'আমরা পড়ো জায়গায় স্টেডিয়াম বানাব।'

'স্টেডিয়াম?'

'ওদের বল, ক্যাম্পে একটা পাইওনিয়র স্পোর্টস ক্লাব গড়ে উঠছে,' ফিসফিস করল গালিয়া।

'শোন ছেলেরা, ক্যাম্পে একটা পাইওনিয়র স্পোর্টস ক্লাব গড়ে উঠছে। যারা স্টেডিয়াম তৈরীর কাজে নামবে না তাদের সদস্য করা হবে না।'

গম্ভীর গলায় কে একজন প্রশ্ন করল:

'কিন্তু আমাদের কোচ করবে কে?'

'ওদের বল, আমরা স্বয়ং ইভানভকে বলব।'

'ইভানভ কোচ করবে। সে আমার স্বামীর ছাত্র।'

'হুররে!' টুপি উঠল আকাশে।

'যথেষ্ট হয়েছে! এবার গিয়ে কোদাল নিয়ে এস!'

ছেলের দল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা চাইলেন লিওভার দিকে।

'লিওভা সোণা, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কেন?'

'আমি?'

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি। চট করে গালিয়া আর তুমি গিয়ে কোদাল নিয়ে এস।’

‘কিন্তু আমি ...’

‘তোমার কোদাল আছে কী নেই? চল তোমার ঘরে যাই,’ বলেই গালিয়া ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

ছেলেদের ভিড়ের মধ্যে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে ইভানভ বুকে আঙুল ঠুকে রাগী গলায় বলছে:

‘...যারা আমার প্রফেসরকে শান্তি দিচ্ছে না সেই তোমাদের আমি ট্রেনিং দেব? প্রফেসর আর আমার মধ্যে এত মনোমালিন্যের জন্যে তোমরা দায়ী, কোন সাহসে তোমরা আমাকে এ কথা বললে?’

‘আমরা আর জানালা ভাঙব না,’ পায়ের দিকে তাকিয়ে বলল তিমশা।

‘জানেন, আমরা এখন একটা স্টেডিয়াম বানাচ্ছি,’ বলল বরিস।

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা উঠনে একা। প্রফেসর জানালা দিয়ে ওঁর দিকে চেয়ে আছেন।

‘আমি তোমাকে চিনতে পারছি না, ওগো,’ গম্ভীর মুখে বললেন তিনি।

‘তুমি কি চিনবে, আমি নিজেকে নিজেই চিনতে পারছি না। আমার মধ্যে এই যে সংগঠন প্রতিভা আছে তা কি আমি নিজেই জানতাম।’

‘দুঃখের কথা, উঁহুঁহুঁ ... সংগঠন প্রতিভা একটা অদ্ভুত মোড় নিচ্ছে। এই শারীরিক কসরতের কাণ্ড ...’

‘শারীরিক ব্যায়ামের কথা যদি বল, মিশা, তা তোমাকে ভোরে ব্যায়াম করতে হবে। চেয়ে দেখ একবার নিজের দিকে!’

সিঁড়ি। ইভানভ কয়েক ধাপ নেমে থেমে চাইল ছেলেদের দিকে।

‘শোন এবার,’ বলল সে। ‘আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে আমি যাচ্ছি রাষ্ট্রীয় খামারে, কিন্তু যেদিন যাব সেদিনই সন্ধ্যায় ফিরব। এর মধ্যে যদি একটা

অভিযোগও শুনি প্রফেসরের কাছ থেকে তাহলে কোচিং-এর আশা বাতিল। বুঝলে?'

'বুঝলাম,' ছেলেরা বলে উঠল সমস্বরে।

উঠনে আবার ভিড় জমছে। গালিয়া এল লিওভাকে নিয়ে। লিওভার হাতে একটা কোদাল।

'তুই আমাকে বোঝাতে পারিসনি, কিন্তু মিখাইল পেত্রভিচ যাতে শান্তি পান এ জন্যে এ কাজে আমি সাহায্য করব,' বলল সে গালিয়াকে।

'বেশ কথা! কাকীমা এবার আমরা যাই চল!'

'ছেলের দল! তৈরী? চল যাই!'

কলরবমুখর ছেলের দল হৈরৈ ঠেলাঠেলি করে গেট পেরিয়ে গেল।

'হায় ভগবান! এরা যে সব পিষে মারা যাবে!'

'হুকুম দাও, "যেমন ছিলে তেমন"।'

'ছেলেরা শোন! যেমন ছিলে তেমন!'

ঠেলাঠেলি বন্ধ করে ওরা উঠনে ফিরে এল।

'এবার বল, "দুজন করে লাইন কর"। ওরা ঠিকভাবে চলতে জানে না বটে!'

'দুজন করে লাইন কর! তোমরা ঠিকভাবে চলতে জান না বটে!'

ছেলের দল তাড়াতাড়ি দুজন করে দাঁড়াল।

'এবার "এ্যাটেনসন",' প্রম্প্‌ট করল গালিয়া।

'এ্যাটেনসন।' য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা চেঁচিয়ে হুকুম করলেন।

'এবার: "ফরওয়ার্ড মার্চ"।'

'ফরওয়ার্ড মার্চ!'

মিখাইল পেত্রভিচ জানালা দিয়ে তখনও চেয়ে আছেন। সার-বাঁধা দল চলেছে উঠনের ভিতর দিয়ে।

'ওদের গান গাইতে বল!'

'গান ধর!' ফুর্তিতে বলে উঠলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

স্টেডিয়াম তৈরীর কাজে রত ছেলেমেয়েরা যে গান গাইছিল ওরাও সেই গান ধরল। ইভানভ আর বরিসের টিম সামনের ধাপে হাজির হল। ইভানভকে অভিনন্দন জানিয়ে ছেলেরা টুপি নাড়তে নাড়তে গান গেয়ে চলেছে। লিওভা আসছে পিছনে দুটো ছোট ছেলের সঙ্গে। একটা বড় কোদাল টেনে চলেছে দুজন।

'চট করে কোদাল নাও,' হুকুম দিল বরিস।

পোড়ো জায়গায় প্রাণের স্পন্দন।

লিওভা আর গালিয়া মাটি বোঝাই স্ট্রেচার আনছে। লিওভা শ্বাস ফেলছে ঘন ঘন, পা টানছে কষ্টে আর হোঁচট খাচ্ছে বারবার।

'চল পা চালিয়ে! এই কি ছেলের লক্ষণ!' গালিয়া এক ধমক দিল।

'হাতের কাছে যখন এত বালি তখন তিনশ মিটার বোঝা টানা মুখ্যুর কাজ,' হাঁফাতে হাঁফাতে বলল লিওভা উলটো দিকের পারের দিকে মাথা নাড়িয়ে।

'কাছে যখন কোন পুল নেই তখন ও সব বাজে কথা বলে লাভ কী?'

'তাহলে আমাদের ...' লিওভা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল।

বরিসের দল কোদাল হাতে মার্চ করে এসে থেমে গেল।

'যথেষ্ট হয়েছে আমার!' গালিয়া তিতিবিরক্ত। 'ওর সঙ্গে আর কাজ করছিনে।'

বরিস লিওভার হাত থেকে স্ট্রেচার নিয়ে নিল।

'এবার কী হল লিওভা মশাই, বুঝলি তো মানুষের কেবল মস্তক হলেই চলে না।'

বরিস আর গালিয়া একদিকে চলে গেল, দলটা অন্যদিকে। একা একা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে লিওভা।

হেঁটে গেল নদীর পারে, সামনে বাড়ান হাতটায় একটা পেন্সিল, এক চোখ বন্ধ। পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে কী যেন লিখল।

সেইদিনকার সন্ধ্যা। মিখাইল পেত্রভিচের ডেস্কের ওপর একটা নকসা— নদীর একটা অংশ দেখা যাচ্ছে, দু'পারে দুটো স্তম্ভ, মাঝখানটায় একটা তার, তাতে একটা বালতি ঝোলান।

'তাহলে দেখুন মিখাইল পেত্রভিচ, আমার এই ঝুলন্ত তার দিয়ে সব ছেলেরা এক সঙ্গে যা না পারবে তার দশগুণ বেশী বালি নিতে পারব।'

'খুব ইণ্টারেস্টিং সত্যি!'

'ওরা আমাকে ঠাট্টা করেছিল। এবার দেখাব কোনটা বেশী দরকারি — মাথা না পা!'

'কাজ যে কথার চেয়ে দামী এটা হবে তারই প্রমাণ।'

'দু'দিনেই তৈরী হয়ে যাবে। উদ্বোধনের দিনটিতে আপনাকে নিমন্ত্রণ জানাতে পারি কি?'

'ধন্যবাদ। এ ত পরম আনন্দের বিষয়। তাছাড়া আমার স্ত্রী আর ভাইঝি কেন যে দিনের পর দিন গায়েব তাও জানা দরকার।'

শিরোনামা: দুই দিন পর।

প্রফেসরের জানালার নীচে একটা কুকুরের বাচ্চা একটা বিড়ালের সঙ্গে ঝগড়া করছে। তিমশা এল। আস্তিনের ওপর একটা পট্টি লেখা: 'কাজে রত।' হুইসিল বাজিয়ে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিল।

'ভাগ এখান থেকে! ঝগড়ার আর জায়গা পেল না!'

কুকুর আর বিড়াল দৌড়ে পালাল। খালি উঠনের ওপর চোখ বুলিয়ে তিমশা অদৃশ্য হল প্রবেশ পথে।

এসে খাড়া হয়ে দাঁড়াল প্রফেসরের পড়ার ঘরে মিখাইল পেত্রভিচ আর লিওভার সামনে।

'নমস্কার, কমরেড প্রফেসর! আজ আমি ডিউটিতে। উঠনে কোন গোলমাল নেই। আপনার কোন কাজ আছে নাকি?'

'কী বললে?'

'হয়ত আপনার কোন কাজ করে দিতে পারি। আমাদের উপদল ঠিক করেছে আপনার বৈজ্ঞানিক কাজে সাহায্য করবে।'

'ধন্যবাদ বাছা। খুবই কৃতজ্ঞ আমি কিন্তু ...'

'মিখাইল পেত্রভিচ, ওকে বলুন সেটটার কাছে থাকতে,' বলল লিওভা।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! শোন, লিওভা আমাকে ওর দড়ি-পথ পরীক্ষা দেখতে নেমন্তন্ন করেছে। খুব সম্ভব রাষ্ট্রীয় খামার থেকে সে সময় আমার ডাক আসবে। আমি যখন থাকব না তুমি তখন রেডিওর কাছে থাকতে পারবে তো?'

'রেডিওর কাছে? কিন্তু আমি যে জানি না।'

'আরে, একটা বাচ্চাও এটা করতে পারে। আমার কাছে যে খবর আসবে সেটা তুমি টুকে নেবে। তারপর সেট বন্ধ করে চলে যেও। এস এখানে, দেখিয়ে দিচ্ছি। কিছুই নেই এতে।'

সহর পাইওনিয়র ক্যাম্প। বীথিকা দিয়ে হাঁটছে পেরেভালভ, দ্রজ্‌দভ আর ওলগা।

'আচ্ছা, এখন ছেলেমেয়েদের হাজিরা কেমন?' রসিকতা করে জিজ্ঞেস করল দ্রজ্‌দভ।

'নিজেই দেখতে পাচ্ছেন,' জবাব দিল ওলগা।

ক্যাম্পে কাজ চলেছে পুরোদমে। দেখা যাচ্ছে পাইওনিয়ররা চলেছে তক্তা, খুঁটি আর অন্যান্য জিনিস নিয়ে।

গ্রীষ্মাবাসে মেয়েরা তৈরী করছে নানা রঙের ছোট ছোট নিশান। স্তিওপা ওদের জন্য সেলাই কলের হাতল ঘুরোচ্ছে।

ফ্যান্সি কটেজের পাশে ছুতোর মিস্ত্রির বেঞ্চের কাছে ছেলেরা কাজে ব্যস্ত।

'আমাদের নিজস্ব বেণ্ড এটা!' পেরেভালভ বলল গর্বের সঙ্গে।

প্যাভিলিয়নের ওপর একটা লেখা:

এখান থেকে যন্ত্রপাতি দেয়া হয়

যে মোটা ছেলেটিকে কটেজে ঘুমোতে দেখা গিয়েছিল সে এখন ছেলেদের সাঁড়াশী, হাতুড়ি, করাত ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিচ্ছে।

'যন্ত্রপাতি আমরা জোগাড় করেছি পাড়ার বাড়ি বাড়ি থেকে,' বলল ওলগা।

বিউগিল বাজল। ক্যাম্পে যারা ছিল সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিল পোড়ো জায়গার দিকে।

'চলুন তাড়াতাড়ি!' বলল ওলগা। 'দড়ি-পথের উদ্বোধন এখন।'

লিওভার দড়ি-পথ কাজের জন্য প্রস্তুত। পোড়ো জায়গায় একটা গাছ আর নদীর উলটো পারে একটা খুঁটি স্তম্ভের কাজ করছে। এদের সঙ্গে একটা তার লটকান আর কুঁদোর সঙ্গে একটা ঝুলন্ত পুরনো পিপে বালি বোঝাইয়ের বালতির কাজ করছে।

উত্তেজিত ছেলেমেয়ে নদীর দু'পারে জটলা করছে। য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা উদ্বেগ নিয়ে চেয়ে আছেন নদীর উলটো তীরে। ওখানে পিপের চারপাশে ছেলেদের ভিড়।

'লিওভা, পাগলামি কর না, নদীর মধ্যে পড়বে,' সাবধান করলেন তিনি।

'য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা,' অন্য পার থেকে চেঁচিয়ে বলল লিওভা, 'যন্ত্রটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য!'

'আবিষ্কারকেরই প্রথম যাত্রা করা উচিত,' বলল বরিস।

'উঠে পড়, লিওভা!' চেঁচিয়ে উঠল ছেলেরা।

'উঠে পড়!'

দড়িটা এক পাশে নিচু করে টাঙান। পিপে সহ কুঁদোটার নিজে থেকে এক পার থেকে আর এক পারে পেঁছবার কথা। এখন দড়ি ধরে পিপেটাকে এক দল ছেলে এক জায়গায় স্থির করে রেখেছে।

লিওভা পিপেতে ওঠার সময়ে চারদিক নিস্তব্ধ। বাইরের দিক থেকে সে সম্পূর্ণ ধীরস্থির, বিশেষ এক মুহূর্তে মহাপুরুষের যেমন ভাবটি হওয়া উচিত তেমনি।

'ছেড়ে দে পিপে!'

ছেলেরা দড়ি ঢিল দিল, পিপেটা ধীরে ধীরে এগুতে লাগল। মরচে-পড়া কুঁদোর সঙ্গে দড়ির ঘষায় খচমচ আওয়াজে নিঃশব্দতা ভাঙছে। গোলরক্ষক দৌড়িয়ে গেল জলের দিকে, হাতে একটা লম্বা আংটা। হঠাৎ পিপেটা জলের ওপর এসে থেমে গিয়ে অল্প অল্প দুলতে লাগল।

'কী ব্যাপার? থেমে গেল কেন? কী হয়েছে?' শোনা গেল গলার স্বর।

পিপে থেকে চোখ না সরিয়ে মিখাইল পেত্রভিচ এসে দাঁড়ালেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনার পিছনে।

'চুপ কর সবাই!' বলল লিওভা।

'কুঁদোটা পুরোনো, তাই আটকে গেছে। পেছনে টান!'

পিপেটাকে পারে টেনে আনা হল।

'বোঝা ভারি হওয়া চাই, তা হলেই চলবে,' পিপে থেকে বেরিয়ে এল লিওভা। 'বালি বোঝাই কর এটাতে।'

ছেলেরা কোদাল দিয়ে বালি বোঝাই করতে লাগল। আর একবার আবিষ্কারক উঠল পিপেতে।

'লিওভা, দড়ি টিঁকবে না!' চেঁচিয়ে উঠলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

'উত্তেজিত হয়ো না, প্রিয়ে। লোককে ঘাবড়ে দিও না,' ফিসফিস করে বললেন মিখাইল পেত্রভিচ। 'আমি বলছি, ওটা টিঁকবে।'

'মিশা, তুমি এখানে কী করছ?'

'কৌতূহল হল, তাই এলাম।'

'কী রকম মনে হচ্ছে?'

'খুবই ইণ্টারেস্টিং।'

লিওভাকে শুদ্ধ পিপেটা এবার নির্বিঘ্নে নদীর ওপারে পেঁছল।

'আবিষ্কারককে একটু দোলান যাক!'

আকাশে ছুঁড়ে লুফে-নেওয়া লিওভার দিকে প্রফেসর চাইলেন সহাস্যে।

রাষ্ট্রীয় খামার। একটা বাড়ির কাছে একটা লরি। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ইভানভ লরি থেকে প্যাকিং বাক্স নামানোর তদারক করছে। ওর হাতে একটা পোর্টেব্‌ল্‌ রেডিও সেট।

প্রফেসরের পড়ার ঘর। তিমশা ডেস্কের ওপর ছোট রেডিও সেটটাকে পরীক্ষা করে দেখছে সবিস্ময় ভয়ে। রিসিভার তুলে দেখে কানে চাপল। তারপর বাক্স হাতে ধরে রিসিভার কানে চেপে ঘরের মধ্যে গুরুগম্ভীরভাবে পায়চারি করতে লাগল।

'হ্যালো! কী খবর! কেমন আছেন?' রিসিভারের ওপর বোতাম টিপে থেকে থেকে বলে উঠছে ও।

রাষ্ট্রীয় খামারের ঘর যন্ত্রপাতিতে ভর্তি। সঙ্কেত যন্ত্রে অবিরাম আওয়াজ। ইভানভ রিসিভার তুলে নিল।

'হ্যাঁ!'

তিমশা এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে গেল, রিসিভার কানে চাপা।

ইভানভ টেবিলের ধারে বসে বলল:

'কে, মিখাইল পেত্রভিচ না কি?'

'না, মিখাইল পেত্রভিচ নয়,' তিমশা ফিসফিস করে জবার দিল।

ইভানভ অবাক হয়ে গেল।

'কে তাহলে?'

‘ডিউটিরত পাইওনিয়র। প্রফেসরকে যাতে কেউ বিরক্ত না করে এ জন্যে আমি উঠনে পাহারা দিই। প্রফেসর বাইরে গেছেন। আমাকে বলে গেছেন সেটে নজর রাখতে। ভুলে আমি বোতাম টিপেছি।’

ইভানভের মুখে মৃদু হাসি।

‘তুমি সেই খাঁদা-নাক ফুটবল খেলোয়াড় নাকি? তাই যেন মনে হচ্ছে। গলার স্বর চিনতে পেরেছি। আমি ইভানভ। এবার শোন। এই রেডিওগ্রামটা লিখে নাও।’

তিমশা বসে কালিতে কলম ডোবাল।

ইভানভ ডিকটেট করল:

‘রাষ্ট্রীয় খামারে সব যন্ত্রপাতি পেঁৗছেছে, ক্ষতিগ্রস্ত শুধু শর্টকাট ব্যাটারির একটা সেট।’

তিমশা কমা ছাড়া খবরটা লিখে ফেলল, বলল:

‘পড়ে শোনাব? শুনুন তবে। “রাষ্ট্রীয় খামারে সব যন্ত্রপাতি পেঁৗছেছে ক্ষতিগ্রস্ত শুধু শর্টকাট ব্যাটারির একটা সেট।” ’

‘ঠিক হয়েছে,’ জানাল ইভানভ। ‘আমাদের সেট কেমন লাগছে তোমার? দেখছ তো ফুটবলের চাইতেও মজাদার জিনিস আছে। বিদায়। ধন্যবাদ।’

‘বিদায়,’ বলল তিমশা।

এক সেকেন্ড চুপ করে থেকে নিজেকে নিয়ে খুশি বোধ করল। তারপর আবার কলম ডোবাল কালির মধ্যে...

রেডিওগ্রামের বয়ান দেখা গেল পর্দার ওপর।

‘কমাগুলো বসাই কোথায়?’ কানে আসে তিমশার ভাবনা-ভরা গলার স্বর। অনিশ্চিতভাবে কাগজের উপর দিয়ে কলম চালাতে চালাতে ‘ক্ষতিগ্রস্ত’র পর কমা বসিয়ে দিল। ‘যাক গে! কে যে ছাই এই কমা আবিষ্কার করেছে!’

পাইওনিয়রের গান গাইতে গাইতে প্রফেসর এলেন দরজার কাছে। কী ভেবে একটু থেমে হাসলেন:

'হ্‌ম্‌ম্‌! ভারি মজার!'

আবার সুরটা ভাঁজতে ভাঁজতে ভিতরে ঢুকলেন।

দেখা গেল ওঁকে পড়ার ঘরে।

'কমরেড প্রফেসর, আমি রেডিওগ্রাম পেয়েছি।' এক খণ্ড কাগজ দেখিয়ে সগর্বে বলল তিমশা।

খবরটা পড়ে প্রফেসরের মুখের পরিবর্তন হল।

'এটা ... এটা কী সম্পূর্ণ ঠিক?' শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ঠিক। কমরেড ইভানভ আমাকে দিয়ে পড়িয়ে শুনিয়েছেন, বলেছেন সব ঠিক আছে।'

প্রফেসরের হাত থেকে কাগজের টুকরো পড়ে গেল। ছুটে হলে ঢুকে বর্ষাতি হাতে ফিরে এলেন, টুপি মাথায় একটু হেলান। বললেন:

'ওদের বল ... বল আমি রাষ্ট্রীয় খামারে গেছি। গোলমাল হয়েছে,' বর্ষাতি পরতে পরতে উত্তেজনায় তোতলাতে তোতলাতে বললেন। 'কী দায়িত্বজ্ঞানহীন! কী সাংঘাতিক দায়িত্বজ্ঞানহীন!'

প্রফেসর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। তিমশা কাগজ তুলে নিয়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।

দ্রুজ্‌দভ আর পেরেভালভ দাঁড়িয়ে আছে কর্মচঞ্চল ছেলেদের মাঝখানে। কাঠ আর তক্তা বোঝাই একটা লরি এল, ওপরে ছেলেমেয়ে বসে।

'কমসমোল সদস্যরা, কমরেড দ্রুজ্‌দভ,' বলল পেরেভালভ। 'ওরা এসেছে সাহায্য করতে।'

তানিয়াকে অর্ধবৃত্তাকারে ঘিরে বরিস আর তার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে একদল ছেলের সঙ্গে। একজন রিপোর্টার তানিয়ার দিকে ক্যামেরা তাগ করল।

'হাস, নির্মাণ-কাজের কমরেড প্রধান। এ ছবি খবরের কাগজের জন্যে। অত

মন-মরা হয়ো না। (তানিয়া হাসতে রিপোর্টার ক্যামেরা ক্লিক করল।) হয়েছে! ধন্যবাদ!'

বরিস লক্ষ্য করল গোলরক্ষক চেয়ে আছে অনেক অনেক দূরে। ওর দৃষ্টি বরাবর চাইল সে, আর আর ছেলেরাও চাইল। সবাই হাঁ হয়ে গেল।

'ঝঞ্ঝা' দল এগিয়ে আসছে ওদের দিকে, হাবভাব বেশ নির্বিকার। ফুটবল টিমের পোষাক-পরা — নীল সার্টের ওপর বড় 'স' হরফ, আর সর্ট, নি-প্যাড, বুট।

স্টেডিয়াম নির্মাতারা ঈর্ষা ও প্রশংসার দৃষ্টিতে চাইল ওদের দিকে।

'ঝঞ্ঝা' টিম বরিসের দলের কাছে এগিয়ে এল। ক্যাপটেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বরিসের উদ্দেশ্যে মাথা নাড়ল একটু। ওলগা ওদের কাছে এগিয়ে এসে বলল:

'তাহলে তোরাও এসেছিস। খুশি হলাম। কিন্তু কোদাল আনিসনি কেন?'

'কোদাল? কেন?' বিস্ময়ের ভান করে জিজ্ঞেস করল ক্যাপটেন।

'কেন, কাজের জন্যে!'

'যত সব ছেলেমানুষি,' অবজ্ঞার সঙ্গে বলল ক্যাপটেন।

'আমরা তো আসল স্টেডিয়ামে খেলে থাকি,' বলল টিমের একজন।

টিম চলল রাস্তা বরাবর। ওলগা ওদের চলে যেতে দেখে বরিসের দিকে ফিরে বলল:

'শোন বরিস, গরমের শেষ নাগাদ যদি ওদের গো-হারান হারাতে না পারিস তাহলে তোরা মানুষ নামের যুগ্যি নোস!'

ওলগা চলে গেল। বরিসের টিম কাজ সুরু করল আবার। রেডিওগ্রাম হাতে করে তিমশা এসে হাজির।

লিওভা জিজ্ঞেস করল, 'রেডিওগ্রাম নিয়েছিস?'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত।'

ছেলেরা কাজ বন্ধ করল।

'অদ্ভুতটা কী?' জিজ্ঞেস করল বরিস।

'খবরটা পড়েই প্রফেসর খামারে রওনা দিলেন, বললেন, "গোলমাল হয়েছে।"'

'রেডিওগ্রামে কী লেখা ছিল?' জিজ্ঞেস করল লিওভা।

'এই যে, খবরটা ভালো। সব যন্ত্রপাতি খামারে পেঁছে গেছে। একটা মাত্র সেটের ক্ষতি হয়েছে, ব্যাটারি শর্টকাট। এই দেখ্।'

তিমশা রেডিওগ্রাম দিল বরিসকে। বরিস বার বার খবরটা পড়ল। ছেলেরা উদ্বিগ্নভাবে চেয়ে আছে বরিসের মুখে।

'তোর গ্রামারের কাণ্ড!' গর্জন করে উঠল বরিস। 'কমা বসিয়েছিস কোথায়? "ক্ষতিগ্রস্ত"র আগে না বসিয়ে পরে বসিয়েছিস!'

তিমশা বিরক্ত ও বিভ্রান্ত।

'কেন, কমায় কী দোষ করল!'

'কী দোষ করল!' বরিস গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল। 'দ্যাখ, কী করেছিস: "রাষ্ট্রীয় খামারে সব যন্ত্রপাতি পেঁছেছে ক্ষতিগ্রস্ত, শুধু শর্টকাট ব্যাটারির একটা সেট।"'

তিমশা ঘন ঘন চোখের পলক ফেলছে। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না।

'ট্রেনে করে খামার চল্লিশ মাইল,' নিচু গলায় বলল একজন।

'ঈস্, ভদ্রলোকের কী হেনস্থা,' তার সুর নকল করে বলল গোলরক্ষক।

'আমি চললাম... স্টেশনে... হয়ত ওঁকে থামাতে পারব,' বলল লিওভা। দৌড়ে গিয়ে নদীর পারের পিপেতে চাপল।

'লাগাও টান!' চেঁচিয়ে বলল ছেলেদের।

পিপেটা পেঁছল উলটো পারে। লিওভা লাফ মেরে ছুটে চলল।

বিষণ্ণ বদন ছেলেরা জমি কোপাতে লাগল যেমন-তেমন করে:

'তোর যাওয়া উচিত ছিল,' বরিসকে বলল গোলরক্ষক। 'লিওভা দৌড়তে পারে না।'

'এখন আর সময় নেই।'

গোলরক্ষক কোদালের ওপর ভর দিয়ে বলল:

'ইভানভ আজ রাতেই ফিরে আসছেন। আমাদের ট্রেনিংএর ইতি!'

তিমশা মাটিতে বসে পড়ল। হাঁটুর ওপর কনুই রেখে চুল জাপ্টে মাথা নাড়তে লাগল।

রিপোর্টার এল ছেলেদের কাছে।

'এস, সব কোদাল হাতে নাও। তোমাদের বালি ঢালার ছবি নেব।'

ছেলেরা পিপে থেকে বালি নামাচ্ছে। রিপোর্টার চেয়ে দেখল ভিউ-ফাইণ্ডারে:

'হাস! প্রাণ ফুটে উঠুক!'

ছেলেরা উৎফুল্ল হবার চেষ্টা করল, কিন্তু বৃথাই।

'হাস ছেলেরা! হাস সব!'

ছেলেরা ভয়ঙ্করভাবে দাঁত খিঁচোল।

রেলওয়ে স্টেশন। ইঞ্জিন হুইসিল দিয়েছে। ট্রেন চলতে সুরু করল। প্রফেসরকে একটি কামরার জানালায় দেখা যাচ্ছে।

লিওভা ছুটে এল প্ল্যাটফর্মে। 'মিখাইল পেত্রভিচ, থামুন! মিখাইল পেত্রভিচ!' চেঁচাতে চেঁচাতে বিশ্রীভাবে পাদানিতে চাপল লিওভা।

কামরার ভিতর প্রফেসর ও লিওভা।

'তোমার জরিমানার টাকা আছে আমার কাছে,' বললেন প্রফেসর। 'গোলমাল এই যে ট্রেন যাবে সোজা। যেতে দু'ঘণ্টা, আসতে দু'ঘণ্টা।'

প্রফেসর ঘড়ি দেখলেন। সাড়ে চারটে।

নদীর উলটো পারে পোড়ো জমি। মিখাইল পেত্রভিচ আর লিওভার আবির্ভাব অন্ধকারের ভিতর থেকে।

'এতখানি মূল্যবান সময় নষ্ট হল!' বললেন প্রফেসর।

‘স্রেফ একটা কমার জন্যে,’ যোগ করল লিওভা।

‘না না, এ শুধু একটা কমার প্রশ্ন নয়। এ হল সম্পূর্ণ অজ্ঞতা আর প্রাথমিক ব্যাকরণের প্রতি ইচ্ছাকৃত ঔদাসীন্য, মাথা খাটাবার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা।’ প্রফেসর চারদিকে চাইলেন। ‘দুঃখের কথা, পুল নেই কোথাও। তা হলে আর দু’মিনিটের মধ্যেই বাড়ি পেঁছিতে পারতাম।’

‘মিখাইল পেত্রভিচ, এই দড়ির পুলে উঠবেন?’

মিখাইল পেত্রভিচ আস্তে আস্তে চলতে সুরু করলেন:

‘মানে তোমার এই কলে?’

‘নিশ্চয়ই। আমরা তো কতবার এতে চেপেছি।’

‘উঁহুঁহুঁ! তোমার ওজন এক আর আমারটা অন্য।’

‘ভয় পাবেন না! আমরা পিপেটা বালি দিয়ে টাপুটুপু ভর্তি করেছি, কিন্তু একবারও ছেঁড়েনি। উঠুন, মিখাইল পেত্রভিচ!’

প্রফেসর পিপের কাছে এসে দেখে ইতস্তত করতে লাগলেন।

‘জানি না, বাছা। একদিকে আরও এক মাইল হাঁটতে এ বয়সে খারাপ লাগছে আর একদিকে এই অদ্ভুতভাবে ... উঁহুঁহুঁ ... এই ভাবে ...’

‘মিখাইল পেত্রভিচ! কেউ আপনাকে দেখতে পাবে না। যা অন্ধকার।’

‘উঁহুঁহুঁ ... খুবই অদ্ভুত বটে।’

লিওভা দড়ি ঢিল দিল।

‘মিখাইল পেত্রভিচ, উঠুন দয়া করে!’

‘বুঝতে পারছি আমার সহকর্মীরা কী বলবে,’ মিখাইল পেত্রভিচ ভয়ে ভয়ে পিপেতে চেপে বিড়বিড় করলেন।

‘শক্ত করে ধরেছ তো?’

লিওভা শক্ত করে দড়িটা ধরে রইল।

‘ধরেছি, আপনি চটপট করুন।’

‘ঠিক আছি। লোকে বলে ভগবান সাহসীকে ... উঁহুঁহুঁ।’

লিওভা দড়ি ছেড়ে দিল, পিপেটা গড়িয়ে চলল নদীর ওপর দিয়ে। সন্ধ্যার নীরবতার মাঝখানে পিপের কচমচ আওয়াজ ওঠে। তারপর শব্দ থেমে গেল।

'জানি না কেন থেমে গেল, বাছা!'

'কুঁদোটা জ্যাম হয়ে গেছে। আপনাকে টেনে আনছি দাঁড়ান। কিছু বালি ভরতে হবে।'

লিওভা চেষ্টা করল, কিন্তু পিপেটা নড়ল না।

'কী বিশ্রী কান্ড! আমার জোরে কুলোচ্ছে না বা ওটা শক্ত করে এঁটে বসেছে।'

'উঁহুঁহুঁ, উঁহুঁহুঁ!'

'মিখাইল পেত্রভিচ!'

'বল!'

'আপনি একটু অপেক্ষা করুন। আমি দৌড়ে ছেলেদের ডেকে আনছি।'

'উঁহুঁহুঁ! ছেলেদের কেন? না না, নিজেই কিছু একটা কর। ভিড় জমাতে চাইনে আমি।'

লিওভা আর একবার টান মেরে মাটিতে ছিটকে পড়ল।

'দড়ি ছিঁড়ে গেল!'

প্রফেসর কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইলেন।

'মনে হচ্ছে তোমার পরামর্শ নিয়ে ভালো করিনি।'

'মিখাইল পেত্রভিচ, এটা ছিঁড়েছে ঠিক কুঁদোটার কাছে। একটু সবুর করুন। আমি ওপারে গিয়ে দড়িটা আপনাকে ছুঁড়ে দেব। ওপার থেকে টানা সুবিধে হবে।'

'বিশেষ ভালো বোধ হচ্ছে না। যতক্ষণ না তুমি গিয়ে পেঁছিও ততক্ষণ এ ভাবে ঝুলে থাকা। ঈস্!'

'দেরী হবে না আমার!'

পাইওনিয়র ক্যাম্প খালি। স্তিওপা চেয়ে আছে তিমশার দিকে। তিমশা

বসে আছে ঘাসের ওপর, মাথা নাড়ছে আর গোঁ গোঁ করছে। ছেলেরা বিষণ্ণ বদনে ওর চারপাশে দাঁড়িয়ে।

'ট্রেন এসে গেল, কিন্তু প্রফেসর বা লিওভা কেউ এলেন না,' বলল বরিস।

'আচ্ছা কে গিয়ে খবর দেবে ?' জিজ্ঞেস করল গোলরক্ষক। 'ওঁরা ভাবছেন।'

'তিমশা যত নষ্টের গোড়া। ও এখন ধাক্কা সামলাকে।'

'ইভানভ আছেন ওখানে ... আমার বরং নদীতে ডুবে মরা ভালো,' তিমশা জবাব দিল ধরা গলায়।

'ব্যস, আর চিন্তা নেই,' বলেই বরিস ওর ব্যাগ থেকে কাগজ আর পেন্সিল বার করল। 'স্তিওপা, আয় এখানে!'

প্রফেসরের বাড়ির খাবার ঘর। য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা আর গ্যালিয়া টেবিলে বসে। ইভানভ উদ্বেগ নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে।

'আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! আপনি কি ছেলেদের জিজ্ঞেস করেননি ?' য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনাকে জিজ্ঞেস করল ইভানভ।

'ছেলেরা ... হ্যাঁ, ছেলেরা যেন কেমন অদ্ভুত ব্যবহার করল। পোড়ো জায়গায় ওদের সঙ্গে আমার দেখা হল বটে, কিন্তু ওরা কেউ আমার দিকে মুখ তুলে চাইল না। প্রফেসরের রাষ্ট্রীয় খামারে যাওয়া নিয়ে তিমশা বিড়বিড় করে কী যেন বলল, কিন্তু আর একটি কথাও কইল না। তাছাড়া সারা সন্ধ্যা আমাকে কেবলি এড়িয়ে চলছে।'

ঘণ্টা বাজল। য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা লাফিয়ে উঠলেন।

'ফিরেছে শেষ পর্যন্ত!'

গালিয়া ঘরের বাইরে ছুটে গিয়ে স্তিওপাকে সঙ্গে করে ফিরে এল।

'এই আপনার চিঠি,' বলল স্তিওপা।

য়েলেনা দ্‌মিত্রিয়েভনা চিঠিখানায় চোখ বুলিয়ে কোন কথা না বলে ইভানভের হাতে দিলেন। জোরে জোরে চিঠিখানা পড়ল সে:

'শ্রদ্ধেয় য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা ও ইভান সের্গেয়েভিচ, দয়া করে দুশ্চিন্তা করবেন না। সবকিছুর জন্যে আমাদের দলই দায়ী, কারণ আমাদের কমরেডের জন্যে আমাদেরই জবাবদিহি করতে হবে। প্রফেসর শীঘ্রই বাড়ি ফিরবেন। আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনাদের কথা দিচ্ছি, তিমশাকে নতুন মানুষ বানাব।' 'মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না,' স্তিওপার দিকে ঘুরে বলল ইভানভ। 'আর কিছু খবর আছে?'

'না, কিছু নেই।'

'ওরা নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছিল?'

'তিমশা বলল, "আমার বরং নদীতে ডুবে মরা ভালো।"'

'চল আমাদের সেখানে নিয়ে!' হুকুম করল ইভানভ।

পোড়ো জমি। লিওভা বেরিয়ে এল অন্ধকার থেকে।

'এসে গেছি, মিখাইল পেত্রভিচ।'

'তুমি দৌড়িয়ে ভালো এ কথা বলতে পারছিনে।'

'আপনাকে আনলাম বলে। ধরুন এই দড়িটা।'

'ধরব, বটে। পাঁচ বছরের ছেলেও যে এর চাইতে দূরে ছুঁড়তে পারে।'

'জাড্যশক্তি কম।'

'কী?'

'জাড্যশক্তি। দড়ির সঙ্গে একটা ভার বাঁধতে হবে। এই যে কাঠের টুকরো পেয়েছি একটা ...'

'দেখ, ওটা দিয়ে আমার মাথা ফাটিও না। তোমার যা ক্ষমতা দেখছি তাতে অবিশ্বাসের কিছু নেই।'

'ধরুন এটা!'

'চেষ্টা করছি।'

জলের ভেতর ছলাৎ করে আওয়াজ হল।

'বড় ভারী। আপনার কাছ থেকে একটু দূরে পড়েছে।'

'তাই নাকি? ঈস, মাথা স্রেফ খারাপ না হলে আমার এই বয়সে তোমার মতো চৌকস ছেলের ওপর বিশ্বাস করি! বোধ করি দড়ি নিয়ে আমার দিকে সাঁতরে আসতে পারবে।'

'আমি... সাঁতার তো আমি জানি না।'

'চমৎকার!'

লিওভা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, হাতদুটো ঝুলছে পাশে।

'বুঝতে পারছি আমাদের এই দৃশ্য কী হাস্যকর! এক বুড়ো পিপেতে আটকা পড়েছে আর এক যুবক... এমন যুবক যে না জানে সাঁতার, না পারে দড়ি ছুঁড়তে। কিছু একটা ভেবে বের কর। মনে পড়ছে তুমি জোর গলায় বলতে মস্তিষ্কটাই সব। বেশ, তোমার ঐ মস্তিষ্ক দিয়ে এখান থেকে উদ্ধার কর আমাকে!'

'কিন্তু মিখাইল পেত্রভিচ, আপনিও তো বলতেন মানুষের মাংসপেশীর প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন ...'

'ঠিক কথা! কিন্তু আমি যা বলতে চেয়েছিলাম তা হল শারীরিক ও মানসিক বিকাশের সুসমন্বয়। এইটে অত্যাবশ্যকীয় মানুষের পক্ষে। ধর প্রাচীন গ্রীকদের কথা। বা ইভানভ, ভালো ডিজাইনার আবার চমৎকার খেলোয়াড়। আর তুমি? তুমি একটা কলঙ্ক, বৎস!'

পাইওনিয়র ক্যাম্প।

'কলঙ্ক!' মন-মরা ছেলেদের সম্বোধন করে বলল ইভানভ। 'তোমরা কি ভেবেছ মাংসপেশীতেই মানুষের একমাত্র শক্তি? গরিলা মহা শক্তিশালী ও চটপটে জীব, কিন্তু ওর মস্তিষ্ক নেই। দুর্বল মানুষের সঙ্গেও সে পেরে উঠবে না।'

'ধিক তোমাদের!' বললেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

আবার নদীর তীর।

'মিখাইল পেত্রভিচ! আমি একটা ফন্দি বার করেছি! এবার আপনাকে নিয়ে আসব!' লিওভা চটপট পোষাক খুলতে লাগল।

'কী করছ?'

'কাঠ পেয়েছি। ওটা ধরে সাঁতার কাটব।'

'ও সব করতে যেও না। পড়ে যাবে। বরং গালিয়াকে ডেকে আন।'

'গালিয়া? প্রাণ গেলেও না। আপনার কাছে এলাম বলে!'

কাঠটা টেনে জলে নামল লিওভা।

'বড়ই ধীরে ধীরে আসছ তুমি।'

'এই এলাম বলে... উঃ! স্রোতটা একপাশে টানছে...'

সবকিছু নিঃশব্দ।

'কোথায় তুমি?'

'এইখানে...' দূর থেকে আওয়াজ এল। 'হাতদুটো ব্যস্ত। পা চালাতে পারছি না।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর অন্ধকারে অনেক দূর থেকে, 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ডাক শোনা গেল।

ইভানভ, য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা আর ছেলেরা আর্ত চিৎকারে চমকে উঠল।

'হায় ভগবান, কী ওটা?'

'লিওভার গলা', বলল বরিস।

সবাই ছুটল নদীর দিকে।

'বাঁচাও!' ভেসে এল ক্ষীণ কণ্ঠ।

সবাই ছুটছে নদীর পার ধরে। মরিয়া হয়ে কাঠের গুঁড়ি আঁকড়ে ধরে নদীর মাঝ দিয়ে ভেসে চলেছে লিওভা।

'লিওভা! তুই নাকি!'

'হ্যাঁ, কিন্তু আগে প্রফেসরকে বাঁচাও... পরে আমাকে।'

'হায় ভগবান, কী হয়েছে ওঁর?'

'উনি ... উঃ! পিপেতে।'

বরিস জামাকাপড় না খুলেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁতার কাটতে হল না, জল কোমর পর্যন্ত। লিওভা শুদ্ধ গুঁড়িটাকে ঠেলে আনল পারের দিকে।

'চল!'

সবাই ছুটল প্রফেসরের সাহায্যে।

উত্তেজিত বন্ধু পরিবৃত মিখাইল পেত্রভিচ পিপে থেকে বেরিয়ে এলেন।

'তুমি যে এখনো একটা শিশু এ ধারণা আমার ছিল না,' বললেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

'তা গিন্নি, মাঝে মধ্যে এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার মতো বয়সের লোকের পক্ষে ভালো। পিপেতে বসে কয়েকটা বিষয়ে আমার মত পাল্টেছে। উঁহুঁহুঁ, হ্যাঁ ইভান সের্গেয়েভিচ, পরশু আমরা লিওভাকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় খামারে যাচ্ছি। যতটা জানি, সেখানে কাজ করে যে ছাত্ররা তারা খেলাধুলো করে, তাই না?'

'হ্যাঁ, একজন খেলে আমারই টিমে, মিখাইল পেত্রভিচ।'

'চমৎকার! ছেলেটিকে বলব লিওভাকে মানুষ করতে।'

'মিখাইল পেত্রভিচ!' তিমশার দিকে তাকিয়ে বলল ইভানভ।

'হুঁ, কী বলছ?'

'আমি দু'চার দিনের ভেতরেই 'বিস্ফোরণ' দলকে কোচ করতে সুরু করব। কিন্তু তা করার আগেই প্রতিবার একে ব্যাকরণের সব নিয়ম ঝালিয়ে নিতে বলব। মানুষ বানিয়ে তবে ছাড়ব ওকে।'

দেড়মাস বাদে

সকালবেলা। পাইওনিয়র বিউগিল মুখে লাগিয়ে বাড়ির উঠনে দাঁড়িয়ে আছে তানিয়া।

বিউগিলের প্রথম আওয়াজ পেয়ে জানালা দিয়ে ছেলেদের অনেকগুলো মুখ উঁকি দিল।

আর এক উঠনে একটি ছেলে বিউগিল বাজাচ্ছে। সর্ট আর গেঞ্জি পরে ছেলেরা বেরিয়ে আসছে।

তৃতীয় আর একটা বিউগিল বাজল রাস্তায়। জানালার দিকে চেয়ে বিউগিলবাদক রাস্তা ধরে মার্চ করে চলেছে। কাঁধে তোয়ালে ফেলে সর্ট আর গেঞ্জি পরা ছেলেমেয়ের দল ছুটেছে পাইওনিয়র ক্যাম্পের গেটের দিকে।

ক্যাম্প। ছোট্ট ফ্যান্সি কটেজ। ছাদে একটা খুঁটিতে এরিয়েল লাগান। দরজার ওপর লেখা:

রেডিও ঘর

গালিয়া আর তিমশা দরজায় দাঁড়িয়ে ছুটন্ত ছেলেদের দেখছে। স্টেডিয়ামের দিকে শেষ ছেলেটি চলে যেতে তিমশা বলল:

'রেডিওটা চালাব?'

'চালা।' বলল তানিয়া।

রেডিওর যন্ত্রপাতিতে ভরা ঘরে ঢুকে তিমশা ওদের জোড়-লাগান ট্র্যান্সমিটারের চাবি ঘোরাল। ডায়াল চকচক করে উঠল। তিমশা ছুটে এল বাইরে।

ও আর গালিয়া ছুটে গেল স্টেডিয়ামে। ওতে আছে ফুটবলের মাঠ, ভলিবলের জায়গা, হরাইজনটাল বার, রিঙ ও অন্যান্য ব্যায়াম যন্ত্র।

প্রায় দুশ ছেলেমেয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।

ওলগা স্ট্যান্ডের একটা বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে।

'এ্যাটেনসন! চুপ কর সব!' খুঁটির সঙ্গে লাগান লাউডস্পীকারের দিকে চেয়ে বলল সে।

খুট করে একটা আওয়াজের পর ঘোষকের কণ্ঠ শোনা গেল:

'প্রাতঃ ব্যায়ামের জন্যে তৈরী হও। প্রথম ব্যায়াম: হাত মেলে ও ওপরে তুলে আঙুলে ভর দিয়ে ওঠ। এক! আঙুলে ভর দিয়ে নিশ্বাস টান। বুক চিতাও, চিতাও! পাশে হাত নাবাও, নিশ্বাস ছেড়ে দাও!'

রাষ্ট্রীয় খামারের মাঠের ক্যাম্প। ট্র্যাক্টর ড্রাইভার আর কম্বাইন চালকদের জন্য একটা চাকাওয়ালা ঘর। তারই পাশে একটা তাঁবু। এর সামনে প্রফেসর, লিওভা আর একজন যুবক প্রাতঃ ব্যায়াম করছে। যুবকটি এক সময় ফুটবল বিভাগে ছেলেদের ভর্তি করার কাজ করেছিল।

ব্যায়ামের পর শরীর মর্দন চলল, হাতা দিয়ে জল দিতে লাগল একজন আর এক জনের গায়ে।

'ম্যাচের আর তিন দিন শুধু বাকি,' বলল লিওভা। 'কে জিতবে বলে মনে হয় আপনার?'

'জানিনে বৎস,' জবাব দিলেন প্রফেসর। 'আশা করা যাক "বিস্ফোরণ" "ঝঞ্ঝা"কে হারাবে।'

'স্ভিয়াজিস্ত' স্টেডিয়ামে পোষাক পরার ঘর। ট্রেনিং শেষ করে 'ঝঞ্ঝা' টিম বাইরে যাবার পোষাক পরছে। ক্যাপটেনের হাতে খবরের কাগজ, পড়ছে জোরে জোরে:

'আমাদের সহরে এখন চল্লিশটি খেলার মাঠ ও ছোট ছোট স্টেডিয়াম খোলা হয়েছে। ৭ নং পাইওনিয়র ক্যাম্পের পাইওনিয়রদের অনুপ্রেরণায় বালক বালিকারা এগুলি গড়ে তুলেছে। কাল দুপুর থেকে জুনিয়র লিগের খেলা সুরু হবে "স্ভিয়াজিস্ত" স্টেডিয়ামে।'

কোচ ও ইভানভের প্রবেশ।

'সময় একটু বদলে গেছে,' বলল কোচ। '"বিস্ফোরণ"এর সঙ্গে তোমাদের খেলা কাল, তিন দিনের মধ্যে যে কথা ছিল তা নয়। আশা করি আমার মুখ রাখবে।'

'ও, "বিস্ফোরণ"এর সঙ্গে? দেখতে হবে না, খটখটে করে ছাড়ব।'

'আমারও তো সেই বিশ্বাস। ইভান সের্গেয়েভিচের সঙ্গে বাজি ধরেছি এক ডজন কেক। কেমন, কেক খাব তো?'

'নিশ্চয়ই!'

'গ্র্যান্ড!'

কিছু দূরে গিয়ে কোচ ইভানভের দিকে ফিরল:

'অত গরম হয়ো না! আমি জীবনে তোমার টিমের মতো অনেক খেলোয়াড়দের তালিম দিয়েছি। তোমার টিম দেখেছি। আমারটাকেও জানি। আকাশ পাতাল ফারাক!'

'"বিস্ফোরণ"কে তুমি দেখেছ দু'মাস আগে!' ইভানভ বলল চটে গিয়ে।

'তাতে কী হয়েছে?'

'আর এক ডজন ধরবে বাজি?'

'বেশ তো!'

দুজনা হাত মেলাল।

'বিস্ফোরণ' দল নিজেদের স্টেডিয়ামের মাঠে মহড়া দিচ্ছে। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের মুখে এক এক টুকরো কাগজ। এক গাদা দর্শক, তার মধ্যে ক্লাবের সদস্য ও 'ঝঞ্ঝা' দলের দুটি ছেলে। একটা খুঁটির সঙ্গে টাঙান 'উত্তরের আসন' লেখা জায়গাটা দর্শকদের।

ইভানভ মাঠে এল। খেলোয়াড়রা ওকে ঘিরে ধরল।

'মুখে ওগুলো কেন দিয়েছ?'

'নমস্কার ইভান সের্গেয়েভিচ! আমরা চুপ থাকার চেষ্টা করছি।'

তিমশা বুঝিয়ে বলল, 'আপনিই তো বলেছেন খেলার সময় আমরা বেজায় হুল্লোড় করি।'

'ফেলে দাও ওসব! আমরা চাই আসল শৃঙ্খলা, মুখের ছিপি নয়। জায়গা নাও! তোমাদের ঠিক ঠিক পাসগুলো দেখতে চাই।'

ছেলেরা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে একজন আর একজনের কাছে সুন্দর বল পাস করতে লাগল।

'ঝঞ্ঝা'র ছেলেদুটি অবাক। একজন চাইল আর একজনের দিকে উদ্বিগ্নভাবে।

'দেখেছিস ব্যাপারটা?'

'হুঁ, খেলা কঠিন হবে!'

তিমশা বলের যাদুকর। সে সহজে বল নিয়ে যায়, পা আর মাথা চলে সমানে।

'দেখছিস ব্যাপারটা?' আবার প্রশ্ন করে 'ঝঞ্ঝা'র ক্যাপটেন।

ইভানভ হুইসিল বাজাল। ছেলেরা ছুটে এল ওর কাছে।

'আজকের মতো যথেষ্ট ... তিমশা!'

তিমশা চলল এগিয়ে।

বরিসের দল চুপচাপ-খেলার প্যাভিলিয়নে। তানিয়া, গালিয়া, য়েলেনা দমিত্রিয়েভনা আর ইভানভও সেখানে।

তিমশা টেবিলে বসে লিখছে।

'হল?' জিজ্ঞেস করলেন য়েলেনা দমিত্রিয়েভনা। তিমশা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল।

য়েলেনা দমিত্রিয়েভনা কাগজটা তুলে নিয়ে থিতিয়ে থিতিয়ে পড়তে লাগলেন:

'"নীপার মহামহিম ... যখন ... মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ ...।" এর জন্যে ওকে পুরো নম্বর দিতাম।'

তিমশা আনন্দ না দেখাবার চেষ্টা করছে। ছেলেরা খুশি:

'সারা টিম ওকে পড়াচ্ছে।'

'বাক্য কাকে বলে?' জিজ্ঞেস করল ইভানভ।

'কতকগুলি শব্দ বা একটিমাত্র শব্দ যখন সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তখন তাহাকে বাক্য বলে,' এক ঝটকায় বলে ফেলল তিমশা।

'খাসা ছেলে! পরীক্ষা তোমার কাল সকালে?'

'হ্যাঁ, দশটায়।'

'দেরী কর না। ম্যাচ আরম্ভ বারটায়। পরীক্ষায় ফেল করলে খেলতে দেব না।'

'আমরা ওকে ছ'টায় তুলে দেব,' বলল বরিস।

পরের দিন সকাল

'এবার সাঁতার!' স্টেডিয়ামের লাউডস্পীকার থেকে ভেসে এল।

দুশ ছেলেমেয়ে দৌড়ে নদীতে গিয়ে ঝাঁপ মারল।

গালিয়া, তানিয়া আর 'বিস্ফোরণ'এর ছেলেরা জল থেকে উঠে তোয়ালে দিয়ে জোরে জোরে গা ঘষতে লাগল।

'বাক্য কাকে বলে?' তিমশাকে জিজ্ঞেস করল গালিয়া।

'কতকগুলি শব্দ বা একটিমাত্র শব্দ যখন সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তখন তাহাকে বাক্য বলে। কী ব্যাপার, একই প্রশ্ন বার বার জিজ্ঞেস করছিস?'

'ঠিক আছে। ব্রেকফাস্ট খেয়ে স্কুলে যা,' বলল বরিস। 'আর রিপোর্টের কথা ভুলিস না যেন।'

'ও!' চেঁচিয়ে উঠে মাথা জাপ্টে ধরল তিমশা।

'কী ব্যাপার?'

'ভাই রে ভাই!' আর্তস্বর পঞ্চমে উঠল।

উদ্বেগভরে ছেলেরা এসে জুটল ওর পাশে।

'ব্যাপারটা কী, তিমশা?'

'রিপোর্ট! রিপোর্টটা... লিওভার কাছে। ও এখন রাষ্ট্রীয় খামারে। সবাই সহরের বাইরে। ওর ফ্ল্যাট চাবি বন্ধ। কী হবে ভাই রে!'

'চুপ কর!' ধমক দিল বরিস। 'ও তো ম্যাচে আসবে।'

'ও আসবে বুধবার—আমার কার্ড চাই আজকেই!'

আতঙ্কে ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

'আয়!' হঠাৎ বলল গালিয়া।

সবাই ঢুকল রেডিওর ঘরে। গালিয়া পোর্টেব্‌ল্ সেটটা রাখল তিমশার সামনে।

মাঠের ক্যাম্প। লিওভা সাইকেলে পাম্প করছে।

প্রফেসর তাঁবু থেকে উঁকি মেরে বললেন:

'লিওভা, তোমাকে ডাকছে।'

রেডিওর ঘর।

তিমশা নাড়ি গুণছে, ঠোঁট নড়ছে মৃদু মৃদু। ঠোঁট দেখেই বলা যায় কত দ্রুত তার হৃৎপিণ্ড ধকধক করছে।

গালিয়া রিসিভারে কথা বলছে:

'লিওভা? শোন্ লিওভা, খুব জরুরী। তিমশা তোর সঙ্গে কথা কইবে।'

তিমশাকে দিল রিসিভারটা।

'হ্যালো লিওভা! তুই জানিস, এক ভয়ঙ্কর ভুলে তোর আর আমার রিপোর্ট পাল্টাপাল্টি হয়ে গেছে। কী? পরে তোকে সব বুঝিয়ে বলব। "ঝঞ্ঝা"র সঙ্গে আমাদের ম্যাচের তারিখ বদলে গেছে, আজই খেলছি আমরা। পরীক্ষা দিচ্ছি আজ সকালে; আমার রিপোর্টে ভালো নম্বর না থাকলে খেলতে পাব না।'

লিওভা তাঁবুর ভিতর সেটের পাশে উবু হয়ে বসে আছে।

'শোন, রাষ্ট্রীয় খামার থেকে ট্রেন ছাড়বে পনের মিনিটের মধ্যে আর আমি এখন আছি মাঠের ক্যাম্পে। কী? খামার থেকে চৌদ্দ মাইল। কী? না না, কোন গাড়ি নেই এখানে। খেলায় হেরে যাবে? দাঁড়া, তিমশা, মিনিটখানেকের মধ্যে তোকে জবাব দিচ্ছি।'

লিওভা একটা কম্পাস হাতে বাইরে এল। পায়ের তলা থেকে একটা ডেন্ডিলিয়ন তুলে ফুঁ দিয়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল, কম্পাস দিয়ে ওর গতি থেকে দিক নির্ণয় করল।

আবার এল সেটের কাছে:

'তিমশা, আমি যাচ্ছি। কী করে? আমার বের-করা একটা নতুন কায়দার সাহায্যে। স্কুলে রিপোর্ট নিয়ে পেঁছব।'

লিওভা গ্রামের রাস্তায় সাইকেল নাবাল। পিঠের সঙ্গে হালকা মাস্তুলে একটা পাল বাঁধা।

'ব্রেক ঠিক করে দিইনি, দিয়েছি কি?' যে ছাত্রটি লিওভাকে এগিয়ে দিচ্ছিল সে বলল।

'ও সবের আর সময় নেই!'

লিওভা লাফিয়ে উঠল সিটে।

'সুন্দর বাতাস!'

'ধন্যবাদ!'

সাইকেল চলতে লাগল ধীরে ধীরে। লিওভা দড়ি টেনে পাল খুলে দিল। সাইকেলের বেগ বাড়তে লাগল। খাড়া বাঁকের কাছে সে পালটাকে নাবিয়ে দিয়ে প্যাডাল ব্যবহার করল। তারপর পিছনে বাতাস পেয়ে আবার তুলে দিল পাল।

মাঠে দুটো বার্চ গাছ, ওদের মাথাদুটো বাতাসে নুইয়ে পড়ছে। লিওভা চলেছে সোজা রাস্তা ধরে। দড়ি ধরে হাত ক্লান্ত। বেঁধে দিল হাতলের সঙ্গে। ঢিলে হাওয়ায় পাল নেবে গেল। এবার সে তিন গিঁঠ দিয়ে বাঁধল দড়িটাকে।

বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি উঠল, তার সঙ্গে রাস্তায় ছড়ান খড়ের টুকরো।

সরু রাস্তা ধরে লিওভার দিকে ঢিমে তালে আসছে একটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি। হাতলটাকে এক হাতে ধরে আর এক হাত দিয়ে গিঁঠ খোলার চেষ্টা করল লিওভা। বৃথাই চেষ্টা! গিঁঠ কষে আটকে গেছে। লিওভা ছুরির জন্য পকেট হাতড়াতে লাগল। ছুরি নেই। গাড়িটা এগিয়ে এসেছে। ধাক্কা লাগল

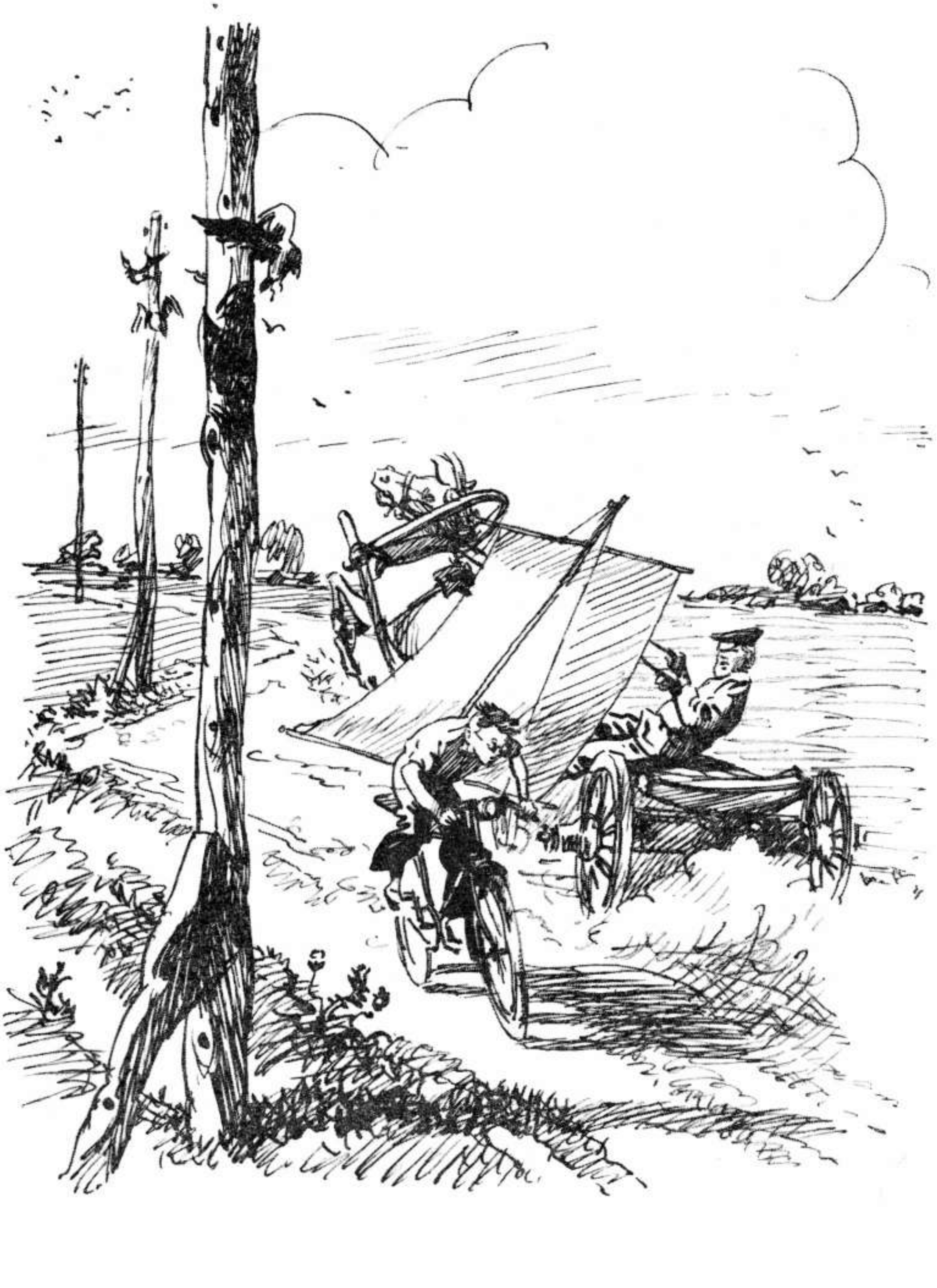

বলে! ঘোড়াটা এই অদ্ভুত বাহনটিকে দেখে ভয় পেয়ে গাড়ি নিয়ে ছিটকে চলে গেল রাস্তার পাশে। লিওভা তীরবেগে বেরিয়ে গেল কপালের ঘাম মুছতে মুছতে।

রাস্তা এবার ঢালু হয়ে নেবেছে দুই টিলার মাঝ দিয়ে। একটা লেখা টাঙান: 'পথ নেই। পুল মেরামত হচ্ছে।' আর একবার লিওভা পাগলের মতো চেষ্টা করল গিঁঠ খুলতে। তারপর দু'হাত দিয়ে হাতল চেপে চাইল সামনে, চোখে মুখে হতাশা।

পুলের পাটাতন সরান। একখানা গুঁড়ির ওপর দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে গেল লিওভা। পুলের মিস্ত্রীরা লাফিয়ে উঠে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

সামনে রাষ্ট্রীয় খামারের বাড়িঘর। এক পাল গরু রাস্তা আটকে আছে। লিওভা চোখ বুজে গরুগুলোর মাঝখানে সমানে সাইকেল চালিয়ে দিল। গরুগুলো ছিটকে পড়ল চারদিকে। ছুটে চলল লিওভা।

বাড়িগুলো এবার খুব কাছে। রাস্তার পাশে খড়ের গাদা। লিওভা রাস্তা ছেড়ে এসে পড়ল খড়ের গাদার ভিতর।

তিমশা ছুটে এল বারান্দায়। ওখানে তিনটি ছেলে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

'লিদিয়া ভাসিলিয়েভনা আছেন কি?'

'হ্যাঁ!'

'পরীক্ষা সুরু হয়েছে?'

'হ্যাঁ। উনি লোকদের ওখানে জীবনভর আটকে রাখেন।'

তিমশা চট করে বারান্দার দেয়াল-ঘড়ির দিকে চাইল। এগারটা বাজতে পনের।

'শোন্ ছেলেরা, ছেড়ে দে আমাকে। আজ একটায় আমায় খেলতেই হবে।'

' "বিস্ফোরণ" দলে তো? নিশ্চয়ই, যা যা।'

ছুটন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে লিওভা।

স্কুলের ঘড়িতে এগারটা। দরজা খুলতে ছুটে বেরিয়ে এল একটি উস্কোখুস্কো চেহারার ছাত্র।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বলল, 'সওয়া ঘণ্টা!'

ছোটখাট গোলগাল এক শিক্ষিকা এলেন দরজার কাছে। মুখে একটি স্মিত সৌম্য ভাব।

'পরের জন!' বললেন তিনি, মুখে মৃদু হাসি।

তিমশা লাফিয়ে উঠল। আর একটি ছেলেও দাঁড়াল একই সঙ্গে।

'লিদিয়া ভাসিলিয়েভনা, আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করার ছিল।'

'বল।'

'আমার কার্ডখানা যেন কোথায় ফেলে এসেছি। পরীক্ষায় পাস করলে আপনি আমাকে একখানা সার্টিফিকেট দেবেন কি?'

'অন্য সার্টিফিকেট অচল। তোর নম্বর ও আচরণের একমাত্র দলিল হল স্কুল রিপোর্ট। বাড়ি গিয়ে খুঁজে আন্।'

তিমশার মুখে উদ্বেগ। ঘরে ঢুকেই সে ছুটে গেল খোলা জানালার কাছে।

'এখনও আসেনি?' গলা সামলে জিজ্ঞেস করল সিঁড়িতে বসা বন্ধুদের।

ওরা মাথা নেড়ে জানাল আসেনি।

'এই যে, কী খবর তিমশা? তুই গুড মর্নিং বলতেও ভুলে গেছিস।'

তিমশা চট করে মাথা ফেরাল:

'ক্ষমা করবেন! গুড মর্নিং, লিদিয়া ভাসিলিয়েভনা! আশা করি আমাকে বেশী সময় আটকে রাখবেন না। আজ একটায় আমার ম্যাচ আছে।'

লিদিয়া ভাসিলিয়েভনা ভ্রূ কোঁচকালেন:

'তুই কী জানিস না জানিস বোঝবার জন্যে যতক্ষণ দরকার রাখতেই হবে তোকে।'

ট্রেন স্টেশনে ঢুকল। গাড়ি না থামতেই ঝাঁপ দিল লিওভা।

লিদিয়া ভাসিলিয়েভনা ঘরে পায়চারি করতে করতে শ্রুতিলিখন দিচ্ছেন:

' "একদিন প্রত্যূষে আঁকাবাঁকা পথ ধরে ..." যা বলছি লেখ্‌ তিমশা, জানালার দিকে গলা বাড়াস না।'

তিমশা সিটে বসল:

'কটা বেজেছে, লিদিয়া ভাসিলিয়েভনা ?'

'আমার কাছে ঘড়ি নেই। লেখ্‌, আজে বাজে প্রশ্ন করিস না, "লম্বা ঘাসের মধ্যে পায়চারি করছিল খাট ও বলিষ্ঠ একজন লোক ..." '

লিওভা দড়ি-পথের পিপেতে উঠল। ধাক্কা দিতে এগিয়ে গেল সে। কুঁদোটা জ্যাম হয়ে গেল। লিওভা হাতপা দিয়ে দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে ওপারে পেঁছল।

তিমশা জানালার বাইরে চাইল, তারপর ডেস্কের পিছনে বসা শিক্ষিকার দিকে।

'মনে হচ্ছে পরীক্ষার পড়া একেবারেই করিসনি। বারটা মারাত্মক ভুল।'

তিমশার চোখ ক্ষমাপ্রার্থীর মতো।

'বেশ, এবার তোকে নিয়ম জিজ্ঞেস করব। বাক্য কাকে বলে ?'

'বাক্য হল ...' বাইরে কী হচ্ছে শোনার জন্য তিমশা গলা বাড়িয়ে দিল। 'বাক্য হল চিন্তার সমষ্টি যা একটা সম্পূর্ণ শব্দকে প্রকাশ করে।'

'মাথা ঠিক করে ভেবে বল। বাক্য কাকে বলে ?'

'বাক্য হল ... এমন শব্দ যা চিন্তা সমষ্টিকে প্রকাশ করে।'

লিওভা ছুটে এল স্কুলের উঠনে। দলের ছেলেরা ওকে সোল্লাসে অভ্যর্থনা জানাল।

'কোথায় ও ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'দোতলায়!'

সবাই ছুটে গেল বারান্দার ভিতরে।

'চুউউপ!' বারান্দা ধরে তাড়াতাড়ি পা টিপে টিপে যেতে যেতে একজন আর একজনকে সতর্ক করে।

তিমশা একটা চেয়ারে বসে, হাঁটু দুটো গুটোন, হাত-চাপা মুখ। লিওভা রিপোর্টখানা বাড়িয়ে বলল:

'এই নে তিমশা!'

তিমশার নড়ন চড়ন নেই।

'ও ফেল করেছে,' অপেক্ষারত একটি ছেলে বলল।

'তার মানে? হতেই পারে না! ফেল, সে কি!!!' সবাই কলকল করে ওঠে।

'খুব বেশী চঞ্চল হয়েছিল কিনা।'

ধীরে ধীরে লিওভা তিমশার পকেট থেকে নিজের রিপোর্ট নিয়ে ওর রিপোর্ট রেখে দিল সেখানে।

বরিস ঘড়ির দিকে চাইল। বারটা বাজতে বিশ।

'চলা যাক! একজন কম নিয়েই খেলব!'

'দাঁড়া, দাঁড়া! আমি খেলব ওর জায়গায়,' বলল লিওভা।

'সে কী? তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'কেন খেলবে না? খেলুক,' বলল গোলরক্ষক। 'আর যাই হোক, খেলোয়াড়ের মতো দেখাবে তো?'

স্ট্যাণ্ডে গালিয়া বসে আছে য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা আর ওল্গার পাশে। হাঁটুর ওপর বেতার সেট:

'মিশা কাকা, আমি খেলার ধারাবিবরণী দিচ্ছি। একটা ভারি বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছে। তিমশা পরীক্ষায় ফেল মেরেছে, ওর বদলিতে খেলছে লিওভা।'

'বিস্ফোরণ' ক্লাবের সভ্যরা বসে আছে চারপাশে, একবার চাইছে গালিয়ার দিকে আর একবার মাঠে।

স্টেডিয়ামের পোষাকের ঘর। নি-প্যাড সমান করতে করতে খেলোয়াড়দের উপদেশ দিচ্ছে বরিস:

'এমনভাবে খেলবি যেন মাঠে আমরা দশজন। কাছে পিঠে কোন প্লেয়ার না থাকলে তবেই লিওভাকে বল দিবি। বুঝলি?'

'বুঝলাম।'

আর সব খেলোয়াড়দের থেকে একটু দূরে লিওভা তিমশার সার্ট চাপাচ্ছে।

'ঝঞ্ঝা' দল আর এক ঘরে পোষাক পরছে।

ওদের ক্যাপটেন বলছে:

'লিওভাকে নিয়ে মাথা ঘামাস না। মনে করবি ওরা দশজন।'

স্ট্যান্ড স্বাগত জানাল। মাঠে নাবল দুই দল। ক্যাপটেন দুজন করমর্দন করল।

'ঝঞ্ঝা'র কোচ আর ইভানভ পাশাপাশি বসে।

'কেকগুলো বিক্রি না হতে হতে নিয়ে এলেই পারতে,' হেসে বলল কোচ।

তিমশা খালি বারান্দায় একা। শিক্ষিকা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

'এখানে বসে আছিস কেন? ম্যাচের কী হল?'

'ওরা আমাকে খেলতে দেবে না।'

শিক্ষিকা মৃদু হেসে ওর মাথার ওপর নিজের হাত রাখলেন।

'ভাবিস না! আয় এখানে। তোকে আর একটা চান্স দেব!'

সুরু হল খেলা। বল এখন 'বিস্ফোরণ'এর পেনাল্টি এরিয়াতে। লিওভা খেলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে একাগ্র চোখে বল দেখছে, কিন্তু সঙ্গীরা ওর দিকে কোন নজরই দিচ্ছে না।

বরিস বল পেল। দুজন 'ঝঞ্ঝা'র প্লেয়ার ওকে বাগাবার চেষ্টা করছে। বরিস চাইল চারপাশে। কোন খেলোয়াড় নেই কাছে, লিওভা ছাড়া। বলটা লিওভাকে

পাস করা চলে। একটু ইতস্তত করে জোরে কিক মারল উলটো দিকে। 'ঝঞ্ঝা' দলের ক্যাপটেন বলটা কেড়ে নিয়ে সুন্দর গোল করল।

স্ট্যান্ডে উল্লাস ধ্বনি। একমাত্র 'বিস্ফোরণ' ক্লাবের সদস্যদের মুখ হতাশায় কালি।

'গোল! এক — শূন্য, জিতছে "ঝঞ্ঝা",' গালিয়া মাইক্রোফোনে ঘোষণা করল।

পর্দায় মিখাইল পেত্রভিচের বিষণ্ণ মুখ। কানে রিসিভার।

'বিস্ফোরণ' দল মরিয়া হয়ে পাল্টা আক্রমণ চালাল। 'ঝঞ্ঝা'র ছেলেরা আক্রমণ হটিয়ে সামনে এগুল।

তাঁবুতে বসে মিখাইল পেত্রভিচ গালিয়ার বিবরণী শুনছেন।

সে বলছে মাইক্রোফোনে:

'এবার আমাদের দিকে খেলা চলেছে। গ্রিশা বল ধরেছে ... বরিসকে পাস করল। বরিস কিক করার চেষ্টা করল, সেমিওনভ কেড়ে নিল বল, পাস করল বুকিনকে। বুকিন ক্যাপটেন লিওশাকে। দিমা ধরল ওকে। পড়ে গেল! লিওশা প্রথম বল পেল ... কিক করল! চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন কাকা? ওরা আবার গোল করেছে। দুই — শূন্য!'

'শয়তান জানে কী চলেছে এসব!' প্রফেসর বিড়বিড় করলেন।

'শোন, এবার দৌড়ে গিয়ে কেকগুলো নিয়ে এস,' কোচ বলল ইভানভকে।

আবার 'বিস্ফোরণ' আক্রমণের চেষ্টা করল, কিন্তু বল আবার ফিরে এল ওদের দিকে। এবার লিওভা মাঠের মাঝখানে। পিছনে হাত রেখে থেকে থেকে নিজেদের গোলের দিকে চাইছে।

'ল্যাম্পপোস্টের মতো দাঁড়িয়ে আছে!' দলের ছেলেরা চটে বলল।

'ঝঞ্ঝা'র গোলরক্ষক লিওভার দিকে চেয়ে দাঁত মেলে হাসে।

বরিস নিজের গোলের কাছে জটের ভিতর থেকে বলটা বার করে কিক করল মাঠের মধ্যে। বিরোধী দলের প্লেয়ার ছুটে এল বল আটকাতে। অনেক দেরী করে ফেলেছে। লিওভা বল ধরেছে। ড্রিবল করে ওদের কাটিয়ে পেনাল্টি এরিয়া থেকে গোলে বল মারল। গোল হয়ে গেল।

স্টেডিয়ামের সবাই দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে মেচিয়ে হাততালি দিতে লাগল। বরিস মৃদু হেসে লিওভার হাতে চাপ দিল।

'ওরে আমার লিওভা সোণা,' চেঁচিয়ে উঠলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

গালিয়া মাইকে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু চারদিকের হুল্লোড়ে কিছু শোনা যাচ্ছে না।

মিখাইল পেত্রভিচ চেয়ারে হেলান দিয়ে সানন্দে আওয়াজ তুলছেন আর হাসছেন।

'বিস্ফোরণ' দল এবার দ্বিগুণ তেজে আক্রমণ চালাল। লিওভা বল পেল। সে গোলে বল মারবার ভান করল, ব্যাক দুজন ছুটে আসাতে টুক করে বরিসকে বল দিয়ে দিল।

মিখাইল পেত্রভিচ আস্তে আস্তে হাততালি দিচ্ছেন। টেবিলের ঘড়িতে সাড়ে বারটা।

স্টেডিয়ামের ঘড়িতে একটা বাজতে পাঁচ। 'আমি স্কোরটা বলছি আবার। তিন — দুই, "বিস্ফোরণ" জিতছে!' মাইকে বিজয়গর্বে ঘোষণা করল গালিয়া।

'ঝঞ্ঝা' দলের ছেলেরা বিব্রত। 'বিস্ফোরণ'এর সানন্দ আক্রমণের সামনে ওরা হতভম্ব। এলোপাতাড়ি বল মারছে আর প্রায়ই মিস করছে।

লিওভা আর বরিস ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। কে একজন ওদের ওপর দিয়ে লাফ মেরে এল। জমি আঁকড়ে পড়ে রইল দুজন।

'গোল!' গর্জন উঠল স্ট্যান্ড থেকে। শুয়ে থেকে বরিস আর লিওভা দুজন দুজনের দিকে চেয়ে হাসল।

কোচকে খাবার জায়গায় দেখা যাচ্ছে।

'দু'ডজন কেক দিন,' মনিব্যাগ বার করতে করতে বলল সে। মুখখানা গোমড়া।

সমস্ত দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে যার যেমন খুশি চিৎকার আর হাততালি দিতে লাগল।

সেট হাতে গালিয়া, য়েলেনা দমিত্রিয়েভনা, তানিয়া, ওলগা ফুলের প্রকাণ্ড তোড়া নিয়ে ভিড় ঠেলে মাঠের দিকে এগুচ্ছে।

'অভিনন্দন তোমাদের ছেলেরা!' চিৎকার করছেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা।

গালিয়া তখনও মাইকে বলছে:

'চিৎকার শুনতে পাচ্ছেন মিশা কাকা? কাকীমা বিজয়ীদের বাহবা দিচ্ছেন!'

মিলিশিয়ার লোক দর্শকদের মাঠের দিকে এগুতে বাধা দিচ্ছে।

'কমরেডগণ! দয়া করে ওদিকে যাবেন না!' বিভ্রান্তভাবে বার বার অনুরোধ জানাচ্ছে।

বৃথাই চেষ্টা! ওলগা, তানিয়া, স্তিওপা, য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা আর ইভানভ কেকের দুটো বড় বাক্স নিয়ে এর মধ্যেই ওখানে পেঁছে গেছে। সঙ্গে 'বিস্ফোরণ' ক্লাবের এক গাদা ছেলেমেয়ে।

'তোমাদের অভিনন্দন জানাই ছেলেরা! সত্যি, কী ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম!' কাকে ফুল দেবেন দেখতে দেখতে বলে উঠলেন য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা, কিন্তু প্রত্যেক খেলোয়াড়ের হাতেই ফুলের গুচ্ছ।

'আমি পাশ করেছি! "চমৎকার" পেয়েছি! পাশ করেছি!' একটা মরিয়া চিৎকার শোনা গেল। ভিড় থেকে ছুটে বেরিয়ে এল তিমশা, মুখ তার খুশিতে উজ্জ্বল। '"চমৎকার" পেয়েছি আমি!'

য়েলেনা দ্মিত্রিয়েভনা তিমশার হাতে ফুল গুঁজে দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন।

দ্রজ্দভ ওলগার দিকে তাকিয়ে বলল:

'কেমন? সবকিছু ঠিকঠাক তো? কাজকর্মের পদ্ধতি সূচী অনুযায়ী চলেছে?'

ওলগা মাথা নেড়ে হাসল। রিপোর্টার হাজির হল ভিড় ঠেলে। কেক-খাওয়া খেলোয়াড়দের কাছে এল সে।

'এক সেকেন্ড! হাস সবাই বেশ ভাল করে!'

ছেলেরা মুখবোঝাই অবস্থায় চুপ করে রইল।

গালিয়াকে দেখা গেল, ঠোঁটে আর নাকে ক্রিম লেগে আছে।

'মিশা কাকা, এই আমার ধারাবিবরণীর শেষ,' মাইকে বলল সে। 'গুড বাই!'

সমাপ্তি

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়

২১, জুবভস্কি বুলভার,

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union

ЮРИЙ СОТНИК

КОМАНДА С НАШЕЙ УЛИЦЫ